# নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা প্রতিবেদন

## “জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি (২য় সংশোধিত)” প্রকল্প

আইএমইডি
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জুন ২০২১

# আইএমইডি
# পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

“জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি (২য় সংশোধিত)” প্রকল্প


**ডাটা ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস**

বাড়ি নং- ৬১, সড়ক- ০৬, ব্লক-এ,
সেকশন- ১২, মিরপুর, ঢাকা- ১২১৬
ই-মেইল: ddslma2015@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.ddsl.com



জুন ২০২১

# সূচিপত্র

*নির্বাহী সার-সংক্ষেপ* ..... *i*
*List of Abbreviations* ..... *iii*

**১ম অধ্যায়: প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা**

১.১ প্রকল্পের পটভূমি ..... ১
১.২ প্রকল্পের বিবরণ ..... ১
১.৩ প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা ..... ১
১.৪ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ..... ১
১.৫ প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি ..... ২
১.৬ প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধনের কারণ ..... ২
১.৭ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম ..... ৩
১.৮ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও ব্যয় পরিকল্পনা ..... ৪
১.৯ প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা ..... ৪
১.১০ পূর্ত কাজ সম্পাদনের পরিকল্পনা ..... ৫
১.১১ প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা ..... ৫
১.১২ আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের লগ-ফ্রেম ..... ৬
১.১৩ ডিপিপি অনুযায়ী টেকসইকরণ পরিকল্পনা ..... ৭

**২য় অধ্যায়: নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালন পদ্ধতি ও সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা**

২.১ পরামর্শকের কার্য-পরিধি (ToR) ..... ৭
২.২ নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালনা পদ্ধতি ..... ৭
২.২.১ কৌশলগত পদ্ধতি ..... ৮
২.২.২ বিশ্লেষণগত কাঠামো ..... ৮
২.৩ সমীক্ষার ধারণা ..... ৯
২.৪ নিবিড় পরিবীক্ষণের নির্দেশক নির্বাচন ..... ১০
২.৫ সমীক্ষার কর্ম-পদ্ধতি (Methodology) ..... ১২
২.৫.১ বিভাগ, জেলা ও উপজেলা ভিত্তিক নমুনার সংখ্যা নির্ধারণ ..... ১২
২.৫.২ বিভাগ, জেলা ও উপজেলা অনুযায়ী নমুনার বিস্তার ..... ১৩
২.৫.৩ জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা ..... ১৩
২.৫.৪ আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠান ..... ১৫
২.৫.৫ প্রকল্পের SWOT বিশ্লেষণ ..... ১৫
২.৬ প্রকল্পের টেকসইকরণ পরিকল্পনা ..... ১৬
২.৭ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি ..... ১৬
২.৭.১ তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ ..... ১৬
২.৭.২ সুফলভোগীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ ..... ১৭
২.৮ তথ্য-উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ ..... ১৭

**৩য় অধ্যায়: প্রকল্পের অগ্রগতি ও ফলাফল পর্যালোচনা**

৩.১ প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি ..... ১৮
৩.২ অর্থবছর ভিত্তিক আরডিপিপি'র সংস্থান, বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও ব্যয়ের অগ্রগতি ..... ১৯
৩.৩ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা এবং অগ্রগতি ..... ২০
৩.৪ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজ বাস্তবায়নের অগ্রগতি ..... ২২
৩.৪.১ সমউন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজ সকল এলাকায় বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ ..... ২৩
৩.৫ প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা ..... ২৪
৩.৫.১ বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ..... ২৪
৩.৫.২ যানবাহন ক্রয়ের অগ্রগতি ..... ২৪
৩.৫.৩ লেভেলিং মেশিন ক্রয় প্রক্রিয়া পর্যালোচনা ..... ২৫
৩.৫.৪ পূর্তকাজ (পুকুর, দিঘি ও অন্যান্য জলশয় পূন:খনন) ক্রয় প্রক্রিয়া পর্যালোচনা ..... ২৬
৩.৬ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের মাত্রা পর্যালোচনা ..... ২৭

৩.৬.১ প্রকল্পের লগফ্রেমের আলোকে ফলাফল অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ..... ২৮
৩.৬.২ এসডিজি পরিকল্পনার সাথে প্রকল্পের সম্পর্ক ..... ২৮
৩.৬.৩ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ..... ২৯
৩.৭ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ..... ৩০
৩.৭.১ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ ..... ৩০
৩.৭.২ প্রকল্পের জনবল নিয়োগের সংস্থান ও নিয়োগের সংখ্যা ..... ৩০
৩.৭.৩ স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠান ..... ৩১
৩.৭.৪ পিআইসি কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ ..... ৩২
৩.৭.৫ প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন ..... ৩৩
৩.৭.৬ আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা ..... ৩৪
৩.৭.৭ প্রকল্প ব্যবস্থাপনার তথ্য (PMIS) হালনাগাদকরণ ..... ৩৪
৩.৭.৮ নিরীক্ষা আপত্তি পর্যালোচনা ..... ৩৪
৩.৮ মাঠ পর্যায়ে পরিচালিত সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য ও ফলাফল বিশ্লেষণ ..... ৩৬
৩.৮.১ সুফলভোগীদের খানা জরিপের ফলাফল ..... ৪৩
৩.৮.২ দলীয় আলোচনা (এফজিডি) হতে প্রাপ্ত তথ্য ও ফলাফল বিশ্লেষণ ..... ৪৩
৩.৮.৩ মুখ্য তথ্যদাতাদের সাথে সাক্ষাৎকারের ফলাফল (Results of Key Informant Interviews) ..... ৪৭
৩.৮.৩.১ জেলা এবং উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাদের সাথে অনুষ্ঠিত সাক্ষাৎকারের ফলাফল ..... ৪৭
৩.৮.৩.২ উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের সাথে নিবিড় সাক্ষৎকারের ফলাফল (কেআইআই) ..... ৫০
৩.৯ সরেজমিন পরিদর্শন হতে প্রাপ্ত ফলাফল ..... ৫৩
৩.১০ স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা অনুষ্ঠান ..... ৬০
৩.১১ প্রকল্পের কাজ টেকসইকরণের বিষয়ে মতামত ..... ৬২

**চতুর্থ অধ্যায়:** প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ **(SWOT Analysis)**

৪.১ প্রকল্পের সবল দিকসমূহ ..... ৬৩
৪.২ প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ ..... ৬৪
৪.৩ প্রকল্পের সুযোগসমূহ (Opportunities of the Project) ..... ৬৫
৪.৪ প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ (Threats) ..... ৬৫

**পঞ্চম অধ্যায়: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার সার্বিক পর্যবেক্ষণ**

৫.১ প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধন ..... ৬৬
৫.২ ডিপিপি'র লগফ্রেম ..... ৬৬
৫.৩ ক্রয় প্রক্রিয়া ..... ৬৬
৫.৪ প্রকল্পের অর্থ ব্যয়ের অগ্রগতি ..... ৬৬
৫.৫ মাছ চাষের জন্য সুফলভোগীদল গঠন ও নিবন্ধন ..... ৬৬
৫.৬ জলাশয় খনন পরবর্তী ব্যবহারের অধিকার ..... ৬৬
৫.৭ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ..... ৬৬
৫.৮ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন ..... ৬৭
৫.৯ সুফভোগী দলের সঞ্চয় বৃদ্ধি ও মাছ চাষের জন্য পুঁজি গঠন ..... ৭৮
৫.১০ সুফলভোগীদের কর্মসংস্থান ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ..... ৬৮
৫.১১ জলাশয় পুন:খনন কাজের মান ..... ৬৮
৫.১২ প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাব ..... ৬৮

**ষষ্ঠ অধ্যায়: সুপারিশসমূহ ও উপসংহার**

৬.১ সুপারিশসমূহ ..... ৬৯
৬.২ উপসংহার ..... ৭০

**পরিশিষ্ট-: জরিপ কাজে ব্যবহৃত প্রশ্নমালা**


সংযুক্তি-১: খানা জরিপ প্রশ্নমালা ..... **৭১**

সংযুক্তি-২: জেলা/ সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষৎকারের প্রশ্নমালা..... **৭৩**

সংযুক্তি-৩: উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের সাথে সাক্ষৎকারের প্রশ্নমালা..... **৭৫**

সংযুক্তি-৪: FGD পরিচালনার Guideline..... ৭৬

সংযুক্তি-৫: প্রদর্শনী খামার পরিদর্শনের চেকলিষ্ট..... ৭৭

সংযুক্তি-৬: ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যসংগ্রহের চেকলিষ্ট..... **৭৯**

সংযুক্তি-৭: বিভাগ, জেলা, উপজেলা ওয়ারী প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা..... ৮১

সংযুক্তি-৮: চূড়ান্ত প্রতিবেদনের ওপর অনুষ্ঠিত জাতীয় কর্মশালা ও টেকনিক্যাল সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে গৃহীত ব্যবস্থাবলী

# নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

টেকসই মৎস্য উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, "**জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি (২য় সংশোধিত)**" শীর্ষক প্রকল্পটি ২৫৪০৪.৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অক্টোবর ২০১৫ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ৪ বছর মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করে। পরবর্তীতে দেশের সমউন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আরও ৮টি জেলার ১২০টি উপজেলা অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্প এলাকা সম্প্রসারণ করে ইত্যাদি কারণে ১ম ও ২য় বার সংশোধন করে প্রকল্প বাস্তবায়নের মেয়াদ জুন ২০২২ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। প্রকল্পটি বর্তমানে দেশের ৬১টি জেলার ৩৪৯টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সর্বশেষ সংশোধিত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৪০৯০০.০০ লক্ষ টাকা। এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৯০১৫.৫৪ লক্ষ টাকা এবং আর্থিক অগ্রগতি ৭০.৯৪%।

প্রকল্পটির প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে পতিত জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ, মাছ চাষের উন্নত প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ সেবা প্রদান এবং উপকরণ সরবরাহ; গ্রামীণ দরিদ্র্য মৎস্য চাষি, মৎস্যজীবী, বেকার যুবক, দুঃস্থ মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। এছাড়া পতিত জলাশয় সংস্কার করে মাছের আবাসস্থল পুনরুদ্ধার, পরিবেশ বান্ধব মাছ চাষ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং সমাজভিত্তিক মাছ চাষ সম্প্রসারণও অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। মূল প্রকল্প প্রস্তাবনাটি বাংলাদেশের ৫৩টি জেলার ২২৯টি উপজেলায় বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়।

প্রকল্পের প্রধান কাজ হচ্ছে ৯৪৪.৮২ হেক্টর পুকুর, দিঘি এবং ১৬৫২.৬১ হেক্টর খাল/বিল/মরানদী পুন:খনন পানি চলাচলের অবকাঠামো হিসেবে ৫০০টি পাইপ কালভার্ট স্থাপন, ১৫০৩৫ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান, ৭৮২টি প্রদর্শনী মৎস্য খামার স্থাপন, ৭১,১৫০টি বৃক্ষরোপণ এবং উন্মুক্তকরণ কর্মসূচির অধীনে চাষিদেরকে ৮০টি মাছ ধরার জাল এবং ৪০টি পানির পাম্প সরবরাহ। প্রকল্পের অধীনে ২টি পিকআপ, মাছ ধরার জাল ও পাম্প মেশিন ব্যতীত সকল যানবাহন, অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয় এবং জনবল যথাসময়ে নিয়োগ করা হয়েছে। ক্রয় প্রক্রিয়া পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রকল্পের ক্রয় প্রক্রিয়ার ওপর ১৬টি নিরীক্ষা আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে। ইতোমধ্যে ৪টি আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে এবং অবশিষ্ট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির জন্য ব্রডশিটে প্রয়োজনীয় প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের সংস্কারকৃত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন গড়ে ৫৪.৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। অনুরূপভাবে ঐ সকল জলাশয়ে গঠিত সুফলভোগীদের বাৎসরিক আয় পূর্বের তুলনায় গড়ে ২৫.৫৫% (৩৪,৭৫৬ টাকা) ও মাছ খাওয়ার পরিমাণ ৭৪.৩৭% বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রকল্পের পুন:খনন কাজ সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ে জরিপে ৯৬% সুফলভোগী এবং প্রায় ১০০ ভাগ জেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, জলাশয়সমূহ কাঙ্খিত গভীরতায় খনন করা হয়েছে এবং খনন কাজের মান সন্তোষজনক। সমীক্ষা দল কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনেও কাজের মান সন্তোষজনক পাওয়া গিয়েছে এবং সমধর্মী অন্যান্য প্রকল্পের সাথে কোন প্রকার দ্বৈততা পরিলক্ষিত হয়নি। প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বে প্রায় ৪৪% জলাশয় পতিত ছিল। অবশিষ্ট জলাশয়ের অধিকাংশে মৌসুমী মাছ চাষ বা আহরণ করা হতো। পূর্বে এ সকল জলাশয়ের মাছের বাৎসরিক উৎপাদন বাৎসরিক ০-২.০ মে. টন/হেক্টর সীমিত ছিল। পুন:খননের পর মাছের উৎপাদন ৪.০ হতে ৬.০ মে. টন/হেক্টরে উন্নীত হয়েছে। জলাশয়সমূহ পুন:খনন/সংস্কারের ফলে মাছ চাষের এলাকা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ডিপিপিতে অনুমিত মাছের বাৎসরিক উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ১০,২৩৪

মে. টনের চেয়ে বেশী বৃদ্ধি পাবে। অনুরূপভাবে ১৫,০০০-২০,০০০ লোকের প্রত্যক্ষভাবে এবং প্রায় সমপরিমাণ লোকের পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থান হবে। ফলে প্রকল্পভুক্ত গ্রামীণ দরিদ্র মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী, বেকার যুবক, দুঃস্থ মহিলাসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। প্রশিক্ষণের ফলে মৎস্য চাষিদের আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ৯০.৮% সুফলভোগী প্রশিক্ষণের মান ভাল/খুব ভাল এবং ৫৪.২% প্রশিক্ষণের পর বুকলেট/লিফলেট পেয়েছেন। জলাশয়সমূহ হতে সরকারের রাজস্ব আদায়ের পরিমাণও পূর্বের তুলনায় সর্বনিম্ন ৫% হতে ৫০% এবং গড়ে ১৪.২% বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রকল্পের কাজ টেকসই করার প্রধান প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে মাছ চাষের জন্য গঠিত সকল সুফলভোগীদল নিবন্ধনের আওতায় আনতে হবে এবং তাদের আবর্তক তহবিল থাকা প্রয়োজন। উন্নয়নকৃত জলাশয়সমূহ এলাকাভেদে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণে ইজারা বা মাছ চাষের জন্য বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। ইজারা মূল্য প্রতি বছর ৫% হতে ২০% পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে বা হচ্ছে।

প্রকল্পটির বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা, এডিপি অর্থ ছাড় ও ব্যয় এবং প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদন ইত্যাদি অনেকগুলো সবল দিক পরিলক্ষিত হয়েছে। অনুরূপভাবে প্রকল্প এলাকায় মাছ চাষ, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রকল্পের সুফলভোগীদের কর্মসংস্থান এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তবে বন্যা, প্লাবন, পলি ভরাট এবং সুফলভোগী দলের নিবন্ধন না হওয়া ও প্রতি বছর ইজারা মূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদির জন্য প্রকল্পের কাজ টেকসই হওয়া এবং প্রভাবশালী মহল কর্তৃক জলাশয়সমূহ পুন:দখল এবং দূষণের ঝুঁকি রয়েছে।

উপরোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করে প্রকল্পের অর্জনসমূহ ও সুফলভোগী দল টেকসইকরণসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে মোট ১০টি সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করা, সুফলভোগী দলের নিবন্ধন, পুঁজি গঠন, দীর্ঘ মেয়াদে সরকার নির্ধারিত মূল্যে ইজারা প্রদান, একটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করে প্রকল্পের অধীনে স্থাপিত প্রদর্শনী মাছচাষ কার্যক্রম টেকসইকরণ, সংস্কারকৃত জলাশয়সমূহ পুন:দখল, দূষণ রোধ এবং প্রকল্প সমাপ্তির পর রাজস্ব খাতের অর্থায়েনে বিভাগ বা জেলা পর্যায়ে বহুমুখী সেবাযুক্ত প্রদর্শনী মৎস্য খামার স্থাপন গুরুত্বপূর্ণ।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি আরও অনেক সুফল, যেমন- কৃষি কাজে সেচ সুবিধা বৃদ্ধি, খাল-বিল, মরানদী পরিচ্ছন্ন, পরিবেশ উন্নয়ন, জনগণের চলাচলের ব্যবস্থা, জলজ প্রাণির জীব বৈচিত্র্য এবং চিংড়ি চাষের এলাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। জলাশয়ের পাড়ে শাকসবজি, পেঁপে, কলা গাছ, লেবু চাষ, গবাদি পশুর খাদ্য যেমন- নেপিয়ার ঘাস চাষ করা হচ্ছে। সর্বোপরি পানি সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধি নিশ্চিত কল্পে খাল, বিল, মরানদীসহ সরকারি জলাশয় অবৈধ দখলদারদের কবল হতে মুক্ত করে এখন মাছ চাষের আওতায় এসেছে।

# List of Abbreviations

| Acronyms | Elaboration |
|---|---|
| ADP | Annual Development Programme |
| BMTF | Bangladesh Machine Tool Factory |
| DoF | Department of Fisheries |
| DDSL | Data Development Services Limited |
| DFO | District Fisheries Officer |
| DPP | Development Project Proposal |
| FGD | Focus Group Discussion |
| GAP | Good Aquaculture Practices |
| HS | Household Survey |
| KII | Key Informant Interviews |
| LCS | Landless Contracting Society |
| IMED | Implementation Monitoring and Evaluation Division |
| OTM | Open Tendering Method |
| OVI | Objectively Verifiable Indicators |
| PEC | Project Evaluation Committee |
| PMIS | Project Management Information System |
| RADP | Revised Annual Development Programme |
| RDPP | Revised Development Project Proposal |
| PPA-2006 | The Public Procurement Act 2006 |
| PPR-2008 | The Public Procurement Rules 2008 |
| PIC | Project Implementation Committee |
| PSC | Project Steering Committee |
| SDG | Sustainable Development Goal |
| SMART | Short Meaningful Appropriate Reasonable Techncial |
| SPSS | Statistical Package for Social Science |
| SWOT | Strength, Weakness, Opportunity and Threat |
| TOR | Terms of Reference |

# প্রথম অধ্যায়

# প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা

## ১.১ প্রকল্পের পটভূমি

বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান মৎস্য সম্পদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এদেশে রয়েছে অসংখ্য নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর-দিঘি, হাওড়-বাঁওড় এবং মৌসুমি জলাশয়। পূর্বে এ সকল জলাশয় হতে দেশের মোট মাছ উৎপাদনের প্রায় ৯০% পাওয়া যেত। বর্তমানে প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট নানাবিধ কারণে এ সকল জলাশয় ভরাট হওয়ার ফলে এ উৎস থেকে মৎস্য উৎপাদন প্রায় ২৮ শতাংশে নেমে এসেছে। দেশের জনগণের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনসহ জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। জিডিপিতে মৎস্য সেক্টরের অবদান প্রায় ৩.৬৫ শতাংশ। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১১.০ শতাংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জীবিকার জন্য মৎস্য সেক্টরের উপর নির্ভরশীল। ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর বাসস্থান ও অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে মাছের আবাসস্থল ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। ফলে প্রাকৃতিক উৎসের মৎস্য উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। দেশে প্রায় ৭.৮৯ লক্ষ হেক্টর বদ্ধ, আধা-বদ্ধ জলাশয় আছে। এর মধ্যে প্রায় ১.০ লক্ষ খাস পুকুর, দিঘি, বদ্ধ খাল, মরানদী, বাঁওড়, বিল ও বরোপিট ইত্যাদি পতিত অবস্থায় রয়েছে। এ সকল জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মাছ চাষের উপযোগী করা হলে গ্রামীণ জনপদে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং পতিত জলাশয় মাছ চাষের আওতায় আসার ফলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র এবং SDG অর্জনের অন্যতম সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে মৎস্য সেক্টরের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। উপরোক্ত বাস্তব প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে দেশের পতিত জলাশয় সংস্কার করে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিসহ কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতি উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

## ১.২ প্রকল্পের বিবরণ

| | | |
|---|---|---|
| প্রকল্পের নাম | : | **“জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি (২য় সংশোধিত)”** |
| উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ | : | মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় |
| বাস্তবায়নকারী সংস্থা | : | মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ |
| বাস্তবায়নকাল | : | অক্টোবর ২০১৫ হতে জুন ২০২২ খ্রিঃ |
| প্রকল্পের অবস্থান | : | বাংলাদেশের ৮টি বিভাগ, ৬১টি জেলা এবং ৩৪৯টি উপজেলা (৩টি পার্বত্য জেলা ব্যতীত) |

## ১.৩ প্রকল্পের বাস্তবায়ন এলাকা

বাংলাদেশের ৩টি পার্বত্য জেলা ব্যতীত অন্যান্য জেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভাগ, জেলা এবং উপজেলার নাম সংযুক্তি-৭ এ প্রদান করা হয়েছে

## ১.৪ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ

১. টেকসই মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করা;

২. পতিত জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করে পুষ্টির চাহিদা পূরণ;

৩. মাছ চাষের জন্য উন্নত প্রশিক্ষণ, সম্প্রসারণ সেবা এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র্য মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী, বেকার যুবক ও দুস্থ মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা;

৪. সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থার সূচনা করা এবং উন্নয়নকৃত জলাশয়ে সুফলভোগীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা; এবং

৫. পতিত জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে আবাসস্থল পুনরুদ্ধার করে পরিবেশবান্ধব মাছ চাষ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ নিশ্চিত করা।

## ১.৫ প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি

প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন, ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি নিম্নের সারণি ১.১ প্রদান করা হলো:

**সারণি-১.১: প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন, ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি**

| অনুমোদন/ সংশোধন | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রস্তাবিত ব্যয় বৃদ্ধি ও শতকরা হার | বাস্তবায়ন সময় | প্রকৃত সময়/ বৃদ্ধি (%) | অর্থের উৎস |
|---|---|---|---|---|---|
| মূল অনুমোদন | ২৫৪০৪.৪০ | - | অক্টোবর ২০১৫-জুন ২০১৯ | ৪ বছর | জিওবি |
| ১ম সংশোধন | ২৯২১৫.০৯ | ৩৭৭৪.৬৯ (১৪.৮%) | অক্টোবর ২০১৫-জুন ২০২০ | ১ বছর বৃদ্ধি (২৫%) | জিওবি |
| ২য় সংশোধন | ৪০৯০০.০০ | ১৫৪৯৫.৬০ (৬১%) | অক্টোবর ২০১৫-জুন ২০২২ | ২ বছর বৃদ্ধি (৫০%) | জিওবি |

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের অনুমোদিত সময় মোট ৭ বছর এবং ২য় সংশোধনের সময় প্রাক্কলিত ব্যয় মূল অনুমোদিত ব্যয়ের ৬১% বৃদ্ধি করা হয়েছে।

## ১.৬ প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধনের কারণ

| নং | প্রকল্প সংশোধন | সংশোধনের যৌক্তিকতা |
|---|---|---|
| ১ | ১ম সংশোধন | ➢ অনুমোদিত ডিপিপির তালিকায় বাস্তবায়নযোগ্য জলাশয়ের সংখ্যা কমে যাওয়ায় কাঙ্খিত অগ্রগতি অর্জন ব্যাহত হওয়া;<br>➢ মৎস্য অধিদপ্তরের আগামী দিনের মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সারা দেশে পতিত জলাশয় পুন:খননের মাধ্যমে মাছচাষের আওতায় আনা;<br>➢ দেশের সমউন্নয়নের লক্ষ্যে ডিপিপির বহির্ভুত ৮টি জেলার (গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, নাটোর, জামালপুর ও বরগুনা) ১২০টি উপজেলা নতুনভাবে অন্তর্ভুক্তকরণ;<br>➢ মাটিখননের বিদ্যমান এলসিএস পদ্ধতিতে শ্রমিকের পরিবর্তে এ্যাক্সেভেটর দ্বারা পুন:খনন কাজ বাস্তবায়ন প্রবর্তন করা এবং সম্পাদিত কাজের ভিত্তিতে নির্ধারিত দর অনুযায়ী মূল্য পরিশোধ করা;<br>➢ মৎস্য অধিদপ্তরের এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত জনসাধারণের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বদ্ধ এবং ভরাট হয়ে যাওয়া জলাশয়সমূহ পুন:খননের মাধ্যমে মাছচাষের আওতায় আনা এবং সুফলভোগীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা; এবং<br>➢ গ্রামীণ জনপদে কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ পরিবেশের উন্নয়ন।<br>➢ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদ অক্টোবর ২০১৫ হতে জুন ২০২০ হলেও প্রকল্পটি অনুমোদিত হয় ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রি: তারিখে; |

| | | |
|---|---|---|
| ২ | ২য় সংশোধন | ➢ প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ২৫৯৭.৪৩ হেক্টর (২য় সংশোধন অনুযায়ী) জলাশয় পুন:খনন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত থাকলেও ১ম বছরে কার্যক্রম করতে না পারা এবং বাস্তবায়ন উপযুক্ত পর্যাপ্ত জলাশয় না থাকায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ব্যাহত হয়েছে;<br>➢ করোনা মহামারির জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি মাত্র ৩৪.১৩%;<br>➢ নতুন করে প্রকল্প এলাকা সম্প্রসারিত হওয়ায় (৮টি জেলা ও ১২০টি উপজেলা) নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অতিরিক্ত ১ বছর (জুন ২০২২ পর্যন্ত) সময়ের প্রয়োজন;<br>➢ বাদ পড়া জেলা/ উপজেলাকে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে দেশের সমউন্নয়ন নিশ্চিত করা;<br>➢ প্রকল্প মেয়াদে ২৫৯৭.৪৩ হেক্টর জলাশয় পুন:খনন করা;<br>➢ মোট ৫০০টি পানি চলাচলের অবকাঠামো / পাইপ কালভার্ট নির্মাণ;<br>➢ দক্ষতা অর্জন ও উদ্বুদ্ধকরণের অংশ হিসেবে মোট ১৫,০৩৫ জন সুফলভোগীকে মাছচাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা;<br>➢ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মোট ৭৮২টি মাছচাষ প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা;<br>➢ উদ্বুদ্ধকরণের অংশ হিসেবে সুফলভোগীদের মাঝে মোট ৮০টি মাছ ধরার জাল ও ৪০টি পানি সরবরাহ/সেচের পাম্প মেশিন বিতরণ করা; এবং<br>➢ সংস্কারকৃত জলাশয়ের পাড়ে মোট ৭১,১৫০টি ফলজ ও বনজ বৃক্ষের চারা রোপণের মাধ্যমে বিকল্প কর্মসংস্থান ও পরিবেশের উন্নয়ন। |

## ১.৭ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম ও অনুমোদিত ব্যয় নিম্নের সারণি-১.২ এ প্রদান করা হলো:

**সারণি-১.২ প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম ও অনুমোদিত ব্যয়** (লক্ষ টাকা)

| অঙ্গের নাম | ডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা | প্রাক্কলিত ব্যয় |
|---|---|---|
| জলাশয় পুনঃখনন (পুকুর, দিঘি) | সংখ্যা- ১৯৪৪টি, ৯৪৪.৮২ হেক্টর | ১৪৬৩৪.৯০ |
| খাল/বিল/মরানদী/বরোপিট পুনঃখনন | সংখ্যা- ১৫৫৪টি, ১৬৫২.৬১ হেক্টর | ২২৫৫৬.৩৮ |
| পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো (পাইপ কালভার্ট) নির্মাণ | ৫০০টি | ১০০০.০০ |
| প্রদর্শনী খামার স্থাপন | ৭৮২ টি | ৭৯২.২৫ |
| বৃক্ষ রোপণ | ৭১১৫০টি | ১১০.০০ |
| প্রশিক্ষণ প্রদান | ১৫০৩৫ জন | ১১৭.৪৫ |
| জিপ, পিকআপ ও মোটর সাইকেল | জিপ -১টি, পিকআপ -৩টি ও মোটর সাইকেল-১০টি | ২৬৫.৭০ |
| টার্ফিং | - | ১১০.০০ |
| পানি সেচ | - | ১৩০.০০ |
| প্রকল্পের প্রভাব নিরূপণের নিমিত্ত পরামর্শক সেবা ক্রয় | - | ২০.০০ |
| মাছ ধরার জাল ক্রয় | ৮০টি | ২০.০০ |
| আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতিসহ পানির পাম্প স্থাপন | ৪০টি | ২০.০০ |

## ১.৮ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও ব্যয় পরিকল্পনা

প্রকল্পের প্রধান অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও ব্যয় পরিকল্পনা নিম্নের সারণি ১.৩ এ প্রদান করা হয়েছে।

**সারণি-১.৩: প্রকল্পের প্রধান অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা**

| অংগের নাম | মোট প্রাক্কলিত ব্যয় | অর্থবছর অনুযায়ী আরডিপিপি'র বরাদ্দ ও মোট ব্যয়ের শতকরা হার | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ২০১৫-১৬ | ২০১৬-১৭ | ২০১৭-১৮ | ২০১৮-১৯ | ২০১৯-২০ | ২০২০-২১ | ২০২১-২২ |
| বেতন-ভাতাদি | ৩৬২.৪০ | ৮.০৭ | ৪৯.০৭ | ৮২.৩০ | ৯২.৩৮ | ৬৭.৩০ | ৫৬.৩৬ | ৬.৫৭ |
| সরবরাহ ও সেবা | ১৫৭.৭০ | ১১.৫২ | ২৫৯.৩১ | ২০১.৭৯ | ২৮৩.৭০ | ১৪৩.৯১ | ৩৭৯.৮৭ | ২১৩.৫৩ |
| মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ | ১৯৭৮.১০ | ২০.৫৮ | ৩১৩.৬৮ | ২৯১.১২ | ৩৮২.০৮ | ২১৫.৩১ | ৪৪৬.৬৯ | ৩০৮.৩৫ |
| মূলধন | ৩৪০.৬২ | ১৭.৭০ | ২০.০০ | ৯২.২০ | ৯৩.৬২ | ০.০ | ১১৭.১০ | ০.০ |
| পূর্তকাজ | ৩৮৯২১.৯০ | ৩৬৮.৫৩ | ৩২৬৯.৬৯ | ৪০৪৪.২১ | ৯৫৯২.৯০ | ৩০১৪.৩৬ | ১০২৯৮.৩১ | ৮৩৩.৭১ |
| **সর্বমোট** | **৪০৯০০.০০ (১০০%)** | **৩৮৯.৯১ (০.৯৫%)** | **৩৫৮৩.৫৩ (৮.৭৬%)** | **৪৩৩৫.৫০ (১০.৬০%)** | **৯৯৭৪.৯৭ (২৪.৩৯%)** | **৩২২৯.৬৭ (৭.৯০%)** | **১০৭৪৪.১৯ (২৬.৭২%)** | **৮৬৪২.৩৬ (২১.১৩%)** |

২য় সংশোধিত ডিপিপি পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪০৯০০.০০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে বেতন-ভাতাসহ রাজস্ব খাতে ১৯৭৮.১০ লক্ষ টাকা (৪.৮৪%) এবং জলাশয় পুনঃখননসহ মূলধন খাতে ৩৮৯২১.৯০ লক্ষ টাকা (৯৫.১৬%)। উপরোক্ত সারণী অনুযায়ী প্রকল্পটির ৫ম বছরে (২০১৯-২০) মাত্র ৭.৯% অর্থ ব্যয়ের মূল কারণ হলো বৈশ্বিক করোনার বিরূপ প্রভাব। তবে বর্তমান ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট প্রকল্প ব্যয়ের প্রায় ৩০% অর্থ ব্যয়ের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যা বাস্তবায়ন করা হলে প্রকল্পের শেষ বছরে মাত্র ১০% অর্থ অবশিষ্ট থাকবে।

## ১.৯ প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা

প্রকল্পের পণ্য ক্রয় পরিকল্পনা সারণি ১.৪ এ প্রদান করা হয়েছে।

প্রকল্পটির অধীনে মোট ২০টি প্যাকেজে পণ্য ক্রয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ক্রয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি ৩য় অধ্যায়ে বিস্তারিত প্রদান করা হয়েছে।

**সারণি-১.৪: পণ্য ক্রয় পরিকল্পনা**

(লক্ষ টাকায়)

| প্যাকেজ নং | কার্যক্রমের নাম | সংখ্যা/ পরিমাণ | আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্য | ক্রয় পদ্ধতি | কাজ শুরুর তারিখ | কাজ সমাপ্তির তারিখ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| পণ্য-১ | জিপ গাড়ি | ১ | ৯১.০০ | ডিপিএম | ১৪/৪/২০১৮ | ২০/৬/২০১৮ |
| পণ্য-২ | ডাবল কেবিন পিক-আপ | ৩ | ১৬০.০০ | ডিপিএম | ১৪/৪/২০১৯ | ২০/৫/২০১৯ |
| পণ্য-৩ | মোটরসাইকেল | ১০ | ১৫.০০ | ডিপিএম | ১১/৬/২০১৭ | ৩০/৬/২০১৭ |
| পণ্য-৪ | অফিস আসবাবপত্র | থোক | ৫.০০ | আরএফকিউ | ১১/৫/২০১৬ | ২৬/৬/২০১৬ |
| পণ্য-৫ | অফিস আসবাবপত্র | থোক | ৫.০০ | আরএফকিউ | ২৮/০৪/২০১৬ | ০১/৯/২০১৬ |
| পণ্য-৬ | কম্পিউটার (ডেস্কটপ-৬টি, ইউপিএস ও প্রিন্টারসহ) | ৬ | ৪.৫০ | আরএফকিউ | ০৯/৫/২০১৬ | ২৮/৫/২০১৬ |
| পণ্য-৭ | ফটোকপিয়ার মেশিন | ১ | ১.৫০ | আরএফকিউ | ০৯/৬/২০১৬ | ২৮/৫/২০১৭ |
| পণ্য-৮ | স্ক্যানার | ৬ | ০.৬০ | আরএফকিউ | ০৯/৬/২০১৬ | ৩০/৬/২০১৬ |
| পণ্য-৯ | পর্দাসহ মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ক্রয় | ২ | ৩.০০ | আরএফকিউ | ০৯/৬/২০১৬ | ২৮/৫/২০১৭ |
| পণ্য-১০ | ডিজিটাল ক্যামেরা | ১ | ০.৫০ | আরএফকিউ | ০৯/৬/২০১৬ | ২০/৬/২০১৬ |
| পণ্য-১১ | এয়ারকন্ডিশনার | ২ | ২.৫০ | আরএফকিউ | ০২/৫/২০১৬ | ২০/৫/২০১৬ |
| পণ্য-১২ | মুদ্রণ ও বাঁধাই | থোক | ২.০০ | আরএফকিউ | ১৫/০১/২০১৭ | ২০/২/২০১৭ |
| পণ্য-১৩ | লেভেলিং মেশিন | ৬১ | ৩৯.৬৫ | ওটিএম | ০২/৯/২০১৮ | ১০/১২/২০১৮ |
| পণ্য-১৪ | এয়ারকন্ডিশনার | ১ | ১.৫০ | আরএফকিউ | ০৬/৫/২০১৮ | ০৭/০৬/২০১৮ |
| পণ্য-১৫ | মাল্টিমিডিয়া | ২ | ৩.০০ | আরএফকিউ | ০৬/৬/২০১৮ | ০৭/৭/২০১৮ |
| পণ্য-১৬ | ডিজিটাল ক্যামেরা | ১ | ১.০০ | আরএফকিউ | ০১/৮/২০২০ | ১০/৯/২০২০ |
| পণ্য-১৭ | ডেস্কটপ কম্পিউটার ও প্রিন্টার | ১ সেট | ২.৭০ | আরএফকিউ | ০১/৮/২০২০ | ১০/৯/২০২০ |
| পণ্য-১৮ | মাছ ধরার জাল | ৮০ | ২০.০০ | ওটিএম | ০১/৮/২০২০ | ১০/১১/২০২০ |
| পণ্য-১৯ | পাম্প মেশিন | ৪০ | ২০.০০ | ওটিএম | ০১/৮/২০২০ | ১০/১১/২০২০ |
| পণ্য-২০ | ডিজিটাল বোর্ড ও কম্পিউটার | ১ সেট | ৫.০০ | আরএফকিউ | ০১/৮/২০২০ | ১০/৯/২০২০ |
| | **মোট মূল্য** | | **৩৮৩.৪৫** | | | |

**তথ্য সূত্রঃ আরডিপিপি**

সংশোধিত ডিপিপি'র প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দে ৩টি পিকআপ ক্রয় বাবদ ১৬০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হলেও মূলত: ১টি পিকআপ ৫১.৬০ লক্ষ টাকায় ক্রয় করা হয়েছে। বাকি পিকআপ ২টি অর্থ মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদন না পাওয়ায় ক্রয় করা সম্ভব হয়নি। উক্ত অবশিষ্ট অর্থ ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রকল্পের জনবলের বেতন-ভাতা খাতে ব্যয় করার লক্ষ্যে প্রকল্পের আন্তঃঅঙ্গ সমন্বয়ের জন্য ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ চলমান রয়েছে। সকল ক্রয় কার্যক্রমের বিস্তারিত অগ্রগতি প্রতিবেদনের ৩য় অধ্যায়ে প্রদান করা হয়েছে।

## ১.১০ জলাশয় সংস্কার কাজ সম্পাদনের পরিকল্পনা

প্রকল্পটির অধীনে পূর্তকাজ (পুকুর, দিঘি, খাল, বিল, বরোপিট) মোট ৬টি প্যাকেজে বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত প্যাকেজের বিস্তারিত বর্ণনা ও কাজ সম্পাদনের সম্ভাব্য তারিখ আরডিপিপি অনুযায়ী সারণি-১.৫ এ প্রদান করা হয়েছে।

সারণি- ১.৫: ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পূর্ত কাজ সম্পাদনের পরিকল্পনা

| প্যাকেজ নং | প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ত কাজ) | পরিমাণ (লক্ষ ঘন মিটার) | ক্রয় পদ্ধতি | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | চুক্তি অনুযায়ী সম্ভাব্য তারিখ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | দরপত্র আহবান | চুক্তি স্বাক্ষর | সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৪ | ৫ | ৭ | ৯ | ১০ | ১১ |
| পূর্ত কাজ-Wp ০১-২০০ | পুকুর দিঘি ও অন্যান্য বদ্ধ জলাশয় পুন:খনন | ১২.২৩ | আরএফকিউ | ১৮৭৮.৭২ | ১/১০/২০ হতে ৩০/১/২২ | ৩০/১২/২০ হতে ২৮/২/২২ | ১/৩/২১ হতে ৩০/৫/২২ |
| পূর্ত কাজ-Wp ২০১-১০০০ | পুকুর দিঘি ও অন্যান্য বদ্ধ জলাশয় পুন:খনন | ৩৬.৬৯ | এলসিএস | ৫৬৩৫.৮০ | ১/১০/২০ হতে ৩০/১/২২ | ৩০/১২/২০ হতে ২৮/২/২২ | ১/৩/২১ হতে ৩০/৫/২২ |
| পূর্ত কাজ-Wp ১০০১-১৩২৫ | পুকুর দিঘি ও অন্যান্য বদ্ধ জলাশয় পুন:খনন | ১৩.৫৩ | ওটিএম | ২০৭৮.৯৮ | ১/১০/২০ হতে ৩০/১/২২ | ৩০/১২/২০ হতে ২৮/২/২২ | ১/৩/২১ হতে ৩০/৫/২২ |
| | **উপমোট** | **৬২.৪৫** | | **৯৫৯৩.৫০** | | | |
| পূর্ত কাজ-Wc ০১-২০০ | খাল/বিল/ মরানদী পুন:খনন | ২৫০.০০ | আরএফকিউ | ২৪৫৪.০০ | ১/১০/২০ হতে ৩০/১/২২ | ৩০/১২/২০ হতে ২৮/২/২২ | ১/৩/২১ হতে ৩০/৫/২২ |
| পূর্ত কাজ-Wc ২০১-৭০০ | খাল/বিল/ মরানদী পুন:খনন | ৩০২.৬১ | এলসিএস | ৮৫৮৯.০০ | ১/১০/২০ হতে ৩০/১/২২ | ৩০/১২/২০ হতে ২৮/২/২২ | ১/৩/২১ হতে ৩০/৫/২২ |
| পূর্ত কাজ Wc ৭০১- | খাল/বিল/ মরানদী পুন:খনন | ১৮১.৭৯ | ওটিএম | ৩০৭৯.৮৯ | ১/১০/২০ হতে ৩০/১/২২ | ৩০/১২/২০ হতে ২৮/২/২২ | ১/৩/২১ হতে ৩০/৫/২২ |
| | উপমোট | ৭৩৪.৪০ | | ১৪১২২.৮৯ | | | |
| **মোট মূল্য** | | **৭৯৬.৮৫** | | **২৩৭১৬.৩৯** | | | |

নোট WP= Works Pond (পূর্তকাজ ; পুকুর দিঘি পুন:খনন )
WC =Works Cannel (পূর্তকাজ ; খাল/বিল/ মরানদী / বরোপিট পুন:খনন

## ১.১১ প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা

প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের অগ্রগতি ৩য় অধ্যায়ের সারণি-৩.১ এ প্রদান করা হয়েছে।

## ১.১২ আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের লগ-ফ্রেম

প্রকল্প দলিলে ৪×৪ ম্যাট্রিক্স-এর একটি লগ-ফ্রেম দেয়া হয়েছে। লগ-ফ্রেমে ইনপুট, আউটপুট, প্রকল্পের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। নিম্নে লগ-ফ্রেমটি উপস্থাপন করা হলো:

| সংক্ষিপ্ত বর্ণনা | বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক | যাচাইয়ের মাধ্যম | গুরুত্বপূর্ণ অনুমান |
|---|---|---|---|
| লক্ষ্য (Goal)<br>টেকসই মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করা। | প্রকল্পের মেয়াদ শেষে প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত ১০% মানুষের দারিদ্র্য দূর হবে। | বিবিএস তথ্য, প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন। আইএমইডি ও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মূল্যায়ন প্রতিবেদন। | -- |
| উদ্দেশ্য (Purpose)<br>● পতিত জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি<br>● কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি<br>● মৎস্য চাষ ও মৎস্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন<br>● সম্পদ উন্নয়ন | ● প্রকল্প মেয়াদ শেষে সংস্কারকৃত জলাশয়গুলোতে মাছের উৎপাদন গড়ে ৩০% বৃদ্ধি পাবে।<br>● প্রকল্প মেয়াদে এবং প্রকল্প মেয়াদ শেষে প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত জনগণের কর্মসংস্থান ১৫% পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। | বিবিএস তথ্য, প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন। আইএমইডি ও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মূল্যায়ন প্রতিবেদন। | মালিকানা সংক্রান্ত জটিলতাসহ স্থানীয় নানাবিধ কারণে খননকৃত সকল জলাশয়ে মাছ চাষ সম্ভব নাও হতে পারে। |
| আউটপুট (Result)<br>● ১৫০৩৫ জন প্রশিক্ষিত জনশক্তি,<br>● ৭৮২টি প্রদর্শনী খামার স্থাপন,<br>● ২৫৯৭.৪৩ হেক্টর জলাশয় উন্নয়ন,<br>● ৫০০টি পাইপ কালভার্ট নির্মাণ,<br>● প্রতি বছর অতিরিক্ত ১০২৩৩.৮৬ | ● মোট ১৫০৩৫ জন সুফলভোগীকে মৎস্যচাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান মোট ৭৮২টি প্রদর্শনী খামারে উন্নত পদ্ধতিতে মাছ চাষ।<br>● মোট ২৫৯৭.৪৩ হেক্টর জলাশয় পুন:খননের মাধ্যমে ও মাছ চাষের আওতায় আসবে। পানি চলাচলের | মূল্যায়ন প্রতিবেদন, প্রকল্প অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং আইএমইডি ও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মূল্যায়ন প্রতিবেদন। | প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্যান্য সামাজিক কারণে শতভাগ জলাশয় মাছচাষ কার্যক্রমের আওতায় নাও আসতে পারে। |

| সংক্ষিপ্ত বর্ণনা | বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক | যাচাইয়ের মাধ্যম | গুরুত্বপূর্ণ অনুমান |
|---|---|---|---|
| মে.টন মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি, এবং<br>● ১৮২০০ জন লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি। | সুবিধার জন্য ৫০০টি পাইপ কালভার্ট নির্মাণ<br>● প্রতিবছর ১০২৩৩.৮৬ মেট্রিক টন অতিরিক্ত মাছের উৎপাদন<br>● ১৮২০০ জন লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি। | | |
| কার্যক্রম (Input)<br>● জলাশয় পুন:খনন এবং উন্নয়ন<br>● সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন<br>● মৎস্য প্রদর্শনী খামার স্থাপন<br>● পাইপ কালভার্ট নির্মাণ<br>● ফলজ বৃক্ষরোপণ। | ● ৭ বছরে মোট ২৫৯৭.৪৩ হেক্টর জলাশয় পুন:খননের মাধ্যমে মাছ চাষের আওতায় আনা<br>● মোট ১৫,০৩৫ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান<br>● ৭৮২টি মৎস্য প্রদর্শনী খামার স্থাপন<br>● ৫০০টি পাইপ কালভার্ট নির্মাণ। | আইএমইডি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মূল্যায়ন প্রতিবেদন। মৎস্য অধিদপ্তরের পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন। | |

ডিপিপি'র লগফ্রেম অনুযায়ী প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের মাত্রা ও ফলাফল এ প্রতিবেদনের ৩য় অধ্যায়ের ৩.৬.১ অনুচ্ছেদে প্রদান করা হয়েছে।

## ১.১৩ ডিপিপি অনুযায়ী টেকসেইকরণ পরিকল্পনা

আরডিপিপিতে প্রকল্পের কাজ এবং উন্নয়নসমূহ টেকসই করার কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রদান করা হয়নি। তবে প্রকল্পের কাজ (জনবল ও অন্যান্য) রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করার প্রয়োজন হবে কি না এ বিষয়ে মূল ডিপিপি'র ১৩ নং অনুচ্ছেদে (পৃ: নং ৪৩১) উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকল্পটি সমাপ্তির পর প্রকল্পের অধীনে যেসকল জলাশয়, অবকাঠামো নির্মাণ এবং উন্নয়ন করা হবে, সেসকল জলাশয়/অবকাঠামো শর্তসাপেক্ষে সুফলভোগীদের নিকট মাছ চাষের জন্য হস্তান্তর করা হবে। সুফলভোগী দল মাছ চাষসহ সহায়ক কাজ সম্পাদনের জন্য উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার নিকট দায়বদ্ধ থাকবেন এবং প্রতি বছর সংস্কারকৃত জলাশয়ের উৎপাদন পরিকল্পনা প্রস্তুত ও জলাশয়সমূহ ব্যবস্থাপনা করবেন। সুফলভোগীদল নিয়মিতভাবে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার নিকট প্রতিবেদন দাখিল করবেন। সুফলভোগী দল মাছচাষ ব্যবস্থাপনার সকল খরচ নিজেরা বহন করবেন। জেলা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণ তাদের নিয়মিত দায়িত্ব হিসেবে এসব কাজ পর্যবেক্ষণ ও তদারকি করবেন। সংস্কারকৃত জলাশয়ে গঠিত সুফলভোগীগণ কোন উপযুক্ত সংস্থার মাধ্যমে নিবন্ধিকরণের আওতায় এনে সরকারি ইজারা মূল্যে লিজ পাওয়ার নিশ্চয়তা পেলে টেকসইকরণ হবে।

এ প্রেক্ষাপটে প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাদের সাথে নিবিড় আলোচনা এবং প্রকল্পের অধীনে গঠিত সুফলভোগীদল ও অন্যান্যদের সাথে আলোচনা এবং ফলাফল পর্যালোচনা করে প্রকল্পের কাজ টেকসইকরণের মতামত পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ৩য় অধ্যায়ের ৩.১১ অনুচ্ছেদে প্রদান করা হয়েছে।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালন পদ্ধতি ও সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা

### ২.১ নিবিড় পরিবীক্ষণের কার্যপরিধি (ToR)

পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি নিম্নরূপ নির্ধারণ করা হয়েছে।

১) প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

২) প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা, বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় ইত্যাদির বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণী/ লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

৩) প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা, প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ-ফ্রেমের আলোকে output/outcome অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৪) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৫) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৬) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয় চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন /BoQ/ToR, গুণগতমান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/ যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিয়য়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৭) প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন- অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

৮) প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও বিল পরিশোধ ইত্যাদি তথ্য/ উপাত্তের পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

৯) উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (যদি থাকে) কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড় ও বিল পরিশোধে সম্মতি ও বিভিন্ন মিশন-এর সুপারিশ ইত্যাদি তথ্য-উপাত্ত ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

১০) প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (Sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;

১১) প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে SWOT Analysis;

১২) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন এবং জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন;

১৩) প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন, কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১৪) ইন্টারনাল অডিট;

১৫) এক্সটারনাল অডিট;

১৬) অডিট আপত্তি আছে কি না, থাকলে কয়টি, বিবরণ, জড়িত অর্থের পরিমাণ; এবং

১৭) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলি।

## ২.২ নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালনা পদ্ধতি

### ২.২.১ কৌশলগত পদ্ধতি

প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্য অর্জনে ৪ (চার) ধরনের কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে, যথাঃ

১) বিদ্যমান দলিলাদি পর্যালোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ;

২) জরিপের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকা হতে সংখ্যাগত ও গুণগত তথ্য সংগ্রহ;

৩) সরেজমিন পরিদর্শনের মাধ্যমে তথ্যাদি সংগ্রহ, পরিবীক্ষণ ও বিশ্লেষণ; এবং

৪) সেকেন্ডারী উৎসের তথ্য সংগ্রহ বিশ্লেষণ।

### ২.২.২ বিশ্লেষণগত কাঠামো

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের নির্দিষ্টকৃত নির্দেশকসমূহের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রাপ্ত তথ্যের input-output framework এমনভাবে স্তর বিন্যাস করা হয়েছে যেন তথ্যের পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ সঠিকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। প্রাপ্ত তথ্যসমূহ SPSS ও MS Excel ডাটাবেইজের সাহায্যে এন্ট্রি এবং SPSS ও MS Excel সফটওয়্যার ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

## ২.৩ সমীক্ষার ধারণা

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য কার্যপরিধি (ToR)-তে প্রদত্ত গাইডলাইন অনুসরণ করা হয়েছে। গৃহীত সকল কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে কোন কোন কার্যক্রম যুগপৎভাবে সম্পাদন করা হয়েছে। কার্যক্রম গ্রহণের বিভিন্ন ধাপ ও পর্যায় নিম্নরূপ ছিল।

**১ম ধাপ:** এ পর্যায়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন ও তথ্যাদি সংগ্রহ এবং পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সম্পাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ, নির্দেশক নির্বাচন, তথ্যের উৎস চিহ্নিতকরণ, প্রকল্প এলাকার নমুনা নির্ধারণ ও বিভিন্ন প্রশ্নমালা ও ছক প্রস্তুত করা হয়েছে।

**২য় ধাপ:** এ ধাপে মাঠ পর্যায়ে তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহের জন্য লোকবল নিয়োগ ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া প্রস্তুতকৃত প্রশ্নাবলী ও ছকের উপর বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত মতামত/পরামর্শ অনুসরণে প্রশ্নাবলী ও ছক চূড়ান্তকরণপূর্বক মাঠ পর্যায় হতে তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

**৩য় ধাপ:** এ ধাপে তথ্য সংগ্রহকারীগণ মাঠ পর্যায় হতে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও সময়ানুযায়ী তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন। পরামর্শক ও সমীক্ষা টিম কর্তৃক তথ্য সংগ্রহকারীদের কাজের তদারকি করা হয়েছে। তথ্য

সংগ্রহকারীগণ মাঠ পর্যায়ে দৈবচয়নের (Random) ভিত্তিতে নির্বাচিতদের নিকট হতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এছাড়া প্রকল্প পরিচালকের অফিস হতে সুনির্দিষ্ট তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

**চতুর্থ ধাপ:** মাঠ পর্যায় হতে সংগৃহীত তথ্যের ভুলত্রুটি সংশোধনের পর সাংকেতিক নম্বর প্রদান করে কম্পিউটারে ধারণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে সংগৃহীত তথ্য/উপাত্তসমূহের পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণপূর্বক প্রাপ্ত ফলাফল সারণি ও চিত্রের মাধ্যমে প্রতিবেদনে প্রদান করা হয়েছে।

**পঞ্চম ধাপ:** প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন করে পর্যালোচনার জন্য আইএমইডি'র মহাপরিচালকের দপ্তরে দাখিল করা হয়। খসড়া প্রতিবেদন টেকনিক্যাল কমিটি ও স্টিয়ারিং কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক কর্মশালায় উপস্থাপন করা হয়েছে। কর্মশালা হতে প্রাপ্ত মতামত/পরামর্শ/সুপারিশের আলোকে প্রতিবেদন প্রণয়ন ও চূড়ান্ত করা হয়েছে।

## ২.৪ নিবিড় পরিবীক্ষণের নির্দেশক নির্বাচন

প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা ও পটভূমির সঙ্গে তার নকশা/পরিকল্পনা তথা আরডিপিপি'তে বর্ণিত বিষয়সমূহের চলক (Variable) ও নির্দেশকের (Indicator) মাধ্যমে প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে।

| পরিবীক্ষণের প্রকৃতি | পরীক্ষণীয় বিষয়/ নির্দেশক |
|---|---|
| **(১) বাস্তবায়ন অগ্রগতি** | ক) আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি পর্যালোচনা;<br>খ) প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কাজ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা:<br>গ) কর্ম-পরিকল্পনা পর্যালোচনা;<br>ঘ) প্রকল্পের সবলদিক, দুর্বলদিক, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ; এবং<br>ঙ) প্রকল্পের সম্ভাব্য টেকসইকরণ পরিকল্পনা পর্যালোচনা। |
| **(২) ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম পর্যালোচনা** | ক) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য/কার্য ও সেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রে ক্রয় আইন পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য গাইডলাইন অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা;<br>খ) বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা পর্যালোচনা;<br>গ) প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা (যদি থাকে) যেমনঃ অর্থায়নে বিলম্ব, পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, পরিচালন পদ্ধতিগত দুর্বলতা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা; এবং<br>ঘ) অডিট সংক্রান্ত পর্যালোচনা (ইন্টারনাল এবং এক্সটারনাল অডিট)। |

উপরে বর্ণিত পরিবীক্ষণীয় বিষয়/নির্দেশক সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহপূর্বক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সার্বিক অবস্থা প্রতিবেদনে সন্নিবেশ করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ (গুণগতমান যাচাই), প্রকল্পের অধীনে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন কাজের অগ্রগতি, ফলাফল ও নির্ণয়ের পদ্ধতি নিম্নের সারণি ২.১ ও ২.২ এ প্রদান করা হলো।

**সারণি ২.১ প্রকল্পের অধীনে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন কাজের অগ্রগতি ও ধারণাগত ফলাফল নির্ণয়ের পদ্ধতি**

| নং | কাজের নাম | কাজ বাস্তবায়নের সম্ভাব্য ফলাফল | অগ্রগতির পরিমাণ ও ফলাফল নির্ণয়ের পদ্ধতি |
|---|---|---|---|
| ০১ | পুকুর, দিঘি পুন:খনন | – মাছ চাষের এলাকা ও উৎপাদন বৃদ্ধি<br>– সুফলভোগীদের আয় বৃদ্ধি<br>– কর্মসংস্থান বৃদ্ধি<br>– সুফলভোগীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাস | ১. খনন কাজ সরেজমিন পরিদর্শন<br>২. পুকুর, দিঘি খননের তথ্য সংগ্রহ<br>৩. খননকৃত জলাশয়ের মাছ উৎপাদনের তথ্য সংগ্রহ (সুবিধাভোগীদের জরিপ, এফজিডি, কেআইআই) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ০২ | খাল, বিল, মরানদী ও বরোপিট খনন | — মাছ চাষের এলাকা ও উৎপাদন বৃদ্ধি<br>— সুফলভোগীদের আয় বৃদ্ধি<br>— কর্মসংস্থান বৃদ্ধি<br>— সুফলভোগীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাস | ১. খনন কাজ সরেজমিন পরিদর্শন<br>২. পুকুর, দিঘি খননের তথ্য সংগ্রহ<br>৩. খননকৃত পুকুর দিঘির মাছ উৎপাদনের তথ্য সংগ্রহ (সুবিধাভোগীদের জরিপ, এফজিডি, কেআইআই) |
| ০৩ | প্রশিক্ষণ প্রদান | মাছ চাষে সুফলভোগীদের জ্ঞান-দক্ষতা বৃদ্ধি উন্নত পদ্ধতিতে মাছ চাষের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি, সুফলভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং তাদের কারিগরি জ্ঞান বৃদ্ধি | প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের জ্ঞান, দক্ষতা যাচাই সুবিধাভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা জরিপ, এফজিডি, কেআইআই) |
| ০৪ | প্রদর্শনী মৎস্য খামার স্থাপন | ▪ মাছ চাষিদের জ্ঞান-দক্ষতা বৃদ্ধি,<br>▪ উন্নত পদ্ধতিতে মাছ চাষ, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সুফলভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন,<br>▪ উন্নত জাতের চারা-পোনার সহজলভ্যতা | প্রদর্শনী মৎস্য খামারের কার্যক্রম ও সেবা যাচাই |
| ০৫ | বৃক্ষরোপণ | পুকুরের পাড় ভাংগন রোধ, পরিবেশ উন্নয়ন মাছ চাষিদের পুকুর মেরামত খরচ হ্রাস | মাছ চাষিদের সাক্ষাৎকার (এফজিডি, কেআইআই) |
| ০৬ | পানি নিষ্কাশন | খনন কাজের সুবিধা/ব্যয় হ্রাস | সুবিধাভোগীদের জরিপ, এফজিডি, কেআইআই |
| ০৭ | মাছ ধরার জাল বিতরণ | চাষিদের মাছ ধরার খরচ হ্রাস ও চাষিদের আয় বৃদ্ধি | সুবিধাভোগীদের জরিপ, এফজিডি, কেআইআই |
| ০৮ | পানির পাম্প স্থাপন | ▪ পুকুরে সেচ/পানি সরবরাহ বৃদ্ধি<br>▪ মাছের উৎপাদন ও চাষিদের আয় বৃদ্ধি | সুবিধাভোগীদের জরিপ, এফজিডি, কেআইআই |

**সারণি ২.২ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের নির্দেশক এবং যাচাই করার পদ্ধতি**

| নং | প্রকল্পের উদ্দেশ্য | উদ্দেশ্য অর্জনের নির্দেশক | যাচাই করার পদ্ধতি |
|---|---|---|---|
| ০১ | টেকসই মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করা; | ১. মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সুফলভোগীদের বর্তমান এবং প্রকল্প পূর্ব আয়ের তুলনামূলক পর্যালোচনা;<br>২. প্রকল্প পূর্বে এবং বর্তমান সময়ের খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ ও পরিবর্তন;<br>৩. প্রকল্প পূর্ব এবং বর্তমান সময়ের দারিদ্র্য মাত্রা। | সুফলভোগীদের খানা জরিপ (আয়-ব্যয় নিরূপণ, খাদ্য গ্রহণ মাত্রা পর্যালোচনা, জাতীয় গড় আয়ের সাথে তুলনা ইত্যাদি)। |
| ০২ | পতিত জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করে পুষ্টির চাহিদা পূরণ; | ১. প্রকল্প পূর্ব এবং বর্তমান সময়ে মাছ খাওয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি;<br>২. মাছ চাষ কার্যক্রমের সুফলভোগীদের লভ্যাংশ বিতরণ পদ্ধতি; এবং<br>৩. পতিত জলাশয় সংস্কারের সংখ্যা। | সুফলভোগীদের খানা জরিপ (আয়-ব্যয় নিরূপণ, খাদ্য গ্রহণ মাত্রা পর্যালোচনা, জাতীয় গড় আয়ের সাথে তুলনা ইত্যাদি এবং সুফলভোগীদের লভ্যাংশ বিতরণ পদ্ধতি নিরূপণ ও সংস্কারকৃত জলাশয়ের সংখ্যা নিরূপণ। |
| ০৩ | মাছ চাষের উন্নত প্রশিক্ষণ, সম্প্রসারণ সেবা এবং মৎস্য চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে গ্রামীণ মৎস্য চাষি, মৎস্যজীবী, বেকার যুবক ও দুস্থ মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধি করা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা। | ১. জলাশয় সংস্কারের ফলে কর্ম-সংস্থান সৃষ্টি;<br>২. জলাশয় সংস্কারের ফলে পরোক্ষ কর্ম-সংস্থান;<br>৩. সুফলভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন;<br>৪. সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের হার;<br>৫. প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের হার নির্ণয়; এবং<br>৬. প্রশিক্ষণের গুণগতমান নির্ণয়। | - জলাশয় সংস্কারের ফলে নতুন কর্ম-সংস্থানের পরিমাণ নির্ণয়<br>- সুফলভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন নির্ণয়<br>- প্রশিক্ষণের গুণগতমান নিরূপণ<br>- উপকরণ সরবরাহের পরিমাণ নির্ণয়। |
| ০৪ | সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থার সূচনা করা এবং উন্নয়নকৃত জলাশয়ে সুফলভোগীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। | ১. সমাজ ভিত্তিক সংগঠন তৈরি ও লভ্যাংশ বিতরণ<br>২. সমাজ ভিত্তিক সংগঠনের আইনগত ভিত্তি | - সরেজমিন যাচাই |
| ০৫ | পতিত জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে আবাসস্থল পুনরুদ্ধার করে পরিবেশ বান্ধব মাছ চাষ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ নিশ্চিত করা। | ১. মাছ চাষে রাসায়নিক ও কীটনাশক ব্যবহার<br>২. জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধি | সুফলভোগীদের নিকট তথ্য সংগ্রহ, দলীয় আলোচনা |

## ২.৫ সমীক্ষার কর্ম-পদ্ধতি (Methodology)

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্যে সংখ্যাগত (Quantitative) ও গুণগত (Qualitative) সমীক্ষা এবং Secondary Source হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

**সংখ্যাগত সমীক্ষা জরিপ:** যেকোন সুপরিকল্পিত ও সুসমন্বিত নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার ক্ষেত্রে সংখ্যাগত জরিপের মাধ্যমে অভিষ্ট তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকার জনগণের আয়বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে প্রকল্পের উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা নির্ণয় করা হয়েছে।

**সংখ্যাগত জরিপের নমুনার আকার (Sample Size):** প্রকল্প এলাকার মোট জনসংখ্যার বিষয়ে ডিপিপি/ আরডিপিপি'তে উল্লেখ নেই। এ প্রেক্ষাপটে, সুবিধাভোগীদের (Beneficiary) সংখ্যা নির্বাচনের জন্যে একটি বহু-স্তরিত নমুনায়ন (Multi-Stage Stratified Sampling) পদ্ধতি অনুসরণ করে সংগৃহীতব্য নমুনার সংখ্যা নিম্নবর্ণিত ফরমূলাটি ব্যবহার করে নির্ধারণ করা হয়েছেঃ

$$n = \frac{z^2 pq}{e^2} d^{eff}$$

যেখানে,

n = সংগৃহীতব্য নমুনার সংখ্যা;

z = নরম্যাল ভারিয়েট, ৫% সিগনিফিকেন্ট লেভেল এবং কনফিডেন্স ইন্টারভেলেন্সে- ১.৯৬;

p = অনুমিত অনুপাত লক্ষ্যমাত্রা। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে অনুমান করা যেতে পারে যে প্রকল্প এলাকার ৫০% সুফলভোগী প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন। এ ক্ষেত্রে p = ০.৫০;

q = ১ – p = ০.৫০।

e = ভুলের সীমা রেখা (Margin of Error), যার মান ৪% ধরা হয়েছে অর্থাৎ e =০.০৪;

$d^{eff}$ = Design Effect, সমীক্ষার প্রয়োজনে ক্লাস্টার/স্তর ভিত্তিক র‍্যানডম নমুনা সংগ্রহের মিশ্র পদ্ধতি ব্যবহারে ভুলের সম্ভাবনা থাকায় ডিজাইন ইফেক্ট এর মান ৫% ধরা হয়েছে।

সুতরাং

$$n = \frac{1.96^2 \times 0.5 \times 0.5}{0.04^2} \times 0.05$$

= ৬৩০ (সর্বমোট সংগৃহীতব্য নমুনার সংখ্যা ৬৩০ জন সুফলভোগী)

### ২.৫.১ বিভাগ, জেলা ও উপজেলা ভিত্তিক নমুনার সংখ্যা নির্ধারণ

"জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার বিভাগ ভিত্তিক নমুনা সংখ্যার বন্টন নিচের সারণি-২.৩ এ প্রদান করা হয়েছে। মোট ৮টি বিভাগের মধ্য থেকে দৈবচয়নের মাধ্যমে ১৭টি জেলা এবং ৩২টি উপজেলা নির্বাচন করা হয়েছে। সুবিধাভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা জরিপের প্রশ্নপ্রত্র **সংযুক্তি-১** এ প্রদান করা হয়েছে।

সারণি-২.৩: নমুনা সংগ্রহের বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও বিভিন্ন শ্রেণির উত্তরদাতার সংখ্যা

| নং | বিভাগের নাম | প্রকল্পভুক্ত মোট জেলার সংখ্যা | নমুনা সংগ্রহের জেলার সংখ্যা | নমুনা সংগ্রহের উপজেলার সংখ্যা | নির্বাচিত সুবিধাভোগীর সংখ্যা | দলীয় আলোচনার সংখ্যা | কেআইআই সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ঢাকা | ১৩ | ৪ | ৭ | ১৪০ | ১ | ৯ |
| ২ | ময়মনসিংহ | ৪ | ১ | ১ | ২০ | ১ | ৩ |
| ৩ | চট্রগ্রাম | ৮ | ১ | ২ | ৪০ | ১ | ৬ |
| ৪ | খুলনা | ১০ | ৩ | ৬ | ১২০ | ১ | ৯ |
| ৫ | রাজশাহী | ৮ | ৩ | ৬ | ১২০ | ১ | ৬ |
| ৬ | রংপুর | ৮ | ২ | ৪ | ৮০ | ১ | ৬ |
| ৭ | সিলেট | ৪ | ১ | ২ | ৪০ | ১ | ৩ |
| ৮ | বরিশাল | ৬ | ২ | ৪ | ৮০ | ১ | ৬ |
| | **মোট** | **৬১** | **১৭** | **৩২** | **৬৪০** | **৮** | **৪৮+২=৫০** |

প্রকল্প পরিচালক ও উপ-পরিচালকসহ মোট কেআইআই-এর সংখ্যা ৫০টি

## ২.৫.২ বিভাগ, জেলা ও উপজেলা অনুযায়ী নমুনার বিস্তার

বিভাগ অনুযায়ী মোট জেলার সংখ্যা বিবেচনা করে ঢাকা বিভাগ হতে ৪টি, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগ থেকে ৩টি জেলা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম বিভাগ থেকে ১টি জেলা, রংপুর বিভাগ থেকে ২টি এবং বরিশাল বিভাগ থেকে ২টি জেলাসহ মোট ১৭টি জেলা এবং ৩২টি উপজেলা নির্বাচন করা হয়েছে (সারণি-২.৩)।

সারণি-২.৩: নমুনা সংগ্রহের জেলা, উপজেলা ও বিভিন্ন শ্রেণির উত্তরদাতার সংখ্যা

| ক্র:নং | বিভাগের নাম | জেলার নাম | উপজেলার নাম | সুবিধাভোগী | দলীয় আলোচনা | কেআইআই |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ঢাকা | ১. টাঙ্গাইল | ১. সখিপুর | ২০ | | ২ |
| | | | ২. নাগরপুর | ২০ | | ২ |
| | | ২. কিশোরগঞ্জ | ৩. কটিয়াদী | ২০ | ১ | ২ |
| | | | ৪. করিমগঞ্জ | ২০ | | ১ |
| | | ৩. ফরিদপুর | ৫. মধুখালি | ২০ | | ২ |
| | | | ৬. ফরিদপুর সদর | ২০ | | ১ |
| | | ৪. রাজবাড়ি | ৭. বালিয়াকান্দি | ২০ | | ২ |
| ২ | ময়মনসিংহ | ৫. নেত্রকোণা | ৮. নেত্রকোণা সদর | ২০ | ১ | ২ |
| ৩ | চট্টগ্রাম | ৬. নোয়াখালি | ৯. সোনাইমুড়ী | ২০ | ১ | ২ |
| | | | ১০. চাটখিল | ২০ | | ১ |
| ৪ | খুলনা | ৭. খুলনা | ১১. ডুমুরিয়া | ২০ | ১ | ২ |
| | | | ১২. তেরখাদা | ২০ | | ১ |
| | | ৮. বাগেরহাট | ১৩. বাগেরহাট সদর | ২০ | | ২ |
| | | | ১৪. শরণখোলা | ২০ | | ১ |
| | | ৯. চুয়াডাঙ্গা | ১৫. চুয়াডাঙ্গা সদর | ২০ | | ২ |
| | | | ১৬. আলমডাঙ্গা | ২০ | | ১ |
| ৫ | রাজশাহী | ১০. নওগাঁ | ১৭. ধামুইরহাট | ২০ | ১ | ২ |
| | | | ১৮. আত্রাই | ২০ | | ১ |
| | | ১১. বগুড়া | ১৯. গাবতলী | ২০ | | ২ |
| | | | ২০. শেরপুর | ২০ | | ১ |
| | | ১২. গাইবান্ধা | ২১. গোবিন্দগঞ্জ | ২০ | | ২ |
| | | | ২২. সাঘাটা | ২০ | | ১ |
| ৬ | রংপুর | ১৩. কুড়িগ্রাম | ২৩. ফুলবাড়ী | ২০ | ১ | ২ |

| ক্র:নং | বিভাগের নাম | জেলার নাম | উপজেলার নাম | সুবিধাভোগী | দলীয় আলোচনা | কেআইআই |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ২৪. নাগেশ্বরী | ২০ | | ১ |
| | | ১৪. রংপুর | ২৫. তারাগঞ্জ | ২০ | | ২ |
| | | | ২৬. মিঠাপুকুর | ২০ | | ১ |
| ৭ | সিলেট | ১৫. সুনামগঞ্জ | ২৭. সুনামগঞ্জ সদর | ২০ | ১ | ২ |
| | | | ২৮. দক্ষিণ সুনামগঞ্জ | ২০ | | ১ |
| ৮ | বরিশাল | ১৬. ভোলা | ২৯. ভোলা সদর | ২০ | ১ | ২ |
| | | | ৩০. লালমোহন | ২০ | | ১ |
| | | | ৩১. চরফ্যাশন | ২০ | | ১ |
| | | ১৭. বরগুনা | ৩২. তালতলী | ২০ | | ১ |
| **মোট** | **৮** | **১৭** | **৩২** | **৬৪০** | **৮** | **৪৯** |

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সুষম বন্টনের জন্য প্রতি উপজেলা হতে ২০ জন করে মোট ৬৪০ জন সুফলভোগী নির্ধারণ করা হয়েছে।

### ২.৫.৩ জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা

#### ক) নিবিড় আলোচনা (Key Informent Interviews)

প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা, কার্যকারিতা, নির্মাণ কাজের গুণগতমান, সমস্যা, ঝুঁকি, দুর্বলতা, সম্ভাবনা ইত্যাদি জানার জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্বপালনকারী কর্মকর্তাগণের সাথে সর্বমোট ৫০টি নিবিড় আলোচনা করা হয়েছে। নিবিড় আলোচনার জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ নিম্নরূপ এবং আলোচনার চেকলিষ্ট **সংযুক্তি-২ এবং ৩** এ প্রদান করা হয়েছে।

- সিনিয়র সহকারী পরিচালক-১
- উপজেলা নির্বাহী অফিসার-৮
- জেলা/সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা-৪১

#### খ) এফজিডি (Focus Group Discussion)

চলমান প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সীমিত আয়ের সুফলভোগীরা কতটুকু উপকৃত হবে এবং স্থানীয় উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের অবস্থা কতটুকু হয়েছে তা নিরূপণ করার জন্য সাধারণত FGD করা হয়। এফজিডিতে সুফলভোগীগণ ছাড়াও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, মাছ ও পোনামাছ বিক্রেতা, মাছ ব্যবসায়ী, আড়ৎদার পর্যায়ের জনগণ উপস্থিত ছিলেন। এফজিডির সংখ্যা ও চেকলিষ্ট যথাক্রমে নিম্নে সারণি-২.৪ এবং **সংযুক্তি ৪ এ** প্রদান করা হয়েছে।

সারণি-২.৪: এফজিডির সংখ্যা ও উত্তরদাতার শ্রেণি

| এফজিডিতে অংশগ্রহণকারীদের শ্রেণি | এফজিডির সংখ্যা |
|---|---|
| পুকুর, দিঘি, খাল, নদী, বরোপিট সংস্কার ও মাছচাষ, প্রদর্শনী মৎস্য খামার, প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, সরাসরি উপকারভোগী, মাছ ও পোনা মাছ বিক্রেতা, ভোক্তা ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গ। | মোট ৮টি জেলার ৮টি উপজেলার সুবিধাজনক স্থানে ৮টি। |

#### গ) সরেজমিন প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ

প্রকল্পের অধীনে সংস্কারকৃত পুকুর, দিঘি, খাল, বিল, মরা নদী, বরোপিট, প্রদর্শনী মৎস্য খামার, পাইপ কালভার্ট স্থাপন ইত্যাদি মোট কাজের ১১টির তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পরিদর্শনের চেকলিষ্ট **সংযুক্তি ৫** এ প্রদান করা হয়েছে।

### ঘ) সর্বমোট সংগৃহীতব্য নমুনার সংখ্যা

নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের জন্য সর্বমোট সংগৃহীতব্য নমুনার সংখ্যা নিম্নের সারণি-২.৫ এ প্রদান করা হলো।

**সারণি-২.৫: সর্বমোট তথ্যদাতার সংখ্যা, স্থান ও তথ্য সংগ্রহের উপকরণ**

| **ক) সংখ্যাগত তথ্যসংগ্রহের উৎস এবং সংখ্যা** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **নং** | **উপকরণ** | **তথ্যসংগ্রহের স্থান** | **তথ্যদাতা** | **তথ্যদাতার** সংখ্যা |
| ০১ | সমীক্ষা প্রশ্নপত্র | প্রকল্প এলাকা | প্রকল্পের সুবিধাভোগী | ৬৪০ জন |
| **(খ) গুণগত তথ্যসংগ্রহের উৎস এবং সংখ্যা** | | | | |
| **ক্রঃ নং** | চেকলিস্ট/ কাঠামোগত প্রশ্নপত্র | **তথ্যদাতা** | | **তথ্যদাতার সংখ্যা** |
| ০২ | KII চেকলিস্ট | • সিনিয়র সহকারী পরিচালক-১<br>• জেলা মৎস্য কর্মকর্তা-৮<br>• উপজেলা নির্বাহী অফিসার-৮<br>• জেলা/সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা-৩৩ | | ৫০ জন |
| ০৩ | এফজিডি চেকলিস্ট/ গাইড লাইন | সরাসরি উপকারভোগী, মাছ ও পোনা মাছ বিক্রেতা, ভোক্তা ও অন্যান্য স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ নিয়ে ৮টি এফজিডি করা হয়। প্রতিটি এফজিডিতে ১০/১২ জন আলোচক ছিলেন। | | ৮টি X ১২ = ৯৬ জন |
| ০৪ | সরেজমিন পরিদর্শন | নির্বাচিত প্রকল্প এলাকা | | ১১টি |
| ০৫ | স্থানীয় পর্যায়ে সমীক্ষার বিষয়বস্তু উপস্থাপনাসহ কর্মশালা | আইএমইডি'র প্রতিনিধি, মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, প্রকল্প পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন কর্মকর্তা, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার, স্থানীয় ইউনিয়নের নির্বাচিত প্রতিনিধি, স্থানীয় গণ্যমান্য এবং প্রকল্পের উপকারভোগী ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে। | | ১টি (৫০জন) |
| ০৬ | জাতীয় সেমিনারে সমীক্ষার চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন ও মতামত গ্রহণ | আইএমইডি, প্রকল্প কর্মকর্তাগণ এবং জাতীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা। | | ১টি (৮০ জন) |

### ২.৫.৪ আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠান

প্রকল্পের সকল সুবিধাভোগী (সংস্কারকৃত পুকুর, দিঘি, খাল, মরানদী এবং বরোপিট খাল), প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মাছ চাষি, মাছ ব্যবসায়ী (খুচরা বিক্রেতা ও আড়ৎদার), প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, আইএমইডি'র প্রতিনিধির সমন্বয়ে টাঙ্গাইল জেলায় ১০ এপ্রিল ২০২১ তারিখে স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। কর্মশালায় আইএমইডি'র সংশ্লিষ্ট সেক্টরের মহাপরিচালক, পরিচালক ও উপপরিচালক উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় শুরুতে আনুষ্ঠানিক পরিচিতি ও উদ্বোধনের পর উপস্থিত অংশগ্রহণকারীগণ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনার ফলাফল ও সুপারিশ প্রতিবেদনের ৩.১০ অনুচ্ছেদে প্রদান করা হয়েছে।

### ২.৫.৫ প্রকল্পের SWOT বিশ্লেষণ

SWOT বিশ্লেষণ যে কোন প্রকল্পের সবল দিক (Strength), দুর্বল দিক (Weakness), সুযোগ (Opportunity) ঝুঁকি (Threat) চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য নিম্নলিখিত নির্দেশক ব্যবহার করে SWOT বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

**প্রকল্পের সবলদিকসমূহ:**

প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ ফ্যাক্টর যা প্রকল্প বাস্তবায়নের সবলদিক হিসাবে নির্দেশ করে, যেমন-

দারিদ্র্য বিমোচনমূলক কাজ বাস্তবায়ন; কর্মসংস্থান সৃষ্টি; প্রকল্পের কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাপ্তকরণ; প্রকল্পের প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মী নিয়োগ; প্রকল্প বাস্তবায়ন সময়ের জন্য একজন প্রকল্প পরিচালক; উপযুক্ত সময়ে অর্থ ছাড়; প্রয়োজনীয় অর্থায়ন; বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং বাস্তবায়ন; বাজেট চাহিদা অনুযায়ী বরাদ্দ; বিভাগ এবং মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি;
উপরোক্ত বিষয়াবলী বিশ্লেষণ এবং জেলা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে প্রকল্পের সবলদিকসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে।

**প্রকল্পের দুর্বলদিকসমূহ**
এটি প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ ফ্যাক্টর যা সাধারণত প্রকল্পের কাংখিত ফলাফল অর্জনে সীমাবদ্ধতা হিসেবে কাজ করে। যেমন-

প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ না দিতে পারা; প্রকল্পের কার্যক্রম নির্দিষ্ট না করা; খন্ডকালীন / অতিরিক্ত দায়িত্বে বা বার বার প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ; বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন না নেওয়া; ক্রয় কার্যক্রমে জটিলতা এবং বিলম্ব; বিভাগ এবং মন্ত্রণালয়ের অনিয়মিত পর্যবেক্ষণ; সংস্কারের জন্য যথাযসময়ে জলাশয় না পাওয়া; টেকসইকরণ পরিকল্পনা না থাকা;

উপরোক্ত বিষয়াবলি বিশ্লেষণ এবং জেলা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে।

**প্রকল্পের সুযোগসমূহ**
সুযোগ প্রকল্পের বাহিরের ফ্যাক্টর যেগুলো প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে। যেমন-

মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি; প্রকল্প এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি; দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি; মৎস্যচাষ ও মাছ চাষের এলাকা এবং উৎপাদন বৃদ্ধি ইত্যাদি।
উপরোক্ত বিষয়াবলী বিশ্লেষণ এবং জেলা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে প্রকল্পের সুযোগসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে।

**প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ**
ঝুঁকি (Threat) হচ্ছে প্রকল্পের বাইরের ফ্যাক্টর যেগুলো প্রকল্প বাস্তবায়ন ও উদ্দেশ্য অর্জন ব্যাহত অথবা প্রকল্পের জন্য সম্ভাব্য ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে বা ভবিষ্যতে করতে পারে এমন দিক যেমন- মৎস্যচাষি সমিতির আইনগত ভিত্তি না থাকা; (Registration with Social Welfare Department or as a Cooperative); প্রকল্পের নির্মাণ কাজে স্থানীয় প্রভাব ও বিরোধ; মৎস্য বিভাগের অনুকূলে জলাশয় হস্তান্তর না করা; বাজেট বরাদ্দের ঘাটতি; এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় (বন্যা, পলি ভরাট, সংস্কারকৃত জলাশয়ের পাড় ভাঙ্গান ইত্যাদি)।

## ২.৬ প্রকল্পের কাজ টেকসইকরণের বিষয়ে মতামত

উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ টেকসই করার প্রধান উপায় হচ্ছে প্রকল্পের অর্জনসমূহ মূল বিভাগ/সংস্থায় আত্মীকরণ। প্রাথমিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ডিপিপি/আরডিপিপি'তে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে কোন কিছু উল্লেখ নেই। এ পর্যায়ে প্রকল্পের অর্জন ও সফলতা বিশ্লেষণ করে টেকসইকরণের বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে।

## ২.৭ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি

### ২.৭.১ তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য মোট ৬৪০ জন উপকারভোগী উত্তরদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য ০৮ জন তথ্য সংগ্রহকারীকে ২ সপ্তাহ সময়ের জন্য এবং তথ্য সংগ্রহকারীদেরকে নিবিড় পর্যবেক্ষণের জন্য ০৪ জন সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়েছিল। সুপারভাইজারগণ তথ্য সংগ্রহকারীদের Follow-up করেছেন এবং KII ও FGD পরিচালনা করেছেন। তথ্য সংগ্রহকারীগণ এ কাজে তাদের সাহায্য করেছেন।

প্রারম্ভিক প্রতিবেদন স্টিয়ারিং কমিটির সভায় অনুমোদনের পর তথ্য সংগ্রহকারী ও সুপারভাইজারগণকে ২ দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণের সময় আইএমইডি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে প্রকল্প সর্ম্পকে আলোচনা করেছেন। আইএমইডি কর্তৃক প্রশ্নপত্র চূড়ান্ত অনুমোদনের পর তথ্য সংগ্রহ করার জন্য তথ্য সংগ্রহকারী ও সুপারভাইজারদের প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকায় প্রেরণ করা হয়েছিল।

### ২.৭.২ সুফলভোগীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ

নির্ধারিত প্রশ্নপত্রের সাহায্যে তথ্য সংগ্রহকারীগণ উত্তরদাতাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে প্রশ্নপত্রেই উত্তর লিপিবদ্ধ করেছেন। তবে প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন, প্রকল্পের কাজের স্থির চিত্র নিবিড় আলোচনা, এফজিডি ইত্যাদির জন্য সংযুক্ত চেকলিস্ট/গাইড লাইন অনুসরণ করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য/উপাত্ত প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।

## ২.৮ কর্ম-পরিকল্পনা

গত ১৯/০১/২০২১ তারিখে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সেক্টর-০৬ এর মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা কার্যক্রম সমাপ্তির লক্ষ্যে একটি সময়ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা করা হয়েছে।

সারণি-২.৬: সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা

| ক্র:নং | কার্যাবলী | সময় |
|---|---|---|
| ১) | চুক্তি স্বাক্ষর | ১৯/০১/২০২১ |
| ২) | খসড়া প্রারম্ভিক প্রতিবেদনের ওপর টেকনিক্যাল কমিটি সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্ত | ১০/০২/২০২১ |
| ৩) | খসড়া প্রারম্ভিক প্রতিবেদনের ওপর স্টিয়ারিং কমিটি সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্ত | ০৮/৩/২০২১ |
| ৪) | প্রারম্ভিক প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য দাখিল | ১৮/৩/২০২১ |
| ৫) | তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ/তথ্য সংগ্রহ ও কার্যক্রম পরিদর্শন | ১৯/৩/২০২১- ১০/৪/২০২১ |
| ৬) | ডাটা এন্ট্রি, ভেরিফিকেশন, ডাটা প্রসেসিং ও ডাটা এনালাইসিস | ১০/৪/২০২১- ২৫/৪/২০২১ |
| ৭) | টেকনিক্যাল কমিটি সভা কর্তৃক ১ম খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনা | ০৬/৫/২০২১ |
| ৮) | স্টিয়ারিং কমিটিতে ১ম খসড়া প্রতিবেদন দাখিল এবং পর্যালোচনা | ৩১/৫/২০২১ |
| ৯) | ২য় খসড়া প্রতিবেদন সংশোধন ও জাতীয় কর্মশালায় উপস্থাপন | ০৭/৬/২০২১ |
| ১০) | কর্মশালার মতামতের ভিত্তিতে ২য় খসড়া প্রতিবেদন ৩য় টেকনিক্যাল কমিটিতে উপস্থাপন | ১৪/৬/২০২১ |
| ১১) | টেকনিক্যাল কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল ও অনুমোদন | ১৫/৬/২০২১ |
| ১২) | চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রিন্ট ও দাখিল | ১৬/৬/২০২১ |

# তৃতীয় অধ্যায়

## প্রকল্পের অগ্রগতি ও ফলাফল পর্যালোচনা

### ৩.১ প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য বছর ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে এবং উক্ত কর্মপরিকল্পনা অনুসরণে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির অর্থবছর ভিত্তিক প্রধান কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ডিপিপির সংস্থান এবং আরএডিপির বরাদ্দ ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিম্নের সারণি ৩.১ এবং চিত্র ৩.১ এ প্রদান করা হয়েছে।

**সারণি-৩.১: প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)**

| অর্থবছর | প্রধান কাজের নাম | ডিপিপি'র সংস্থান | | আরএডিপির বরাদ্দ | | অগ্রগতি | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | আর্থিক | শতকরা হার | আর্থিক | শতকরা হার | আর্থিক | শতকরা হার |
| | ১। পুকুর, দিঘি পুনঃখনন | ২১৯.০৩ | ১.০৫ | ১৬৫.১৩ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| | ২। খাল/বিল/মরানদী পুনঃখনন | ১৩১.০৮ | ০.৫৮ | ২০১.১৭ | ১.৪৩ | ০.০০ | ০.০০ |
| ২০১৬-১৭ | ১। প্রশিক্ষণ প্রদান | ৩০.১৩ | ২৫.৭০ | ৩০.১৩ | ৩১.৯০ | ৩০.১৩ | ১০০.০০ |
| | ২। পাইপ কালভার্ট নির্মাণ | ২০০.০০ | ২৫.০০ | ২০০.০০ | ২৫.০০ | ২০০.০০ | ১০০.০০ |
| | ৩। পুকুর, দিঘি পুনঃখনন | ১৪৮৩.৫২ | ১০.১০ | ১৫৬৪.০১ | ১৭.৭১ | ১৪৮৬.৬৮ | ৯৫.০০ |
| | ৪। খাল/বিল/মরানদী পুনঃখনন | ১৫৬৬.১৭ | ৬.৯০ | ১৬৬৩.৫০ | ১১.৮৫ | ১৫৫৬.৬৬ | ৯৪.১৫ |
| ২০১৭-১৮ | ১। প্রশিক্ষণ প্রদান | ২১.৩৯ | ১৮.২০ | ২১.৩৯ | ২২.১৫ | ২১.৩৯ | ১০০.০০ |
| | ২। পাইপ কালভার্ট নির্মাণ | ২০৮.০০ | ২০.৮০ | ২২৬.০০ | ২৮.২৫ | ২০৮.০০ | ৯২.৪২ |
| | ৩। পুকুর, দিঘি পুনঃখনন | ১৬১৯.৪৯ | ১১.১০ | ১৩৬০.০০ | ১২.৮৬ | ১৩৬০.০০ | ১০০.০০ |
| | ৪। খাল/বিল/মরানদী পুনঃখনন | ২১২৪.৭২ | ৯.৪০ | ২২৯৮.৫০ | ১৪.৫৬ | ২২৯৮.৪৪ | ১০০.০০ |
| | ৫। প্রদর্শনী খামার | ১১৪.০০ | ১৪.৪০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| ২০১৮-১৯ | ১। প্রশিক্ষণ প্রদান | ২৭.৬০ | ২৩.৫০ | ২৭.৬০ | ২৯.২২ | ২৭.৬০ | ১০০.০০ |
| | ২। পাইপ কালভার্ট নির্মাণ | ২৩৫.৭৭ | ২৩.৬০ | ২৩৬.০০ | ২৯.৫০ | ২৩৫.৭৭ | ৯৯.৯৬ |
| | ৩। পুকুর, দিঘি পুনঃখনন | ৩১০০.৭০ | ২১.২০ | ৯১০৭.৩৫ | ৩৪.৫৫ | ৯১০৪.০৮ | ৯৯.৯৬ |
| | ৪। খাল/বিল/মরানদী পুনঃখনন | ৬০০৩.৩১ | ২৬.৬০ | ৯১০৭.৩৫ | ৩৪.৫৫ | ৯১০৪.০৮ | ৯৯.৯৬ |
| | ৫। বৃক্ষরোপণ | ৬৪.৭৫ | ০.০০ | ৬৫.০০ | ০.০০ | ৬৪.৭৫ | ৯৯.৬২ |
| | ৬। প্রদর্শনী খামার | ১৬৬.২৫ | ২১.০০ | ১৬৬.২৫ | ২৮.০৫ | ১৬৬.২৫ | ১০০.০০ |
| ২০১৯-২০ | ১। প্রশিক্ষণ প্রদান | ১৮.৪০ | ১৫.৭০ | ১৮.৪০ | ১৫.৬৭ | ১৮.৪০ | ১০০.০০ |
| | ২। পাইপ কালভার্ট নির্মাণ | ১৪৬.৯২ | ১৪.৭০ | ২৪০.০০ | ২৪.০০ | ১৪৬.৯২ | ৬১.২২ |
| | ৩। পুকুর, দিঘি পুনঃখনন | ৩৭৩.২৮ | ২.৬০ | ৮৬৮১.৩০ | ২৩.৩৪ | ২৮৩৫.৯৩ | ৩২.৬০ |
| | ৪। খাল/বিল/মরানদী পুনঃখনন | ২৪৬২.৬০ | ১০.৯০ | | | | |
| | ৫। বৃক্ষরোপণ | ৫.৭০ | ৫.২০ | ২০.০০ | ১৮.১৮ | ৫.৭০ | ২৮.৫০ |
| | ৬। প্রদর্শনী খামার | ২৮.৫০ | ৩.৬০ | ১৬০.০০ | ২০.২০ | ২৮.৫০ | ১৭.৮১ |
| ২০২০-২১* | ১। প্রশিক্ষণ প্রদান | ১০.৯৬ | ৯.৩০ | ১৯.১৮ | ১৬.৮৪ | ১০.৩৫ | ৫২.৩৩ |
| | ২। পাইপ কালভার্ট নির্মাণ | ১১৫.১২ | ১১.৫০ | ২০০.০ | ২০.০০ | ৪১.৮২ | ২০.৯১ |
| | ৩। পুনঃখনন (পুকুর, দিঘি) | ৪৩১১.৭৩ | ২৯.৫০ | ৫১৯১.৩০ | ৩৫.৪৭ | ২৮৮২.৫৭ | ৫৫.৫২ |
| | ৪। খাল/বিল/মরানদী পুনঃখনন | ৫৬৪৭.২৬ | ২৫.০০ | ৫০১০.০০ | ২২.২১ | ৪৩২৩.৮৫ | ৮৬.৩০ |
| | ৫। বৃক্ষরোপণ | ২১.৭৫ | ১৯.৮০ | ১০.০০ | ৯.০৯ | ৩.৫৯ | ৩৫.৯০ |
| | ৬। প্রদর্শনী খামার | ১৮২.৩৩ | ২৩.০০ | ১৯২.০ | ২৪.২০ | ৪৪.০০ | ২৩.১৩ |
| ২০২১-২২ | ১। প্রশিক্ষণ প্রদান | ৮.৯৭ | ৭.৬০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| | ২। পাইপ কালভার্ট নির্মাণ | ৯৪.১৯ | ৯.৪৬ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| | ৩। পুকুর, দিঘি পুনঃখনন | ৩৫২৭.৭৮ | ২৪.১০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| | ৪। খাল/বিল/মরানদী পুনঃখনন | ৪৬২০.৪৮ | ২০.৫০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| | ৫। বৃক্ষরোপণ | ১৭.৮০ | ১৬.২০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| | ৬। প্রদর্শনী খামার | ১৪৯.১৮ | ১৮.৮০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |

সূত্র: প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়ঃ * এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি

**আর্থিক সাল ২০১৫-১৬:** উপরের সারণি (৩.১) হতে দেখা যায় যে, ২০১৫-১৬ আর্থিক সালে প্রকল্পের প্রধান কাজ বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রগতি হয়নি। এর কারণ হিসেবে জানা যায় যে, প্রকল্পটি ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুমোদিত হয় এবং অর্থ ছাড়ে বিলম্ব হওয়ায় উল্লেখযোগ্য কোন কার্য সম্পাদন করা সম্ভব হয়নি।

**আর্থিক সাল ২০১৬-১৭:** এ আর্থিক সালে প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এ বছর প্রশিক্ষণ প্রদান, পাইপ কালভার্ট স্থাপন এবং জলাশয় পুনঃখনন কাজ বাস্তবায়নে আরএডিপির বরাদ্দের ৯৪.১৫% হতে ১০০% পর্যন্ত অর্জিত হয়েছে।

**আর্থিক সাল ২০১৭-১৮:** পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় এ আর্থিক সালেও প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজ বাস্তবায়নে আরএডিপির বরাদ্দ অনুযায়ী ৯২.৪% হতে ১০০% অর্জিত হয়েছে। বৃক্ষরোপণ ও প্রদর্শনী খামার স্থাপনের জন্য আরএডিপিতে বরাদ্দ ছিল না।

**আর্থিক সাল ২০১৮-১৯:** এ আর্থিক সালে প্রকল্পের সকল প্রধান প্রধান কাজ বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রায় শতভাগ (৯৯.৬২% হতে ১০০%) অর্জিত হয়েছে।

**আর্থিক সাল ২০১৯-২০:** এ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ প্রদানের অগ্রগতি ১০০%। তবে পাইপ কালভার্ট স্থাপন, পুকুর, দিঘি এবং খাল বিল পুনঃখনন কাজ, বৃক্ষরোপণ ও প্রদর্শনী খামার স্থাপনের অগ্রগতি যথাক্রমে ৬১.২২%, ৩২.৬% এবং ২৮.৫০% ও ১৭.৮১%। প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সাথে এ বিষয়ে আলোচনাক্রমে জানা যায় যে, বিগত মার্চ ২০২০ হতে দেশে কোভিড-১৯ সংক্রমণের ফলে দীর্ঘদিন লকডাউন থাকায় এ সকল কাজের অগ্রগতি কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব হয়নি।

**আর্থিক সাল ২০২০-২১:** চলতি আর্থিক সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত সকল কাজ বাস্তবায়নের অগ্রগতি ৭০.৯৪% অর্জিত হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, জলাশয় খননের কাজ বাস্তবায়নের অগ্রগতি অর্থবছর শেষে শতভাগে উন্নীত হবে এবং প্রকল্পের পুনঃখনন কাজের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি প্রায় ৮৫% সম্পন্ন হবে।

## ৩.২ অর্থবছর ভিত্তিক আরডিপিপি'র সংস্থান, বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও ব্যয়ের অগ্রগতি

অর্থবছর ভিত্তিক আরডিপিপি'র সংস্থান, অর্থ ছাড় ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নের সারণি-৩.২ এ প্রদান করা হলো:

**সারণি-৩.২: অর্থবছর ভিত্তিক আরডিপিপি'র সংস্থান, এডিপির বরাদ্দ এবং অর্থ ছাড় অনুযায়ী অগ্রগতি**

(লক্ষ টাকা)

| অর্থবছর | আরডিপিপির সংস্থান | এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দ | অর্থ ছাড় | প্রকৃত ব্যয় | অর্থ-ছাড় (বরাদ্দের %) | বছরওয়ারী অগ্রগতি (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০১৫-১৬ | ৩৮৯.১১ | ৪০০.০০ | ৪০০.০০ | ৩৮৪.৫৩ | ১০০.০০ | ৯৬.১৩ |
| ২০১৬-১৭ | ৩৫৮৩.৩৭ | ৩৭৬৭.০০ | ৩৭৬৭.০০ | ৩৫৮৭.৪৪ | ১০০.০০ | ৯৫.২২ |
| ২০১৭-১৮ | ৪৩৩৫.৫৩ | ৪৭৭৯.০০ | ৪৭৭৯.০০ | ৪২৪৯.২৩ | ১০০.০০ | ৮৮.৯১ |
| ২০১৮-১৯ | ৯৯৭৪.৯৭ | ১০০০০.০০ | ১০০০০.০০ | ৯৯৭৪.২৭ | ১০০.০০ | ৯৯.৯৯ |
| ২০১৯-২০ | ৩২২৯.৬৭ | ৯৪৪০.০০ | ৯৪৪০.০০ | ৩২২৫.২৫ | ১০০.০০ | ৩৪.১৬ |
| ২০২০-২১ | ১০,৭৪৪.১৯ | ১১০০০.০০ | ৮২৫০.০০ | ৭৫০২.৮৯* | ৭৫.০০ | ৬৮.২১ |
| ২০২১-২২ | ৮৬৪২.৩৬ | - | - | - | - | - |
| **মোট:** | **৪০৯০০.০০** | **৩৯৩৮৬.০০** | **৩৬৬৩৬.০** | **২৯০১৫.৫৪** | **৯৫.১৬** | **৭০.৯৪** |

সূত্র: প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়ঃ * এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী ১০০% অর্থছাড় করা হয়েছে এবং ২০২০-২১ অর্থবছর ব্যতীত অর্থ ছাড় অনুযায়ী ব্যয়ের অগ্রগতি সন্তোষজনক (৯৮.৯১ হতে ৯৯.৯১%)। চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত অগ্রগতি হয়েছে ৭০.৯৪%। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনা করে জানা যায় যে, আগামী অর্থবছর (২০২১-২২) প্রকল্পের সমাপ্তির বছর হওয়ায় এবং করোনার প্রাদুর্ভাব বেড়ে যাওয়ায় ৭ম বছর মন্ত্রণালয়ের স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে বাজেট বরাদ্দ হতে বেশি পুনঃখনন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে (প্রায় ১১০০ হেক্টর জলাশয় উন্নয়ন)। সমাপ্ত বছরে বাস্তবায়ন কাজ কম হওয়ায় ঝুঁকি কম থাকবে।

## ৩.৩ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা এবং অগ্রগতি

প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা এবং অগ্রগতি নিম্নের সারণি ৩.৩ এবং চিত্র ৩.১ এ প্রদান করা হলোঃ

**সারণি ৩.৩ প্রকল্পের সার্বিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা এবং অগ্রগতি** (লক্ষ টাকায়)

| ক্র: নং | অঙ্গের নাম | একক/ সংখ্যা | প্রাক্কলিত মূল্য | জুন ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি | | ২০২০-২১ অর্থবছরের এপ্রিল'২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি | | মোট অগ্রগতি | | অবশিষ্ট পরিমাণ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | আর্থিক | বাস্তব (%) | আর্থিক | বাস্তব (%) | আর্থিক | বাস্তব (%) | আর্থিক | বাস্তব(%) |
| | **(ক) রাজস্ব ব্যয়:** | | | | | | | | | | |
| ১ | কর্মকর্তাদের বেতন | জন | ১৭৯.৬৪ | ১৪৯.৫১ | ৮৩.২৩ | ২৩.০৬ | ৬৫.৭৮ | ১৭২.৫৭ | ৯৪.৭৬ | ৭.০৭ | ৫.২৪ |
| ২ | কর্মচারীদের বেতন | জন | ৩.৭৬ | ৩.৭৬ | ১০০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ৩.৭৬ | ১০০.০ | ০.০০ | ০.০০ |
| ৩ | আউটসোর্সিং | থোক | ৩৭.৪০ | ৩১.৩১ | ৮৩.৭২ | ৭.৭৩ | ৬৭.৪৫ | ৩৯.০৪ | ১০৪.৩৯ | ১.৬৪ | -৪.৩৯ |
| ৩ | বাড়ি ভাড়া | জন | ৯৫.৮৫ | ৭৫.১৮ | ৭৮.৪৪ | ১১.৫৫ | ৬৫.৮৮ | ৮৬.৭৩ | ৮৯.২৫ | ৯.১২ | ১০.৭৫ |
| ৪ | চিকিৎসা ভাতা | থোক | ৮.৯৭ | ৬.৮৩ | ৭৬.১৪ | ০.৬৮ | ৬৬.৬৭ | ৭.৫১ | ৮২.৮৩ | ১.৪৬ | ১৭.১৭ |
| ৫ | শিক্ষা ভাতা | থোক | ১.৬৬ | ১.০২ | ৬১.৪৫ | ০.২৮ | ৬৫.০০ | ১.৩০ | ৭৭.১১ | ০.৩৬ | ২২.৮৯ |
| ৬ | উৎসব ভাতা | থোক | ২৯.০৩ | ২৬.৭২ | ৯২.০৪ | ৪.৯৬ | ৪৯.৬২ | ৩১.৬৮ | ১০১.০৭ | ২.৬৫ | -১.০৭ |
| ৭ | নববর্ষ উৎসব ভাতা | থোক | ২.৯৫ | ২.৪১ | ৮১.৬৯ | ০.৪৭ | ০.০০ | ২.৮৮ | ৮১.৬৯ | ০.০৭ | ১৮.৩১ |
| ৮ | মোবাইল ফোন ভাতা | থোক | ১.৪৯ | ১.২৫ | ৮৩.৮৯ | ০.৩৩ | ৫৭.৪১ | ১.৫৮ | ১০৪.৭০ | ০.০৯ | -৪.৭০ |
| ৯ | শ্রান্তি বিনোদন ভাতা | থোক | ১.৬৪ | ১.৪৮ | ৯০.২৪ | ০.০০ | ০.০০ | ১.৪৮ | ৯০.২৪ | ০.১৬ | ৯.৭৬ |
| ১০ | ভ্রমণ ভাতা | থোক | ১৪৫.০০ | ৮৪.২৩ | ৫৮.০৯ | ৪৩.৯০ | ২৫.২৬ | ১২৮.১৩ | ৬৬.৩৭ | ১৬.৮৭ | ৩৩.৬৩ |
| ১১ | ওভারটাইম | থোক | ০.৬৮ | ০.৬৭ | ৯৮.৫৩ | ০.০০ | ০.০০ | ০.৬৭ | ৯৮.৫৩ | ০.০১ | ১.৪৭ |
| ১২ | টেলিফোন/ফ্যাক্স বিল | থোক | ৩.০০ | ১.৬৫ | ৫৫.০০ | ০.১৬ | ১৮.৩৯ | ১.৮১ | ৬০.৩৩ | ১.১৯ | ৩৯.৬৭ |
| ১৩ | যানবাহন নিবন্ধন ফি | থোক | ১০.০০ | ৪.৭২ | ৪৭.২০ | ০.০০ | ০.০০ | ৪.৭২ | ৪৭.২০ | ৫.২৮ | ৫২.৮০ |
| ১৪ | ফুয়েল ও গ্যাস | থোক | ২০.০০ | ১৫.৪ | ৭৭.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ১৫.৪ | ৭৭.০০ | ৪.৬০ | ২৩.০০ |
| ১৫ | পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট | থোক | ১০০.০০ | ৫৯.৭১ | ৫৯.৭১ | ১৭.৮৩ | ৩৪.৬১ | ৭৭.৫৪ | ৭০.৪৪ | ২২.৪৬ | ২৯.৫৬ |
| ১৬ | মুদ্রণ ও বাঁধাই | থোক | ৫৫.০০ | ২৫.২ | ৪৫.৮২ | ১১.৮২ | ১১.৪৭ | ৩৭.০২ | ৪৮.৯৫ | ১৭.৯৮ | ৫১.০৫ |
| ১৭ | স্টেশনারী, স্ট্যাম্প ও সীল | থোক | ৫০.০০ | ২৯.৯৯ | ৫৯.৯৮ | ২.২৬ | ২০.৫৫ | ৩২.২৫ | ৬৪.৫০ | ১৭.৭৫ | ৩৫.৫০ |
| ১৮ | প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয় | থোক | ২৭.৯৪ | ১২.৯৪ | ৪৬.৩১ | ৩.৪৫ | ৩৮.২৪ | ১৬.৩৯ | ৫৭.৯৫ | ১১.৫৫ | ৪২.০৫ |
| ১৯ | অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ | জন | ১১৭.৪৫ | ৯৭.৫২ | ৮৩.০৩ | ১০.৩৫ | ৫২.৩৩ | ১০৭.৮৭ | ৯১.৮৪ | ৯.৫৮ | ৮.১৬ |
| ২০ | সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয় | সংখ্যা | ২০.০০ | ১০.০ | ৫০.০০ | ৪.০০ | ৬৬.৬৭ | ১৪.০০ | ৭০.০০ | ৬.০০ | ৩০.০০ |
| ২১ | অনিয়মিত শ্রমিক | সংখ্যা | ১০৪.৫০ | ৪৭.৫৭ | ৪৫.৫২ | ২৭.৮৫ | ৬৬.৫৬ | ৭৫.৪২ | ৬৯.৪১ | ২৯.০৮ | ৩০.৫৯ |
| ২২ | প্রদর্শনী খামার | সংখ্যা | ৭৯২.২৫ | ৪৬০.৭৫ | ৫৮.১৬ | ৪৪.৪০ | ২৩.১৩ | ৫০৫.১৫ | ৬৩.৭৬ | ২৮৭.১০ | ৩৬.২৪ |
| ২৩ | মধ্যবর্তী মূল্যায়ন | সংখ্যা | ৫.০০ | ৩.২৭ | ৬৫.৪০ | ০.০০ | ০.০০ | ৩.২৭ | ৬৫.৪০ | ১.৭৩ | ৩৪.৬০ |
| ২৪ | সম্মানী ভাতা | থোক | ১৫.০০ | ৬.৬৯ | ৪৪.৬০ | ১.৫৭ | ৩৪.৮৯ | ৮.২৬ | ৫৫.০৭ | ৬.৭৪ | ৪৪.৯৩ |
| ২৫ | কনজুমেবল ষ্টোর | | ৮৭.৮৯ | ৪০.০ | ৪৫.৫১ | ২৮.৫১ | ১৪.৯৩ | ৬৮.৫১ | ৫৩.১৬ | ১৯.৩৮ | ৪৬.৮৪ |
| ২৬ | পরামর্শক ব্যয় | | ২০.০০ | ০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০০.০ | ২০.০০ | ১০০.০০ |
| ২৭ | মোটরযান মেরামত | থোক | ৩০.০০ | ১৪.৯৯ | ৪৯.৯৭ | ৫.৬৫ | ৪৭.০৮ | ২০.৬৪ | ৬৮.৮০ | ৯.৩৬ | ৩১.২০ |
| ২৮ | আসবাবপত্র মেরামত | থোক | ৬.০০ | ৪.০০ | ৬৬.৬৭ | ০.০০ | ০.০০ | ৪.০০ | ৬৬.৬৭ | ২.০০ | ৩৩.৩৩ |

| ক্র: নং | অঙ্গের নাম | একক/ সংখ্যা | প্রাক্কলিত মূল্য | জুন ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি | | ২০২০-২১ অর্থবছরের এপ্রিল'২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি | | মোট অগ্রগতি | | অবশিষ্ট পরিমাণ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | আর্থিক | বাস্তব (%) | আর্থিক | বাস্তব (%) | আর্থিক | বাস্তব (%) | আর্থিক | বাস্তব(%) |
| ২৯ | কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম | থোক | ৬.০০ | ৪.০০ | ৬৬.৬৭ | ০.২৫ | ২৫.০০ | ৪.২৫ | ৭০.৮৩ | ১.৭৫ | ২৯.১৭ |
| | **উপ-মোট রাজস্ব ব্যয়:** | | **১৯৭৮.১০** | **১২২২.৭৭** | | **২৫১.০৬** | | **১৪৭৩.৮৩** | **৭০.৪৪** | **৫০৪.২৭** | ২৯.৫৬ |
| | **(খ) মূলধন ব্যয়:** | | | | | | | ০.০০ | | ০.০০ | |
| ৩০ | জিপ গাড়ি | ১ | ৯০.৭০ | ৯০.৭ | ১০০.০০ | ০.০০ | | ৯০.৭০ | ১০০.০ | ০.০০ | ০.০০ |
| ৩১ | ডাবল কেবিন পিক-আপ | ৩ | ১৬০.০০ | ৫১.৬ | ৩২.২৫ | ০.০০ | - | ৫১.৬০ | ৩২.২৫ | ১০৮.৪ | ৬৭.৭৫ |
| ৩২ | মটর সাইকেল | ১০ | ১৫.০০ | ১৫ | ১০০.০০ | ০.০০ | - | ১৫.০০ | ১০০.০ | ০.০০ | ০.০০ |
| ৩৩ | ডিজিটাল ক্যামেরা | ১ | ১.৫০ | ০.৫ | ৩৩.৩৩ | ০.০০ | - | ০.৫০ | ৩৩.৩৩ | ১.০০ | ৬৬.৬৭ |
| ৩৪ | স্ক্যানার | ৬ | ০.৬০ | ০.৬ | ১০০.০০ | ০.০০ | - | ০.৬০ | ১০০.০ | ০.০০ | ০.০০ |
| ৩৫ | লেভেলিং মেশিন | ৬১ | ৩৯.০২ | ৩৯.০২ | ১০০.০০ | ০.০০ | - | ৩৯.০২ | ১০০.০ | ০.০০ | ০.০০ |
| ৩৬ | কম্পিউটার ও আনুষাংগিক | ৬ সেট | ৭.২০ | ৪.৫ | ৬২.৫০ | ০.০০ | - | ৪.৫০ | ৬২.৫০ | ২.৭০ | ৩৭.৫০ |
| ৩৭ | ডিজিটাল বোর্ড | ১ | ৫.০০ | ০ | ০.০০ | ০.০০ | - | ০.০০ | ০.০০ | ৫.০০ | ১০০.০০ |
| ৩৮ | ফটোকপিয়ার | ১ | ১.৫০ | ১.৫ | ১০০.০০ | ০.০০ | - | ১.৫০ | ১০০.০ | ০.০০ | ০.০০ |
| ৩৯ | স্ক্রীনসহ মাল্টিমিডিয়া | ৪ | ৬.০০ | ৬ | ১০০.০০ | ০.০০ | - | ৬.০০ | ১০০.০ | ০.০০ | ০.০০ |
| ৪০ | এয়ার কন্ডিশনার | ৩ | ৪.০০ | ৪ | ১০০.০০ | ০.০০ | - | ৪.০০ | ১০০.০ | ০.০০ | ০.০০ |
| ৪১ | অফিস আসবাবপত্র | ২ | ১০.০০ | ১০ | ১০০.০০ | ০.০০ | - | ১০.০০ | ১০০.০ | ০.০০ | ০.০০ |
| ৪২ | টেলিফোন সংযোগ | ২ | ০.১০ | ০.১ | ১০০.০০ | ০.০০ | - | ০.১০ | ১০০.০ | ০.০০ | ০.০০ |
| | **উপমোট** | | **৩৪০.৩২** | **২২৩.৫২** | **১০২৮.০৮** | **০.০০** | **-** | **২২৩.৫২** | **১০২৮.০৮** | **১১৬.৮০** | |
| ৪৩ | পাইপ কালভার্ট নির্মাণ | ৪০০ ব.মি. | ১০০০.০০ | ৭৯০.৬৯ | ৭৯.০৭ | ৪১.৮২ | ২০.৯১ | ৮৩২.৫১ | ৮৩.২৫ | ১৬৭.৪৯ | ১৬.৭৫ |
| ৪৪ | পুকুর, দিঘি পুনঃখনন | ঘ:মি. | ১৪৬৩৪.৯০ | ৬৭৯৫.৩৯ | ৪৬.৪৩ | ২৮৮২.৫৭ | ২৯.৪৬ | ৯৬৭৭.৯৬ | ৫৬.৮৮ | ৪৯৫৬.৯৪ | ৪৩.১২ |
| ৪৫ | খাল/বিল/মরানদী/বরো পিট পুনঃখনন | ঘ:মি. | ২২৫৫৬.৩৮ | ১২২৮৮.৬৪ | ৫৪.৪৮ | ৪৩২৩.৮৫ | ৫৫.২৬ | ১৬৬১২.৪৯ | ৬৬.৭৫ | ৫৯৪৩.৮৯ | ৩৩.২৫ |
| ৪৬ | পানি সেচ | ১২০ ঘ:মি. | ১৩০.০০ | ৬৯.৬১ | ৫৩.৫৫ | ০.০০ | ০.০০ | ৬৯.৬১ | ৫৩.৫৫ | ৬০.৩৯ | ৪৬.৪৫ |
| ৪৭ | টার্ফিং | ঘ:মি. | ১১০.০০ | ৫১.৫৮ | ৪৬.৮৯ | ০.০০ | ০.০০ | ৫১.৫৮ | ৪৬.৮৯ | ৫৮.৪২ | ৫৩.১১ |
| ৪৮ | বৃক্ষরোপণ | ব:মি. | ১১০.০০ | ৭০.৪৫ | ৬৪.০৫ | ৩.৫৯ | ৩৫.৯০ | ৭৪.০৪ | ৬৭.৩১ | ৩৫.৯৬ | ৩২.৬৯ |
| ৪৯ | মাছ ধরার জাল | সংখ্যা | ২০.০০ | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০০.০ | ২০.০০ | ১০০.০০ |
| ৫০ | পাম্প মেশিন | সংখ্যা | ২০.০০ | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ২০.০০ | ১০০.০০ |
| | **মোট মূলধন ব্যয় (খ)** | | **৩৮৯২১.৯০** | **২০২৮৯.৮৮** | | **৭২৫১.৮৩** | | **২৭৫৪১.৭১** | **৬৩.২৯** | **১১৩৮০.১৯** | ৩৬.৭১ |
| | **সর্বমোট (ক+খ)** | | **৪০৯০০.০০** | **২১৫১২.৬৫** | | **৭৫০২.৮৯** | **৫০.০** | **২৯০১৫.৫৪** | **৭০.৯৪** | **১১৮৮৪.৪৬** | ২৯.০৬ |

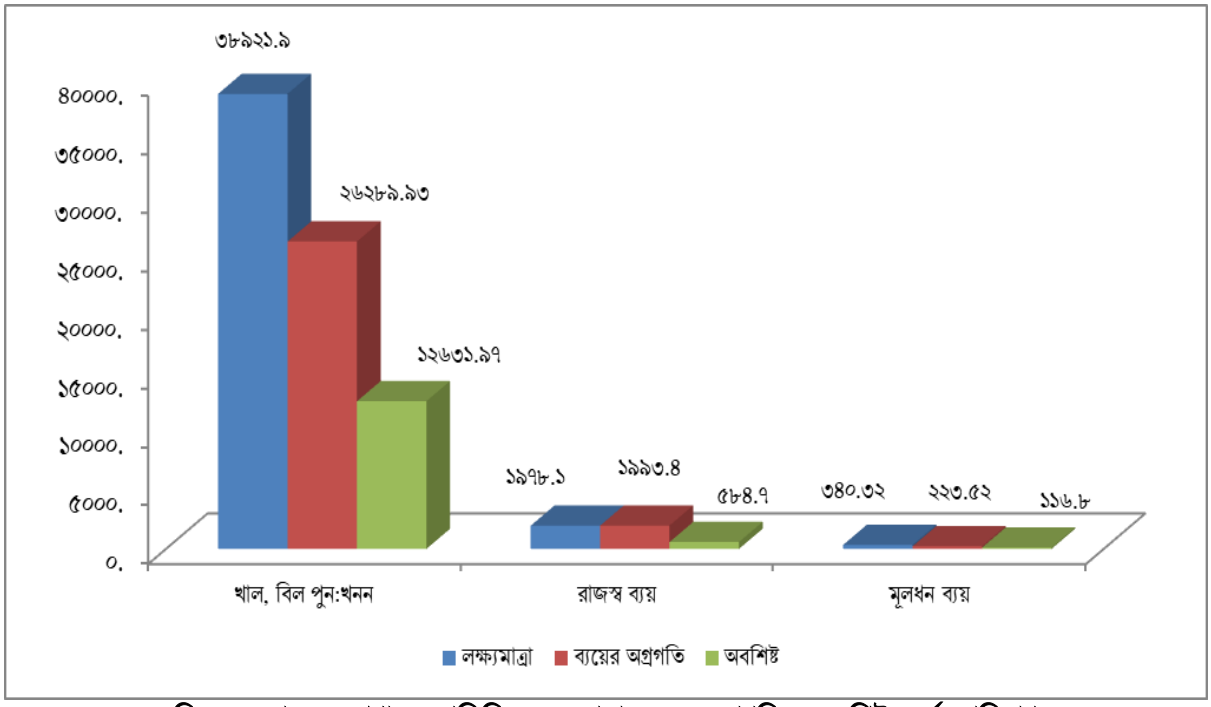


**চিত্র ৩.১: প্রকল্পের প্রধান অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা, ব্যয়ের অগ্রগতি ও অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ**

চলতি এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২৯০১৫.৫৪ লক্ষ টাকা যা প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৭০.৯৪% এবং অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ ১১৮৮৪.৪৬ লক্ষ টাকা বা ২৯.০৬%। মাছ ধরার জাল ও পানি সরবরাহের পাম্প এখনও ক্রয় করা হয়নি। প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে দুই-তিন মাস সময়ের মধ্যে জাল ও পাম্প মেশিন ক্রয় করা সম্ভব হবে এবং প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জিত হবে। আলোচনান্তে প্রকল্প পরিচালক জানান, মূলত: মৎস্যচাষিদের উদ্বুদ্ধকরণের আওতায় এআইজিএ আইটেম (৮০টি মাছ ধরার জাল ও ৪০টি পাম্প মেশিন) প্রকল্পের ২য় সংশোধনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাব নির্ণয় ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের জন্য আরডিপিপিতে সেবা ক্রয়ের সংস্থান রাখা হয়েছে যা অত্যন্ত ইতিবাচক। প্রকল্পটি প্রায় সমাপ্তির পথে। এ পর্যায়ে সেবা ক্রয়ের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

## ৩.৪ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা

পতিত জশালয় সংস্কার করে মাছ চাষের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করে গ্রামীণ জনসাধারণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, পুষ্টি চাহিদা পূরণ, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে জলাশয় পুনঃখনন, প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রদর্শনী খামার স্থাপনসহ মোট ১১টি বিশেষ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম, অনুমোদিত ব্যয় ও অগ্রগতি নিম্নের সারণি ৩.৪ এ প্রদান করা হয়েছে।

সারণি-৩.৪: প্রকল্পের মূল কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি: (লক্ষ টাকা)

| ক্র নং | কাজের নাম | মোট লক্ষ্যমাত্রা | | ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | অবশিষ্ট টাকার পরিমাণ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | সংখ্যা ও আয়তন (হে.) | আর্থিক | সংখ্যা ও আয়তন (হে.) | আর্থিক | বাস্তব (সংখ্যা/ পরিমাণ) | আর্থিক |
| ১ | পুকুর, দিঘি পুনঃখনন | সংখ্যা-১৯৪৪ আয়তন- ৯৪৪.৮২ (৯৫.২৭ লক্ষ ঘ.মি.) | ১৪৬৩৪.৯০ | সংখ্যা ৯৭৫ আয়তন- ৬৪৭.১৪ (৫৫.৭৯ ঘ.মি.) | ৯৬৭৭.১৬ (৬৬.৪২%) | ৯৬৯.০ ২৯৭.৬৮ (৩৯.৪৮) | ৬০৬৪.৬০ (৩৩.৫৮%) |
| ২ | খাল/বিল/মরানদী/ বরোপিট পুনঃখনন | সংখ্যা-১৫৫৪ আয়তন-১৬৫২.৬১ (১৮১.২২ লক্ষ ঘ.মি.) | ২২৫৫৬.৩৮ | সংখ্যা-১২৯১ আয়তন-১৬৩৭.৯১ (১৩৭.৩২ ঘ.মি.) | ১৭০৯২.০২ (৭৫.৭২%) | ৩৬৩ ১৪.৭১ (৪৩.৯) | ৫৪৬৪.৩৬ (২৪.৩৩) |
| ৩ | পাইপ কালভার্ট নির্মাণ | ৫০০টি | ১০০০.০০ | ৪১৭টি | ৮৩২.৫১ (৮৩.২৫%) | ৮৩ টি | ১৬৭.৪৯ (১৬.০%) |
| ৪ | প্রশিক্ষণ প্রদান | ১৫,০৩৫ জন | ১১৭.৪৫ | ১১৭২৫ জন | ১০৭.৮৭ (৯১.৮৪%) | ৩৩১০ জন | ৮.১৬ (০০০) |
| ৫ | প্রদর্শনী খামার স্থাপন | ৭৮২টি | ৭৯২.২৫ | ২৪১ টি (৩০.৮২) | ৫০৫.০ (৬৩.৭৬) | ৫১৪ টি | ২৮৭.১০ (৩৬.২৪) |
| ৬ | বৃক্ষরোপণ | ৭১,১৫০টি | ১১০.০০ | ৩১,৭৩৭ টি | ৭৪.০৪ (৬৭.৩%) | ৩৯৪১৩টি | ৩৫.৯৬ (৩২.৭%) |

**আর্থিক অগ্রগতির শতকরাহার বন্ধনির মধ্যে দেয়া হয়েছে।*

উপরের সারণি ৩.৪ হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পের প্রধান দুইটি কাজ পুকুর, দিঘি ও খাল, বিল পুনঃখনন কাজের অগ্রগতি হয়েছে যথাক্রমে ৬৬.৪২% ও ৭৫.৭২% এবং অবশিষ্ট আছে যথাক্রমে ৩৩.৫৮% এবং ২৪.৩৩%। প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য সর্বোচ্চ সময় আছে মাত্র ১ বছর ২ মাস (মে ২০২১ হতে জুন ২০২২)। এ পর্যায়ে প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করার জন্য প্রকল্প পরিচালকসহ প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

**প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রদর্শনী খামার স্থাপনঃ** এ দুটি কাজের অগ্রগতি যথাক্রমে ৯১.৮৪% এবং ৬৩.৭৬%। অবশিষ্ট কাজ যথাক্রমে ৮.১৬% এবং ৩৬.২৪%। প্রকল্পের নির্ধারিত সময়ে অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

**পাইপ কালভার্ট স্থাপন, টার্ফিং ও পানি সেচঃ** মাছ চাষের এলাকার পানি চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য কালভার্ট স্থাপন কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক। অবশিষ্ট কাজ (১৭.১৪%) পুকুর, দিঘি, খাল বিল খনন কাজের অগ্রগতির সাথে সম্পর্কযুক্ত। জলাশয় খনন কাজ ১০০% অর্জিত হলে এ কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ হবে।

**প্রশিক্ষণ প্রদানঃ** প্রশিক্ষণ কাজের অগ্রগতি ৯১.৮৪%। প্রকল্পের অবশিষ্ট সময়ে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জিত হবে।

**বৃক্ষরোপণঃ** বৃক্ষরোপণের অগ্রগতি ৬৭.৩১%। পুনঃখননকৃত জলাশয়ের পাড়ে বৃক্ষরোপণ করা হচ্ছে। কাজেই পুকুর, দিঘি ও অন্যান্য জলাশয় পুনঃখননের কাজ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রায় অর্জিত হলে বৃক্ষরোপণের অগ্রগতিও পূর্ণমাত্রায় হতে পারে।

### ৩.৪.১ সমউন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজ সকল এলাকায় বাস্তবায়ন

নতুন অন্তর্ভুক্ত জেলা/উপজেলাসহ প্রকল্পের সকল এলাকায় প্রধান প্রধান কাজসমূহ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে কি না তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য দৈবচয়নের ভিত্তিতে ৮টি বিভাগের ১৭টি জেলা ৩২টি উপজেলার ৬৪০ জন সুফলভোগী নির্বাচন করা হয়েছিল। নমুনা সংগ্রহরে জন্য এসকল জেলার মধ্যে প্রকল্পে নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত

জেলা, যেমন- ফরিদপুর, বরগুনা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নতুন অন্তর্ভুক্ত জেলা-উপজেলাসমূহ সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায় যে, প্রকল্পের বিভিন্ন কাজ পূর্ণউদ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

## ৩.৫ প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা

প্রকল্পটির অধীনে সম্পাদিত বিভিন্ন ক্রয় কার্যক্রমের অগ্রগতি ও অবশিষ্ট কাজের বর্ণনা নিম্নে প্রদান করা হলো-

### ৩.৫.১ বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা

প্রকল্পটির আরডিপিপি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়ের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে (সারণি-১.৪)। উক্ত ক্রয় পরিকল্পনা অনুসরণ করে বিভিন্ন পণ্য, যানবাহন ক্রয় এবং কার্য (Works) সম্পাদন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। নিম্নে প্রকল্পের প্রধান প্রধান ক্রয় কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হলো।

### ৩.৫.২ যানবাহন ক্রয়ের অগ্রগতি

**প্রকল্পের অধীনে জিপ ক্রয়ঃ**

প্রকল্পটির ২য় সংশোধিত ডিপিপিতে ১টি জিপ ও ৩টি ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয়ের জন্য যথাক্রমে ৯০.৭০ লক্ষ টাকা এবং ১৬০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান আছে। উক্ত ৪টি গাড়ি ক্রয়ের জন্য প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর হতে, প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হলে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ১৪/০৩/২০১৯ তারিখে অনুমোদনের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করে। অর্থ-মন্ত্রণালয়ের, অর্থ-বিভাগ এর বাজেট শাখা পত্র নং-০৭.০০০০০০.১২০.০১৪.০৩০.১৭-৫৭৪ তারিখ ১৩/০২/২০১৮ এর মাধ্যমে জিপ ক্রয়ের অনুমোদন প্রদান করে। সরকারি প্রতিষ্ঠান হতে যানবাহন ক্রয়ের নির্দেশনা থাকায় প্রকল্প কর্তৃপক্ষ সরাসরি ক্রয় প্রক্রিয়া অনুসরণে প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড'কে ১টি পাজেরো স্পোর্টস কিউএক্স জিপ সরবরাহের জন্য বিস্তারিত স্পেসিফিকেশনসহ দরপত্র দাখিলের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করে। অতঃপর উক্ত সংস্থা ১০/০৫/২০১৮ তারিখে গাড়ির বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন, ব্র্যান্ড মডেল, ছবিসহ ৯০,৬৮,০০০.০০ টাকা দর দাখিল করে। উক্ত দর ও গাড়ির স্পেসিফিকেশন দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির ২১/০৫/২০১৮ তারিখের সভায় অনুমোদিত হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। সংস্থাটি গাড়িটি সরবরাহপূর্বক বিল দাখিল করলে গাড়ি বুঝে নেয়ার জন্য ৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি গাড়িটি গ্রহণ করার সুপারিশ করলে মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তরের অনুমোদনক্রমে প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ-এর অনুকূলে নিয়ম অনুযায়ী ভ্যাট কর্তন করে ৯০,৬৮,০০০/- টাকা বিল পরিশোধ করা হয়েছে। পর্যালোচনায় দেখা যায়, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী গাড়িটি ক্রয় করা হয়েছে।

**পিকআপ ক্রয়ঃ** প্রকল্পটির আরডিপিপিতে প্রতিটি ডাবল কেবিন পিকআপ ৫৩.৩৩ লক্ষ টাকা মূল্যে মোট ৩টি ক্রয় বাবদ ১৬০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে। পিকআপ ক্রয়ের জন্য ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ দেয়া হয়। অতঃপর আরডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী ৩টি পিকআপ ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতির জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ২৬/০৮/২০১৮ তারিখে প্রত্র প্রেরণ করা হয়। অর্থ মন্ত্রণালয় একটি পিকআপ ক্রয়ের জন্য ২৪/১২/২০১৮ তারিখে সম্মতিপত্র এবং ০২/০১/২০১৯ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করে। এ প্রেক্ষাপটে, প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড'কে ১টি ডাবল কেবিন পিকআপ সরবরাহ করার জন্য পত্র প্রেরণ করা হলে উক্ত সংস্থা পিকআপ সরবরাহের নিমিত্ত ৫১,৫৯,৯৬৫.০০ টাকা দর উল্লেখ

করে বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন (Specification) সহ দরপত্র প্রেরণ করে। উক্ত দরপত্রটি ০৭/০১/২০১৯ তারিখে প্রকল্পের দরপত্র কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হলে কমিটি দাখিলকৃত দর ও স্পেসিফিকেশন অনুসরণে পিকআপটি ক্রয়ের সুপারিশ করে। অতঃপর ০৯/০১/২০১৯ তারিখে প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড'কে পিকআপ সরবরাহের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ডেলিভারি চালান ও বিলসহ পিকআপটি সরবরাহ করলে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গাড়িটি গ্রহণ করার সুপারিশ করে। পিকআপের বিল ২৭/০১/২০১৯ তারিখে মহাহিসাব নিয়ন্ত্রক-এর দপ্তর হতে আয়কর কর্তন করে ৪৯,৮০,৪৮৮.০০ টাকা উক্ত সংস্থার অনুকূলে পরিশোধ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জানান, করোনা পরিস্থিতির কারণে অবশিষ্ট ২টি পিকআপ ক্রয়ের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন পাওয়া যায়নি।

**মোটরসাইকেল ক্রয়ঃ** আরডিপিপিতে ১০টি মোটরসাইকেল (প্রতিটি ১.৫০ লক্ষ টাকা দর হারে) ক্রয়ের জন্য মোট ১৫.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। সকল সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত দ্রব্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ক্রয়ের নির্দেশনা থাকায় প্রকল্প কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি হতে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করে ১৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০টি মোটরসাইকেল ক্রয় করা হয়েছে।

যানবাহন ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সরকারি বিনির্দেশ এবং আর্থিক বিধিমালা অনুসরণ করে আরডিপিপির ক্রয় পরিকল্পনায় উল্লিখিত সময়ের মধ্যেই ক্রয় করা হয়েছে।

### ৩.৫.৩ লেভেলিং মেশিন ক্রয় প্রক্রিয়া পর্যালোচনা

১ম সংশোধিত ডিপিপিতে ৬১টি লেভেলিং মেশিন ৩৯.৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ক্রয়ের সংস্থান ছিল। উক্ত লেভেলিং মেশিন উন্মুক্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি (OTM) পদ্ধতি অনুসরণ করে ক্রয়ের জন্য বিগত ২৮/১২/১৮ খ্রি: তারিখে "বাংলাদেশ প্রতিদিন, The New Nation এবং e Procure.gov.bd ওয়েব সাইটে" দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। উক্ত দরপত্রের আলোকে ২টি দরপত্র পাওয়া গেলেও একটি দরপত্র বৈধ বলে বিবেচিত হয়। দরপত্র মূল্যায়নের জন্য ০৪/০২/১৯ খ্রি: তারিখে দরপত্র কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ্যাডভান্স টেকনোলজি কনসোর্টিয়াম নামক একটি প্রতিষ্ঠান (বৈধ দরদাতা) লেভেলিং মেশিন সরবরাহের জন্য ৩৯,০০,৯৫০.০০ টাকা দর দাখিল করে। উক্ত দর আরডিপিপি মূল্য ৩৯.৬৫ লক্ষ টাকা হতে ১.৬২% কম হওয়ায় দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি এ্যাডভান্স টেকনোলজির অনুকূলে কার্যাদেশ দেয়ার সুপারিশ করে। লেভেলিং মেশিন ক্রয় প্রক্রিয়া পিপিআর ২০০৮ অনুসরণে করা হয়েছে।

### প্রকল্পের আসবাবপত্র ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা

প্রকল্পের অধীনে আসবাবপত্র, ডিজিটাল ক্যামেরা, কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার ইত্যাদি ক্রয়ের সংস্থান ছিল। ২য় সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুযায়ী উক্ত দ্রব্যাদি ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা এবং অগ্রগতি নিম্নের সারণি ৩.৫ এ প্রদান করা হয়েছে।

**সারণি ৩.৫: প্রকল্পের আসবাবপত্র ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয়ের অগ্রগতি**

(লক্ষ টাকায়)

| প্যাকেজ নং | কার্যক্রমের নাম | সংখ্যা/ পরিমাণ | আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্য | ক্রয় পদ্ধতি | কাজ শুরুর তারিখ | কাজ সমাপ্তির তারিখ | অগ্রগতি (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পণ্য-১ | জিপ গাড়ি | ১ | ৯১.০০ | ডিপিএম | ১৪/৪/২০১৮ | ২০/৬/২০১৮ | ১০০.০ |
| পণ্য-২ | ডাবল কেবিন পিক-আপ | ৩ | ৫১.৬০ | ডিপিএম | ১৪/৪/২০১৯ | ২০/৫/২০১৯ | ৩৩.৩ |
| পণ্য-৩ | মোটর সাইকেল | ১০ | ১৫.০০ | ডিপিএম | ১১/৬/২০১৭ | ৩০/৬/২০১৭ | ১০০.০ |
| পণ্য-৪ | অফিস আসবাবপত্র | থোক | ৫.০০ | আরএফকিউ | ১১/৫/২০১৬ | ২৬/৬/২০১৬ | ১০০.০ |
| পণ্য-৫ | অফিস আসবাবপত্র | থোক | ৫.০ | আরএফকিউ | ২৮/০৪/২০১৬ | ০১/৯/২০১৬ | ১০০.০ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পণ্য-৬ | কম্পিউটার ডেস্কটপ-৬টি | ৬ | ৪.৫০ | আরএফকিউ | ০৯/৫/২০১৬ | ২৮/৫/২০১৬ | ১০০.০ |
| পণ্য-৭ | ফটোকপিয়ার মেশিন | ১ | ১.৫০ | আরএফকিউ | ০৯/৬/২০১৬ | ২৮/৫/২০১৭ | ১০০.০ |
| পণ্য-৮ | স্ক্যানার | ৬ | ০.৬০ | আরএফকিউ | ০৯/৬/২০১৬ | ৩০/৬/২০১৬ | ১০০.০ |
| পণ্য-৯ | পর্দাসহ মাল্টিমিডিয়া | ২ | ৩.০০ | আরএফকিউ | ০৯/৬/২০১৬ | ২৮/৫/২০১৭ | ১০০.০ |
| পণ্য-১০ | ডিজিটাল ক্যামেরা | ১ | ০.৫০ | আরএফকিউ | ০৯/৬/২০১৬ | ২০/৬/২০১৬ | ১০০.০ |
| পণ্য-১১ | এয়ারকন্ডিশনার | ২ | ২.৫০ | আরএফকিউ | ০২/৫/২০১৬ | ২০/৫/২০১৬ | ১০০.০ |
| পণ্য-১২ | মুদ্রণ ও বাঁধাই | থোক | ২.০ | আরএফকিউ | ১৫/০১/২০১৭ | ২০/২/২০১৭ | ১০০.০ |
| পণ্য-১৩ | লেভেলিং মেশিন | ৬১ | ৩৯.৬৫ | ওটিএম | ০২/৯/২০১৮ | ১০/১২/২০১৮ | ১০০.০ |
| পণ্য-১৪ | এয়ারকন্ডিশনার | ১ | ১.৫ | আরএফকিউ | ০৬/৫/২০১৮ | ০৭/০৬/২০১৮ | ১০০.০ |
| পণ্য-১৫ | মাল্টিমিডিয়া | ২ | ৩.০ | আরএফকিউ | ০৬/৬/২০১৮ | ০৭/৭/২০১৮ | ১০০.০ |
| পণ্য-১৬ | ডিজিটাল ক্যামেরা | ১ | ১.০ | আরএফকিউ | ০১/৮/২০২০ | ১০/৯/২০২০ | ১০০.০ |
| পণ্য-১৭ | ডেস্কটপ কম্পিউটার ও প্রিন্টার | ১ সেট | ২.৭০ | আরএফকিউ | ০১/৮/২০২০ | ১০/৯/২০২০ | ১০০.০ |
| পণ্য-১৮ | মাছ ধরার জাল | ৮০ | ২০.০ | ওটিএম | ০১/৮/২০২০ | ১০/১১/২০২০ | ০.০ |
| পণ্য-১৯ | পাম্প মেশিন | ৪০ | ২০.০ | ওটিএম | ০১/৮/২০২০ | ১০/১১/২০২০ | ০.০ |
| পণ্য-২০ | ডিজিটাল বোর্ড ও কম্পিউটার | ১ সেট | ৫.০ | আরএফকিউ | ০১/৮/২০২০ | ১০/৯/২০২০ | ১০০.০ |
| | **মোট মূল্য** | | **২৭৫.০৫** | | | | |

**ক্রয় প্রক্রিয়া পর্যালোচনা:** দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, উপরোক্ত মালামাল ডিপিপি ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী পিপিআর অনুসরণ করে করা হয়েছে এবং মালামালসমূহের স্টক এন্ট্রি প্রদান করে প্রকল্পের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে মাছ ধরার জাল ও পাম্প মেশিন এখনও ক্রয় করা হয়নি।

### ৩.৫.৪ পুকুর, দিঘি ও অন্যান্য জলশয় পুন:খনন ক্রয় প্রক্রিয়া পর্যালোচনা

২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনায় মোট ৬টি প্যাকেজে পুকুর, দিঘি খননের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে (সারণি-১.৫)। এর মধ্যে পুকুর, দিঘি পুন:খননের লক্ষ্যমাত্রা ৯৪৪.৮২ হেক্টর, ব্যয় ১৪৬৩৪.৯০ লক্ষ টাকা এবং খাল, বিল, মরানদী ও বরোপিট খননের লক্ষ্যমাত্রা ১৬৫২.৬১ হেক্টর, ব্যয় ২২৫৫৬.৩৮ লক্ষ টাকা অর্থাৎ সর্বমোট ২৫৯৭.৪৩ হেক্টর বিভিন্ন শ্রেণির জলাশয় পুন:খনন বাবদ ৩৭১৯১.২৮ লক্ষ টাকার সংস্থান আছে। উক্ত পুন:খনন কাজ পর্যালোচনার জন্য মোট ৬টি প্যাকেজের মধ্যে ৩টি প্যাকেজের বিস্তারিত তথ্য CPTU এর ফরমেট অনুসরণে সংগ্রহ করে তুলনামূলক চিত্র নিম্নের সারণি ৩.৬ এ প্রদান করা হলো।

সারণি ৩.৬ **সংস্কারকৃত জলাশয়ের ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা**

| নং | কাজের নাম | প্যাকেজ নং | দরপত্র মূল্য (লক্ষ টাকায়) | | % নিম্ন / উপরে | দরপত্র আহবানের তারিখ | চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ | কার্য সম্পাদনের তারিখ | সময় বৃদ্ধি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | প্রাক্কলিত মূল্য | চুক্তিমূল্য | | | | | |
| ১ | বিনাজুরি খাল, রাউজান চট্টগ্রাম | *WC-৫০১ | ৩৫.২৪ | ৩২.২৪ | ১০% নিম্ন মূল্য | ১০/১/১৯ | ১২/৩/১৯ | ২৯/৪/১৯ | নির্ধারিত সময়ে |
| ২ | বাদজাগ্রাম দিঘি পু:নখনন, নওগাঁ | **WP-৫০৫ | ৩৬.৯৬ | ৩৩.২৬ | ঐ | ১৩/২/১৯ | ২৮/৩/১৯ | ০৪/৫/১৯ | নির্ধারিত সময়ে |
| ৩ | দেশরত্ন শেখ হাসিনা মহাবিদ্যালয় পুকুর-৩ পুন:খনন, মেহেন্দিগঞ্জ বরিশাল | WP-৫০৪ | ৫৯.৪১ | ৫৩.৪৭ | ঐ | ১৩/২/১৯ | ২৮/৩/১৯ | ১০/৫/১৯ | নির্ধারিত সময়ে |

*WC- Works Channel (খাল, বিল, মরানদী); **WP-Works Pond (পুকুর দিঘি, পুন:খনন কাজ)*

ক্রয় প্রক্রিয়ায় সরকারি ক্রয় নীতিমালা অনুসরণে ক্রয় সম্পন্ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২য় সংশোধিত ডিপিপিতে মাটি খনন কাজ এলসিএস পদ্ধতির পরিবর্তে এ্যাক্সেভেটর ব্যবহার করে পিআইসি কমিটির মাধ্যমে জেলা মৎস্য কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে ডিপিপি/প্রাক্কলিত মূল্যে করা হচ্ছে।

## ৩.৬ প্রকল্পের লক্ষ্য **ও উদ্দেশ্য অর্জনের মাত্রা পর্যালোচনা**

প্রকল্পটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এ পর্যন্ত (এপ্রিল ২০২১) সম্পাদিত কাজ ও উদ্দেশ্য অর্জনের মাত্রা নিম্নের সারণি-৩.৭ এ প্রদান করা হলো।

সারণি-৩.৭ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন মাত্রা

| ক্রঃ নং | প্রকল্পের উদ্দেশ্য | উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সম্পাদিত কাজ | উদ্দেশ্য অর্জনের মাত্রা |
|---|---|---|---|
| ১ | টেকসই মৎস্য উৎপাদন প্রক্রিয়া উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করা | জলাশয় পুনঃখনন করে মাছ চাষ করার ফলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রামীণ জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে যা সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টাকে সহায়তা করবে। | উদ্দেশ্য অর্জিত হচ্ছে। |
| ২ | পতিত জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করে পুষ্টির চাহিদা পূরণ | এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত মোট ২২৬৬টি (২২৮৫.০৫ হেক্টর জলাশয় পুন:খনন করা হয়েছে। মাছের উৎপাদন ক্ষেত্র ভেদে ০% থেকে ১০০% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সুফলভোগীদের মাছ খাওয়ার পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। | উদ্দেশ্য অর্জিত হচ্ছে। |
| ৩ | মাছ চাষের জন্য উন্নত প্রশিক্ষণ, সম্প্রসারণ সেবা এবং মৎস্যচাষের প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র্য মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী, বেকার যুবক ও দুস্থ মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা | এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত ১১৭২৫ জন মৎস্যচাষিকে উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান, সম্প্রসারণ সেবা, মাছ চাষের উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে। গ্রামীণ দরিদ্র মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী, বেকার যুবক, দুঃস্থ মহিলা ও অন্যদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। | উদ্দেশ্য অর্জিত হচ্ছে। |
| ৪ | সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থার সূচনা করা এবং উন্নয়নকৃত জলাশয়ে সুফলভোগীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা | সমাজভিত্তিক মাছ চাষের সূচনা করা হয়েছে। তবে সুফলভোগী দলসমূহ সমবায় বিভাগ/পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক অথবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে নিবন্ধন করা সম্ভব না হলে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না। | অর্জিত হবে। তবে সুফলভোগী দলের নিবন্ধন করা প্রয়োজন। |
| ৫ | পতিত জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে আবাসস্থল পুনরুদ্ধার করে পরিবেশ বান্ধব মাছ চাষ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা | পতিত জলাশয় সংস্কার এবং বৃক্ষরোপণের ফলে পরিবেশের উন্নতি হচ্ছে। মাছ চাষ বৃদ্ধি পাচ্ছে। | উদ্দেশ্য অর্জিত হবে। |

## ৩.৬.১ প্রকল্পের লগফ্রেমের আলোকে ফলাফল অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা

ডিপিপির লগফ্রেম অনুযায়ী প্রকল্পের ফলাফল অর্জনের অবস্থা নিম্নে প্রদান করা হলো।

| নং | অভিষ্ট ফলাফল | যাচাইয়ের নির্দেশক | অর্জনের মাত্রা |
|---|---|---|---|
| ১ | ৭৮২টি প্রদর্শনী মৎস্য খামার স্থাপন | এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত প্রায় ২৬৮টি প্রদর্শনী **মৎস্য** খামার স্থাপন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ২৩২টি আগামী অর্থবছরের শুরুতে বাস্তবায়ন করা সমীচীন হবে। | লগ ফ্রেম অনুযায়ী ফলাফল অর্জিত হতে পারে। |
| ২ | ২৫৯৭.৪৩ হেক্টর জলাশয় উন্নয়ন। | এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত ২২৮৫.০৫ হেক্টর জলাশয় খনন করা হয়েছে | অবশিষ্ট পরিমাণ বাস্তবায়ন করা হলে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে। |
| ৩ | ৫০০টি পাইপ কালভার্ট স্থাপন | এ পর্যন্ত ৪১৭টি (৮৩.৪%) কালভার্ট স্থাপন করা হয়েছে। | লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে |
| ৪ | প্রতি বছর ১০২৩৩.৮৬ মে. টন মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি। | সকল জলাশয় উন্নয়ন করা সম্ভব হলে অতিরিক্ত মাছের উৎপাদন ১০,২৩৩.৮৬ মেঃটন বৃদ্ধি পাবে। | লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে। |
| ৫ | ১৮,২০০ জন লোকের কর্মসংস্থান | প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ২০,০০০ এবং পরোক্ষভাবে প্রায় ২০-২৫ হাজার লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। | লক্ষ্যমাত্রার অধিক অর্জিত হবে। |

### ৩.৬.২ এসডিজি ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে প্রকল্পের সম্পর্ক

জাতিসংঘের এসডিজি ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে প্রকল্পটি সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

**এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা**

জাতিসংঘের এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ এ মোট ১৭টি উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১৯১টি দেশ সম্মতি প্রকাশ সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এ পর্যায়ে বাংলাদেশেরও এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্পটির সাথে এসডিজির সম্পর্কযুক্ত উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

**এসডিজি উদ্দেশ্য-১: দারিদ্র্য মুক্তি (No Poverty):**

জলাশয় সংস্কার করে মাছ চাষের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী, বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান, আয় বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ইতোমধ্যে প্রকল্পভুক্ত মৎস্যজীবী, মৎস্যচাষি ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রায় ২০,০০০ লোকের সরাসরি কর্মসংস্থান এবং পরোক্ষভাবে প্রায় সমপরিমাণ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। এছাড়া জলাশয় সংস্কার, খনন কাজ চলাকালীন সময়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোকের নিয়মিত কর্মসংস্থান হয়েছে। প্রকল্পের সাথে সংযুক্তদের আয় পূর্বের তুলনায় গড়ে প্রায় ২৫.৫৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে প্রকল্পটি এসডিজি উদ্দেশ্য-১ অর্জনে সরাসরি ভূমিকা পালন করছে।

**এসডিজি উদ্দেশ্য-২: ক্ষুধামুক্তি (No Hunger):**

প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের আয় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তাদের আর্থিক সামর্থ্য এবং ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তারা ক্ষুধা হতে মুক্ত হতে পারবে। এছাড়া মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মাছ খাওয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তারা পুষ্টিগত দারিদ্র্য (Nutritional Poverty) হতেও মুক্তি পাবে।

**উদ্দেশ্য-৩: সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ (Good Health and Wellbeing):**

প্রকল্পে সংযুক্তদের আয় বৃদ্ধি এবং উচ্চমাত্রার আমিষ জাতীয় খাদ্য "মাছ খাওয়ার" ফলে তাদের সুস্বাস্থ্য এবং সামগ্রিক কল্যাণ হবে।

**উদ্দেশ্য ৪: গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা (Quality Education):**

প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের আয় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তাদের শিক্ষার অধিক সুযোগ এবং গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষালাভ করতে সমর্থ হবে।

**উদ্দেশ্য-৫: লিঙ্গ সমতা (Gender Equity):**

দল গঠনের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি সুফলভোগী দলে মহিলা সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে মহিলাদের কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধি পাবে এবং পর্যায়ক্রমে লিঙ্গ সমতার উন্নয়ন হবে।

**উদ্দেশ্য-৬: সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্য বিধান (Clean Water and Sanitation):**

প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের আয় বৃদ্ধি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের ফলে অনেকেই সুপেয় পানি পান করছে এবং স্বাস্থ্যসম্মত পাকা ল্যাট্রিন ব্যবহার করছে। বিশেষ করে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ভরাটকৃত জলাশয় পুনঃখননের ফলে মিষ্টি পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

**উদ্দেশ্য-৭: পরিচ্ছন্ন কাজ ও আর্থিক সামর্থ বৃদ্ধি (Decent Work and Economic Growth):**

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সুফলভোগীগণ বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকান্ডে সংযুক্ত হওয়ার ফলে তাদের আর্থিক সামর্থ্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

**উদ্দেশ্য-৮: জ্ঞানের সমতা বৃদ্ধি (Knowledge Equality):**
প্রকল্প সংশ্লিষ্ট মহিলা-পুরুষ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করায় গঠিত দলে জ্ঞানের সমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

**উদ্দেশ্য- ৯: পানির নিচের জীবন (Life Below Water):**
প্রকল্পভুক্ত জলাশয়সমূহ খননপূর্বক গভীরতা বৃদ্ধি করার ফলে জলজ জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।

**উদ্দেশ্য- ১০: জলবায়ু সংরক্ষণ কার্যক্রমঃ**
খননকৃত জলাশয়ের পাড়ে বৃক্ষরোপণ এবং জলাশয়সমূহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার ফলে প্রকল্পটি জলবায়ু সংরক্ষণ কার্যক্রমে সহায়তা করছে। এসডিজির মোট ১৭টি উদ্দেশ্যের মধ্যে উপরোক্ত ১০টি উদ্দেশ্যের সাথে প্রকল্পটির সম্পর্ক রয়েছে।

### ৩.৬.৩ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে প্রকল্পের কার্যক্রমের সামঞ্জস্য

বাংলাদেশের ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ছয়টি প্রধান উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এসকল উদ্দেশ্যের সাথে প্রকল্পটির কার্যক্রমে সংশ্লেষ নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

**উদ্দেশ্য-১: পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টিঃ**
প্রকল্পটির প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে টেকসই মৎস্য উৎপাদন প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করে গ্রামীণ জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমকে সহায়তা করা। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রান্তিক জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও সৃষ্টি হবে।

**উদ্দেশ্য-২ জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমন্বয়ঃ**
প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে গ্রামীণ জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হচ্ছে, সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে পরোক্ষভাবে প্রকল্পটি জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমন্বয়ে অবদান রাখবে।

**উদ্দেশ্য-৩ নিরক্ষরতা সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত করা এবং প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন করাঃ**
এ উদ্দেশ্যের সাথে সরাসরি সম্পর্ক না থাকলেও প্রকল্পে সংযুক্ত সুকলভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি এবং আর্থিক সামর্থ্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে। ফলে সুফলভোগীগণ ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার প্রতি অধিক আগ্রহী হবে।

**উদ্দেশ্য-৪ নিরাপদ পানীয় জল, স্বাস্থ্যসেবা এবং গ্রাম ও শহরের ভবঘুরেদের সম্পূর্ণ নির্মূল করাঃ**
এ উদ্দেশ্যের সাথে সরাসরি সম্পর্ক না থাকলেও প্রকল্পে সংযুক্ত সুফলভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের ফলে নিরাপদ পানীয় জল এবং স্বাস্থ্যসেবার প্রতি তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অনেক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে গ্রাম অঞ্চলের ভবঘুরেগণ বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে সম্পৃক্ত হবে বলে আশা করা যায়।

**উদ্দেশ্য-৫ কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি ও বৈচিত্র্য আনয়ন, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং রপ্তানি বৃদ্ধিঃ**
এ উদ্দেশ্যের সাথে প্রকল্পটির সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে মাছের পাশাপাশি পুকুর পাড়ে শাকসবজি এবং স্থানভেদে জলাশয়ের পাড়ে গবাদি পশুর খাদ্য (নেপিয়ার ঘাস) চাষ হচ্ছে। ফলে প্রকল্পটি খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করছে। খুলনা জেলার ডুমুরিয়া অঞ্চলে মাছ, শাকসবজি চাষের পাশাপাশি অনেক জলাশয়ে 'চিংড়ি' চাষের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ভবিষ্যতে প্রকল্পটি এ উদ্দেশ্য অর্জনেও প্রত্যক্ষভাবে অবদান রাখবে।

**উদ্দেশ্য-৬ টেকসই ভিত্তিতে বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে সমর্থন করার জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন:** এ উদ্দেশ্যের সাথে প্রকল্পটি খুব বেশি সংযোগ নেই। তবে জলাশয়ের খননকৃত মাটি ব্যবহার করে গ্রামীণ রাস্তা উন্নয়ন করা হচ্ছে। উপরোক্ত আলোচনা হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটি অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

*এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সমূহ ইন্টারনেট হতে সংগ্রহ করা হয়েছে (sustainable development goals bangladesh progress report 2020 and bangladesh-eighth-five-year-plan-July-2020-June-2025-has-published-eversion/)

## ৩.৭ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

প্রকল্প ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক নিম্নে আলোচনা করা হয়েছে

### ৩.৭.১ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ

প্রকল্পটি পরিচালন ও ব্যবস্থাপনার জন্য এ পর্যন্ত ২ জন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখ, দায়িত্ব পালনের সময় নিম্নের সারণি-৩.৮ এ প্রদান করা হয়েছে।

**সারণি-৩.৮: প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য**

| নাম ও পদবি | যোগদানের তারিখ | বদলির তারিখ | দায়িত্ব পালনের সময় | দায়িত্বের ধরন |
|---|---|---|---|---|
| ১. জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন, উপ-পরিচালক (গ্রেড-৪) | ০১/১০/২০১৫ | ০৬/১০/২০১৭ | ২ বছর ৫ দিন | প্রেষণে পূর্ণ দায়িত্ব |
| ২. জনাব মোঃ আলীমুজ্জমান চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (গ্রেড-৪) | ০৭/১০/২০১৭ | চলমান | ৪ বছর | প্রেষণে পূর্ণ দায়িত্ব |

### ৩.৭.২ প্রকল্পের জনবল নিয়োগের সংস্থান ও নিয়োগের সংখ্যা

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের আরডিপিপিতে ৮টি পদে মোট ২১ জন (৫ জন প্রেষণে, ১২ জন সরাসরি নিয়োগ ও ৪ জন আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে) নিয়োগের সংস্থান রয়েছে। আরডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্পে জনবল নিয়োগের বিবরণ নিম্নের সারণি ৩.৯ এ প্রদান হলো:

সারণি ৩.৯: প্রকল্পের জনবলের সংস্থান ও নিয়োজিত সংখ্যা

| ক্র:নং | পদের নাম | বেতন গ্রেড | পদের সংখ্যা | নিয়োগের তারিখ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | সহকারী পরিচালক-১ | গ্রেড-৬ | ০১ জন | ০৫/১২/২০১৯ | প্রেষণে |
| ২ | সহকারী পরিচালক-২ | গ্রেড-৬ | ০১ জন | ০৭/১০/২০১৬ | প্রেষণে |
| ৩ | সহকারী প্রকৌশলী | গ্রেড-৬ | ০১ জন | ০৭/১০/২০১৬ | প্রেষণে |
| ৪ | উপ-সহকারী প্রকৌশলী | গ্রেড-৯ | ০১ জন | ১৯/১২/২০১৬ | প্রেষণে |
| ৫ | উপ-সহকারী প্রকৌশলী | গ্রেড-৯ | ০৬ জন | ১৯/১২/২০১৬ | সরাসরি নিয়োগ |
| ৬ | উপ-সহকারী প্রকৌশলী | গ্রেড-৯ | ০২ জন | ২৩/১২/২০১৭ | সরাসরি নিয়োগ |
| ৭ | উপ-সহকারী প্রকৌশলী | গ্রেড-৯ | ০১ জন | ৩০/১১/২০১৭ | সরাসরি নিয়োগ |
| ৮ | আউট সোসিং | গ্রেড-১৬ | ০৩ জন | ০৩/০৮/২০১৭ | আউটসোর্সিং |
| ৯ | আউট সোসিং | গ্রেড-১৬ | ০১ জন | ২৯/০৩/২০১৮ | আউটসোর্সিং |
| | **মোট পদ** | | **১৭ জন** | | |

আরডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্পে জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন প্রকল্প শুরু হতে ৬/১০/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন এবং জনাব মোঃ আলীমুজ্জামান চৌধুরী ০৭/১০/২০১৭ হতে অদ্যাবধি প্রেষণে পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন।

### ৩.৭.৩ স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠান

প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনা ও বাস্তবায়নের সমস্যাসমূহ সনাক্তকরণের জন্য এ পর্যন্ত স্টিয়ারিং কমিটির ৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত ৪টি সভার মধ্যে ৪র্থ সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিম্নে প্রদান করা হলো।

**বিগত ২৭/১২/২০২০ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির ৪র্থ সভার সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি**

| নং | স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত | মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা |
|---|---|---|
| ১ | প্রকল্পের আওতায় খনন কাজসহ অন্যান্য সকল কাজের গুণগতমান বজায় রেখে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হবে। | ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ৯৪৪.৮২ হেক্টর পুকুর দিঘি এবং ১৬৫২.৬১ হেক্টর খাল/বিল/মরানদী/ বরোপিটসহ মোট ২৫৯৭.৪৩ হেক্টর জলাশয় পুন:খননের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৪২০.৬৮ হেক্টর খাল/বিল/মরানদী/ বরোপিটসহ মোট ১২৪৪.১৬ হেক্টর জলাশয় পুন:খনন করা হয়েছে। |
| ২ | ইতোপূর্বে বাদপড়া জেলা ও উপজেলাসমূহকে অন্তর্ভুক্তপূর্বক প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব করে উক্ত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য জলাশয় অন্তর্ভুক্ত করে অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়ের অনুর্ধ ৫০% বৃদ্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে ২য় সংশোধিত সংশোধন প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। | ইতোমধ্যে ২১ জুন ২০২০ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় ৮টি নতুন জেলা ও ১২০টি নতুন উপজেলা অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্প মেয়াদ ২ বছর এবং ব্যয় ৪০% বৃদ্ধি করে প্রকল্পটির ২য় সংশোধনী অনুমোদিত হয়েছে। |
| ৩ | প্রস্তাবিতব্য জলাশয়গুলো খননে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হতে অনাপত্তি সনদ গ্রহণপূর্বক এলজিইডি'র দর হার অনুসরণ করে ব্যয় প্রাক্কলনপূর্বক সংশোধিত ডিপিপিতে প্রস্তাব করতে হবে। | অনুমোদিত ২য় সংশোধিত ডিপিপি'র তালিকাভুক্ত জলাশয়ে পুন:খনন কাজ বাস্তবায়নে মালিকানা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে অনাপত্তি সনদ সংগ্রহ করা হয়েছে। |
| ৪ | সংশোধিতব্য ডিপিপিতে প্রদর্শনী বাবদ ন্যূনতম অনুদান সহায়তা প্রদান এবং প্রকল্পভুক্ত প্রতি ইউনিয়নে কমপক্ষে ১টি জলাশয়ে মাছচাষ প্রদর্শনী কার্যক্রম বাস্তবায়নের সংস্থান রাখা যেতে পারে। | ২য় সংশোধিত ডিপিপিতে প্রতিটি প্রদর্শনী বাবদ ৬০০০.০০ টাকা হিসেবে মোট ৭৮২টি প্রদর্শনী বাবদ ৭৯২.২৫ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। |
| ৫ | প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে মাছের উৎপাদন, গ্রামীণ অর্থনীতির ওপর প্রভাব এবং পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের ওপর প্রভাব নিরূপণের লক্ষ্যে সংশোধিতব্য ডিপিপিতে ৩য় কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে Impact analysis এর সংস্থান রাখতে হবে। | বাস্তবায়নের ফলে মাছের উৎপাদন, গ্রামীণ অর্থনীতির ওপর প্রভাব এবং পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের ওপর প্রভাব নিরূপণের লক্ষ্যে ২য় সংশোধিত ডিপিপিতে ২০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১ জন Individual Consultant নিয়োগের সংস্থান রাখা হয়েছে। |
| ৬ | পুকুর/জলাশয় পুন:খননকালে নির্মিত পাড়ের পার্শ্ব ঢাল (Slope) যথাযথভাবে নির্মাণ এবং খননকৃত জলাশয়ের পাড়ে হর্টিকালচার বিভাগের পরামর্শক্রমে Biodiversity Maintain করে পাড়ের মাটি ধরে রাখতে সক্ষম এ ধরনের বৃক্ষরোপণ করতে হবে। | সিদ্ধান্তের আলোকে সংস্কারকৃত জলাশয়ের পাড়ে মাটি ধরে রাখতে সক্ষম এ ধরনের বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। |

| | | |
|---|---|---|
| ৭ | এ্যাক্সেভেটরের মাধ্যমে পুন:খনন কাজ বাস্তবায়নের সংস্থান রাখাসহ ছোট খনন কাজে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এলসিএস পদ্ধতি ব্যবহারের সংস্থান রাখতে হবে। | ২য় সংশোধিত ডিপিপিতে এ্যাক্সেভেটরের মাধ্যমে পুন:খনন কাজ বাস্তবায়নের সংস্থান রাখা হয়েছে। এছাড়া উন্মুক্ত দরপত্র, কোটেশন পদ্ধতির পাশাপাশি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এলসিএস পদ্ধতি ব্যবহারের বিধান রাখা হয়েছে। |
| ৮ | সমপ্রকৃতির প্রকল্পের সাথে দ্বৈততা পরিহার করে ভবিষ্যতে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বৃহৎ আকারের নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। | ইতোমধ্যে সারা দেশ হতে স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী পুন:খননযোগ্য জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্ত বৃহৎ আকারে অনুরূপ একটি প্রকল্প প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। |

### ৩.৭.৪ পিআইসি কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ

**এ পর্যন্ত পিআইসি কমিটির মোট ৬টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে সর্বশেষ সভার সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে দেয়া হলো:**

**সভার তারিখঃ ০১/১২/২০২০,**

সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে প্রদান করা হয়েছে।

১) মাঠ পর্যায়ে সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক বিদ্যমান ডিপিপি'র তালিকাভুক্ত জলাশয় হতে স্কীম গ্রহণ করে চলতি অর্থবছরের এডিপি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২) প্রতিটি স্কীম বাস্তবায়নের পূর্বে উৎপাদন সম্পর্কিত বেইজলাইন সার্ভে, সংস্কারের পূর্বের ছবি পুন:খনন কাজ চলমান অবস্থায় ছবি ও সংস্কারের পরের ছবি সংগ্রহপূর্বক প্রকল্প দপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরে সংরক্ষণ করতে হবে।

৩) ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রকল্প বাস্তবায়নে বেতন-ভাতাসহ প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করতে আন্ত:খাত সমন্বয়ের প্রস্তাবনা প্রণয়নের জন্য প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহবানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৪) ডিপিপি'র তালিকাভুক্ত জলাশয় হতে স্কীম বাস্তবায়নের পূর্বে আবশ্যিকভাবে সংশ্লিষ্ট মালিকানা প্রতিষ্ঠানের অনাপত্তি সনদ (NOC) গ্রহণ এবং মৎস্য অধিদপ্তরসহ অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সমধর্মী চলমান প্রকল্পের সাথে দ্বৈততা পরিহার করে স্কীম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল জেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণকে পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৫) প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সংস্কারকৃত জলাশয়ে মাছচাষ কার্যক্রম চলমান রাখা এবং উৎপাদন কার্যক্রমের রেকর্ড প্রকল্প দপ্তরে এবং সংশ্লিষ্ট জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরে সংরক্ষণ করতে হবে। এছাড়া যে সকল জলাশয়ে মাছ চাষ হচ্ছে না সেখানে মাছ চাষের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে।

৬) বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) উপপরিচালক-এর প্রস্তাবনার প্রেক্ষিতে প্রকল্পের আওতায় সংস্কারকৃত জলাশয়ের তালিকা স্থানীয় ভূমি অফিসে প্রেরণের বিষয়টি পরবর্তীতে প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভায় উপস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭) অর্থবছরের শুরুতেই সংস্কারকৃত জলাশয়ে মাছচাষ প্রদর্শনী কার্যক্রম শুরু করতে হবে এবং সুফলভোগী সদস্যদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮) চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরের আরএডিপি লক্ষ্যমাত্রা যৌক্তিকতাসহ পুন:নির্ধারণ করার প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

পিআইসি সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়নের অগ্রগতিঃ পিআইসি সভার অধিকাংশ সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তবে প্রকল্পের অধীনে গঠিত সকল সুফলভোগীদলের নিবন্ধন এখন পর্যন্ত করা হয়নি। এ বিষয়ে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

### ৩.৭.৫ প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন

**মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি গঠন**

প্রকল্পটি কার্যক্রম মূল্যায়নপূর্বক প্রতিবেদন পেশ করার জন্য প্রকল্পের সংস্থান অনুযায়ী মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ৩৩.০০.০০০০.১৩৬.১৪.০১৫.১৮.০২ তারিখ ১ জানুয়ারি ২০১৯ মোতাবেক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-প্রধান, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন উইং-কে আহবায়ক করে নিম্নোক্তভাবে মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এছাড়া মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় মূল্যায়ন কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে সার্বিক মূল্যায়ন কার্যক্রম তদারকি করেছেন।

| নং | মূল্যায়ন কমিটির কর্মকর্তাগণের পদবী | কমিটিতে অবস্থান |
|---|---|---|
| ১ | যুগ্মপ্রধান, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় | আহবায়ক |
| ২ | উপপ্রধান, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ৩ | জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ), বাস্তবায়ন শাখা, মৎস্য অধিদপ্তর | সদস্য |
| ৪ | পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের বন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উইং এর প্রতিনিধি | সদস্য |
| ৫ | প্রতিনিধি, আইএমইডি | সদস্য |
| ৬ | স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রতিনিধি | সদস্য |
| ৭ | প্রকল্প পরিচালক, জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প | সদস্য |
| ৮ | সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় | সদস্য সচিব |

**মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ**

১) নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্ত করার জন্য প্রকল্প দপ্তর হতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পুন:খনন কাজের গুণগতমান বজায় রাখতে সংশ্লিষ্ট সকলকে আরোও সচেষ্ট হতে হবে।

২) প্রকল্প মেয়াদ শেষে সংস্কারকৃত জলাশয়ে মাছচাষ কার্যক্রম যাতে অব্যাহত থাকে সে লক্ষ্যে প্রকল্পের এক্সিট প্ল্যান প্রণয়নপূর্বক কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হবে।

৩) মাঠ পর্যায়ে মাটি কাটা শ্রমিক সংকটসহ বর্তমান বাস্তবতায় পুন:খনন কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করতে প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালা সংশোধনপূর্বক ডিপিপিতে এ্যাস্কেভেটর দিয়ে খনন কাজ বাস্তবায়নের বিধান রেখে প্রয়োজনে ডিপিপি সংশোধন করতে হবে।

### ৩.৭.৬ আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা

জনাব আফরোজা আক্তার চৌধুরী, উপপরিচালক (উপসচিব), সেক্টর-৬, আইএমইডি বিগত ০২/০৯/২০১৯ তারিখে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলায় প্রকল্পের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। উক্ত পরিদর্শনের সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশসমূহ নিম্নে প্রদান করা হয়েছে:

**পর্যবেক্ষণ**

১) আরডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা ও কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী পুকুর দিঘি পুন:খনন, বিল/মরানদী পুন:খনন, বৃক্ষরোপণ, পানি সেচ, প্রদর্শনী মৎস্য খামার স্থাপন, পাইপ কালভার্ট নির্মাণ, ২টি পিক-আপ ক্রয় কার্যক্রমগুলো পিছিয়ে রয়েছে। অর্থবছরের শুরু থেকে সঠিক কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম করা না হলে জুন-এর মধ্যে সকল কাজ সম্পন্ন করা অসম্ভব হবে।

২) খুলনা বিভাগের প্রায় সকল উপজেলায় এ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন। উক্ত এলাকায় মৎস্য অধিদপ্তরের একই প্রকৃতির আরও ২টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ৩টি প্রকল্পের জন্য আলাদাভাবে ইউনিয়ন

ভাগ করে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা মৎস্য কর্মকর্তার জোর নজরদারি রাখা প্রয়োজন।

**সুপারিশ**

১) দ্বৈততা পরিহারের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের খুলনা বিভাগে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলোর কার্যক্রম এলাকা ভিত্তিক আলাদাভাবে করা সমীচীন হবে।

২) আরডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা ও কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী জুন ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের সকল কার্যক্রম সম্পন্নের লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৩) জুন ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের সকল কাজ সম্পন্ন করে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে।

**সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থাঃ**

উক্ত সুপারিশসমূহের আলোকে সমধর্মী অন্যান্য প্রকল্পের সাথে দ্বৈততা পরিহারের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের খুলনা বিভাগে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলোর কার্যক্রম এলাকা ভিত্তিক আলাদাভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং এ প্রকল্পের সাথে সমধর্মী অন্য কোন প্রকল্পের কাজের দ্বৈততা নেই বলে প্রকল্প পরিচালক মতামত ব্যক্ত করেছেন। আরডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা ও কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী জুন ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের সকল কার্যক্রম সম্পন্নের লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন এবং এ সময়ের মধ্যে প্রকল্পের সকল কাজ সম্পন্ন করে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) নির্ধারিত সময়ে আইএমইডিতে প্রেরণ করবেন বলে প্রকল্প পরিচালক মতামত প্রকাশ করেছেন।

### ৩.৭.৭ প্রকল্প ব্যবস্থাপনার (PMIS) তথ্য আদান প্রদান

প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনা করে জানা যায় যে, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনার তথ্য নিয়মিতভাবে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরে প্রেরণ করা হচ্ছে।

### ৩.৭.৮ নিরীক্ষা আপত্তি পর্যালোচনা

সরকারি নিরীক্ষা কমিটি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন সময়ে বিভিন্ন ক্রয় প্রক্রিয়ার উপর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নিরীক্ষা আপত্তি প্রদান করেছে। নিম্নের সারণি ৩.১০ তে বছরওয়ারী নিরীক্ষা আপত্তি ও নিষ্পত্তির অবস্থা প্রদান করা হলো।

**সারণি-৩.১০ বছরওয়ারী নিরীক্ষা আপত্তি ও নিষ্পত্তির অবস্থা**

| নং | অর্থবছর | অনুচ্ছেদ ও সম্পত্তির বর্ণনা | নিষ্পত্তির অবস্থা |
|---|---|---|---|
| ১ | ২০১৫-১৭ | অনুচ্ছেদ-১: ভ্যাট বাবদ ৬১,৯৩৭.০০ টাকা কম কর্তন করা | নিষ্পত্তি হয়েছে |
| ২ | ২০১৫-১৭ | অনুচ্ছেদ-২: ডিপিপিতে আর্থিক সংস্থান না থাকার বিপরীতে বরাদ্দ অপেক্ষা অতিরিক্ত ৩,০৪,৯০০.০০ টাকা ব্যয় | নিষ্পত্তি হয়েছে |
| ৩ | ২০১৫-১৭ | অনুচ্ছেদ-৩: নবগংগা মরা নদীর পুনঃখনন কাজের Pre-Work ও Post Work ব্যতীত ১২,০০৩৯.৫৬.০০ টাকা পরিশোধ | নিষ্পত্তি হয়েছে |
| ৪ | ২০১৫-১৭ | অনুচ্ছেদ-৪: মোটরসাইকেল ক্রয় বাবদ ১৫০,০০০.০০ আর্থিক ক্ষতি | নিষ্পত্তি হয়েছে |
| ৫ | ২০১৭-১৮ | অনুচ্ছেদ-১৭৭: পুকুর পুনঃখননের নামে সরকারের ১৭,৩১,০০০.০০ টাকা অনিয়মিত ব্যয়। | ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে |
| ৬ | ২০১৭-১৮ | অনুচ্ছেদ-১৭০: প্রয়োজন ব্যতীত গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার পিয়ারা পুকুর খননের বিল ভাউচার এর সাথে কোন প্রমাণক না পাওয়ায় ব্যয়িত ১০,৩৭,০০০.০০ টাকার হিসাব না মেলা। | জবাব প্রেরণ করা হয়েছে |
| ৭ | ২০১৭-১৮ | অনুচ্ছেদ-১৬৮: নওগাঁ জেলার সাপাহার উপজেলার পতিহার দিঘী পুনঃখননের | জবাব প্রেরণ করা |

| নং | অর্থবছর | অনুচ্ছেদ ও সম্পত্তির বর্ণনা | নিষ্পত্তির অবস্থা |
|---|---|---|---|
| | | নামে সরকারের মোট ১৯,০৯,২২৯.০০ টাকা অনিয়মিত ব্যয় | হয়েছে |
| ৮ | ২০১৭-১৮ | অনুচ্ছেদ-১৬০: নির্ধারিত দর অপেক্ষা অতিরিক্ত দরে বিল পরিশোধ করায় সরকারের মোট ৪৫,১১,০৭৪.০০ আর্থিক ক্ষতি। | জবাব প্রেরণ করা হয়েছে |
| ৯ | ২০১৭-১৮ | অনুচ্ছেদ-১৮৩: পানি উন্নয়ন বোর্ডের পুনঃখননকৃত বরোপিটে পাইপ কালভার্ট তৈরীর নামে ৯,৯৯,৮৪৮.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি। | জবাব প্রেরণ করা হয়েছে |
| ১০ | ২০১৮-১৯ | অনুচ্ছেদ-১৩৬: গণপূর্ত অধিদপ্তরের সিডিউল রেট-এর অতিরিক্ত মূল্যে মাটি কাটার বিল পরিশোধে আর্থিক ক্ষতি ২৭,৪০,১০৭.০০ টাকা অনিয়মিত ব্যয়। | জবাব প্রেরণ করা হয়েছে |
| ১১ | ২০১৮-১৯ | অনুচ্ছেদ-১৩৭: পুকুর/জলাশয় পুন:খনন কাজের বিল পরিশোধে অনিয়মিতভাবে ৩৬,১০,০৮১.০০ টাকা ব্যয়। | জবাব প্রেরণ করা হয়েছে |
| ১২ | ২০১৮-১৯ | অনুচ্ছেদ-১৩৮: বিল ভাউচারসহ প্রতিষ্ঠানের ক্যাশবহি ও ব্যয় বিবরণীতে রেকর্ড ১৯,৮৮,২৩৫.০০ টাকা হদিস পাওয়া যায়নি। | জবাব প্রেরণ করা হয়েছে |
| ১৩ | ২০১৮-১৯ | অনুচ্ছেদ-১৩৯: মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর বাবদ ৪,৯৮,৬০০.০০ টাকা পরিশোধ করা হলেও মজুদ বহিতে গ্রহণ না থাকায় অনিয়মিত ব্যয়। | জবাব প্রেরণ করা হয়েছে |
| ১৪ | ২০১৮-১৯ | অনুচ্ছেদ-১৪০: ইউনিয়ন পরিষদ ইত্যাদি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের পুকুর খনন বাবদ ১০,৬৫,০০০.০০ টাকা অনিয়মিত ব্যয়। | জবাব প্রেরণ করা হয়েছে |
| ১৫ | ২০১৮-১৯ | অনুচ্ছেদ-২০৪: টাকা ১৬৬,১৮০.০০ ভ্যাট কর্তন না করা। | জবাব প্রেরণ করা হয়েছে |
| ১৬ | ২০১৮-১৯ | অনুচ্ছেদ-২০৫: টাকা ১০৭,৭২০.০০ আয়কর কর্তন না করা। | জবাব প্রেরণ করা হয়েছে |

প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালীন ২০১৫-১৬ হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত নিরীক্ষা অধিদপ্তর বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে মোট ১৬টি নিরীক্ষা আপত্তি প্রদান করেছে। উক্ত নিরীক্ষা আপত্তিসমূহের মধ্যে ক্রমিক নং ১ হতে ৪ পর্যন্ত ইতোমধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে। অমিমাংসিত আপত্তিসমূহের মধ্যে অধিকাংশ ইউনিয়ন পরিষদ, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার পুকুর, দিঘি, পানি উন্নয়ন বোর্ডের খাল খনন ও অন্যান্য জলাশয় খননের জন্য অনিয়মিত ব্যয় উল্লেখ করে নিরীক্ষা আপত্তি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ভ্যাট কর্তন, মাল্টিমিডিয়া ক্রয়ের মজুদ বা গ্রহণকারীর স্বাক্ষর না থাকা এবং একটি আপত্তি ক্যাশ বই ও ব্যয় বিবরণীর রেকর্ড বুঝে না পাওয়া ইত্যাদি। প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত নিরীক্ষা আপত্তির জবাবসমূহ পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, তিনি প্রয়োজনীয় যুক্তি, ব্যাখ্যা এবং প্রমাণকসহ ব্রডশিট আকারে সকল আপত্তির জবাব প্রেরণ করেছেন। এ পর্যায়ে নিরীক্ষা আপত্তিসমূহ প্রকল্পের নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যেই নিষ্পত্তি করার জন্য প্রকল্প পরিচালক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

## ৩.৮ মাঠ পর্যায়ে পরিচালিত সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য ও ফলাফল বিশ্লেষণ

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের অগ্রগতি, ফলাফল এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা করার জন্য মাঠ পর্যায়ে ১) সুফলভোগীদের খানা জরিপ, ২) ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGD), ৩) দুই ধরনের কি ইনফরম্যান্ট ইন্টারভিউ (KII) বা মুখ্য তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার (জেলা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের) এবং ৪) সরেজমিন পরিদর্শন (পাইপ কালভার্ট নির্মাণ, প্রদর্শনী পুকুর এবং বৃক্ষরোপণ) করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে পরিচালিত সমীক্ষার ফলাফল নিম্নে আলোচনা করা হয়েছে।

### ৩.৮.১ সুফলভোগীদের খানা জরিপের ফলাফল

সমীক্ষা প্রতিবেদনের ২য় অধ্যায়ে উল্লিখিত (সারণি নং ২.৩ এবং ২.৪) জেলা ও উপজেলার বিন্যাস অনুযায়ী নির্ধারিত মোট ৬৪০ জনের মধ্যে খানা জরিপ কাজ পরিচালনা করা হয়েছে। খানা জরিপের তথ্যাদি নির্ধারিত প্রশ্নমালা সংযুক্তি-১ অনুসরণে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ২য় অধ্যায়ে উল্লিখিত কম্পিউটার প্যাকেজ, ব্যবহার করে টেবিল ও গ্রাফ প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নে প্রদান করা হয়েছে।

**১) সুফলভোগীদের পারিবারিক তথ্যাদি**

উত্তরদাতাদের লিঙ্গাভিত্তিক বন্টন, বয়স ও বৈবাহিক অবস্থাঃ সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উপকারভোগীদের ৮২.২% পুরুষ ও ১৭.৮% মহিলা ছিলেন। তাদের গড় বয়স ৪২.৭ বছর (সারণি ৩.১১, ৩.১২, ৩.১৩)।

**সারণি ৩.১১: উপকারভোগীদের লিঙ্গ ভিত্তিক বন্টন**

| পুরুষ/মহিলা | সংখ্যা | শতকরা % |
|---|---|---|
| পুরুষ | ৫২৭ | ৮২.২ |
| মহিলা | ১১৩ | ১৭.৮ |
| **মোট** | **৬৪০** | **১০০.০** |

**সারণি ৩.১২: উত্তরদাতাদের বয়সের শ্রেণিবিন্যাস**

| বয়স | সংখ্যা | শতকরা % |
|---|---|---|
| ২৯ বা তার কম | ৭৮ | ১২.২ |
| ৩০-৪৯ বছর | ৩৭২ | ৫৮.১ |
| ৫০ বছর বা তদুর্ধ | ১৯০ | ২৯.৭ |
| **মোট** | ৬৪০ | ১০০.০ |
| **গড় বয়স** | **৪২.৭** | |

**সারণি ৩.১৩ উত্তরদাতাদের বৈবাহিক অবস্থা**

| **বৈবাহিক অবস্থা** | সংখ্যা | শতকরা % |
|---|---|---|
| অবিবাহিত | ৩৪ | ৫.৩ |
| বিবাহিত | ৫৮৩ | ৯১.১ |
| বিধবা/বিপত্নিক | ২০ | ৩.১ |
| তালাকপ্রাপ্ত | ৩ | ০.৫ |
| **মোট** | ৬৪০ | ১০০.০ |

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৬৪০ জন উত্তরদাতাদের মধ্যে বিবাহিত ছিলেন ৯১.১%, অবিবাহিত ৫.৩% এবং তালাক প্রাপ্ত ছিলেন ০.৫%।

**২) জলাশয়ের ধরন অনুযায়ী সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ও শতকরা হারঃ** জলাশয়ের ধরন অনুযায়ী উত্তরদাতাদের সংখ্যা ও শতকরা হার নিম্নের সারণি ৩.১৪ এ প্রদান করা হয়েছে।

**সারণি ৩.১৪: জলাশয়ের ধরন অনুযায়ী সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ও শতকরা হার**

| জলাশয়ের নাম | সংখ্যা | শতকরা % |
|---|---|---|
| পুকুর, দিঘি | ১৯১ | ২৯.৮ |
| মরানদী | ৯৫ | ১৪.৮ |
| খাল/বিল | ২৮৪ | ৪৪.৫ |
| বরোপিট খাল | ৭০ | ১০.৯ |
| **মোট** | **৬৪০** | **১০০.০** |

উপরের সারণি ৩.১২ হতে দেখা যাচ্ছে যে, সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পুকুর, দিঘিতে মাছচাষি ছিল ২৯.৮%, মরানদী খাল/বিল ও বরোপিটে মাছচাষি ছিল যথাক্রমে ১৪.৮%, ৪৪.৫% এবং ১০.৯%। এ পর্যায়ে সকল ধরনের মাছ চাষিগণ খানা জরিপে অংশগ্রহণ করেছেন এবং তাদের মতামত/মন্তব্য এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

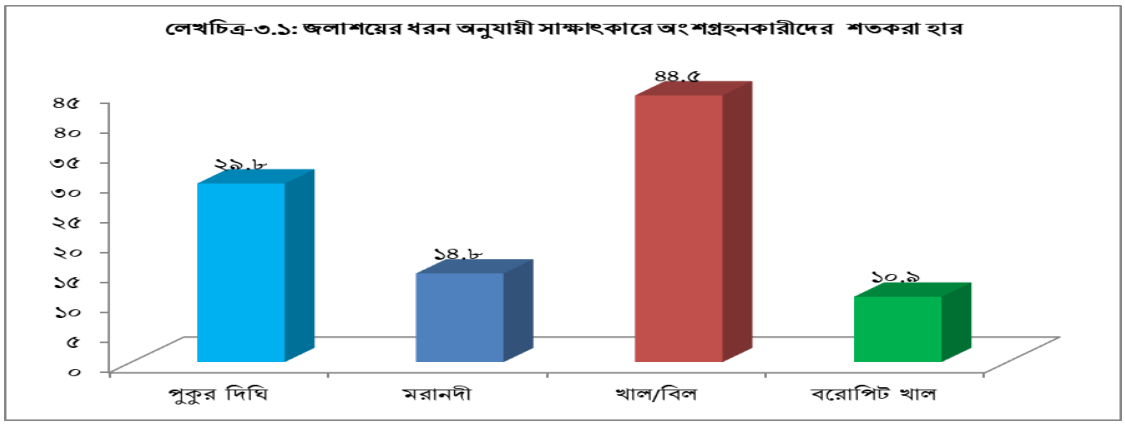


**৩) উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ** প্রকল্প এলাকার উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ২৬%, ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রায় ২১%, এসএসসি বা তার উর্ধ্বে প্রায় ১০%, এইচএসসি/সমমান পাশ ৫%, স্নাতক বা তার উপরে ৪%, শুধু স্বাক্ষর করতে পারে এমন উত্তরদাতার সংখ্যা প্রায় ২০% এবং অন্যান্য ছিল ৪.০% (সারণি ৩.১৫)। বয়স বিবেচনায় সর্বোচ্চ সংখ্যক (৪৬.৯%) যথাক্রমে ৫ম শ্রেণি হতে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন।

**সারণি -৩.১৫: উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার শতকরা বন্টন**

| শিক্ষাগত যোগ্যতা | সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| শুধু স্বাক্ষর করতে পারে | ১২৬ | ১৯.৭ |
| ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত | ১৬৭ | ২৬.১ |
| ৬ষ্ঠ হতে ৮ম শ্রেণি | ১৩৩ | ২০.৮ |
| দশম শ্রেণির নিচে | ৬৪ | ১০.০ |
| এসএসসি/দাখিল/সমমান পাশ | ৬২ | ৯.৭ |
| এইচএসসি/সমমান পাশ | ৩৪ | ৫.৩ |
| স্নাতক বা তার উপরে | ২৮ | ৪.৪ |
| অন্যান্য | ২৬ | ৪.০ |
| **মোট** | **৬৪০** | **১০০.০** |

**৪) উত্তরদাতাদের পেশাঃ** খানা প্রধানগণ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। তবে মাছচাষ তাদের প্রধান পেশা (৩৯.৪%)। ২য় প্রধান পেশা, খানা প্রধান কৃষক (২৫%), মৎস্যজীবী ১৫%, মাছ বিক্রেতা প্রায় ৫%, চাকুরী ১%, এবং অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত আছেন প্রায় ৬% খানা প্রধান (সারণি-৩.১৬)।

**সারণি -৩.১৬: উত্তরদাতাদের পেশা**

| পেশার নাম | সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| মাছ চাষ | ২৫২ | ৩৯.৪ |
| মৎস্যজীবী | ৯৬ | ১৫.০ |
| মাছ বিক্রেতা | ৩০ | ৪.৭ |
| আড়ৎদার | ৩ | ০.৫ |
| কৃষক | ১৬০ | ২৫.০ |
| চাকুরি | ৭ | ১.১ |
| রিক্সা/ভ্যান চালক | ৬ | ০.৯ |
| ব্যবসায়ী, সবজি/ফল বিক্রেতা | ৩৯ | ৬.১ |
| ছোট দোকানদার | ৫ | ০.৮ |
| অন্যান্য | ৪১ | ৬.৪ |
| **মোট** | **৬৪০** | **১০০.০** |

**৫) সুফলভোগী পরিবারের সদস্য সংখ্যাঃ** সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা গড়ে ৫.৪ জন। এর মধ্যে ৪-৫ জন সদস্য সংখ্যা ৫৫.২% পরিবারের, ৬ জন বা তদুর্ধ্বে ৩৬.১% পরিবারের, এবং ১-৩ জন ৮.৮% পরিবারের (সারণি-৩.১৭)। উত্তরদাতাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা জাতীয় গড় সদস্য সংখ্যা ৪.০৬ জন অপেক্ষা ১.৩৪ জন বেশী। অনুরূপভাবে ৬ বা তদুর্ধ্ব সদস্য সংখ্যার হারও অনেক বেশী ৩৬.১% (সারণি-৩.১৮)।

**সারণি ৩.১৭: সুফলভোগী পরিবারের সদস্য সংখ্যা**

| সদস্য সংখ্যা | সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| ১-৩ জন | ৫৬ | ৮.৮ |
| ৪-৫ জন | ৩৫৩ | ৫৫.২ |
| ৬ বা তার উপরে | ২৩১ | ৩৬.১ |
| **মোট** | ৬৪০ | ১০০.০ |
| **গড় সদস্য সংখ্যা** | **৫.৪** | |

**৬) উত্তরদাতাদের স্কুলগামী ছেলে-মেয়েদের সংখ্যাঃ** উত্তরদাতাদের স্কুলগামী ছেলে-মেয়েদের সংখ্যা নিম্নের সারণি ৩.১৮ এ প্রদান করা হলো:

**সারণি ৩.১৮: স্কুলে যায় এমন ছেলে-মেয়ের সংখ্যা**

| ছেলে-মেয়ের সংখ্যা | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| ০ | ১০৯ | ১৭.০ |
| ১ | ১৯২ | ৩০.০ |
| ২ | ২৪৯ | ৩৮.৯ |
| ৩ | ৬৩ | ৯.৮ |
| ৪ এবং তদুর্ধ্ব | ২৭ | ৪.২ |
| **মোট** | ৬৪০ | ১০০.০ |
| **গড় সদস্য সংখ্যা** | **১.৫৭** | |

উপরের সারণি (৩.১৮) হতে দেখা যাচ্ছে যে, ৩০% এবং ৩৮.৯% পরিবারের যথাক্রমে ১ জন ও ২ জন ছেলে স্কুলে গমন করছে। অপরদিকে ৯.৮% এবং ৪.২% পরিবারের ৩ জন এবং ৪ জন ছেলেমেয়ে স্কুলে যাচ্ছে।

**৭) উত্তরদাতাদের বর্তমান ও প্রকল্প বাস্তবায়ন পূর্ব গড় আয়ঃ** উত্তরদাতাদের বর্তমান ও প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্ববর্তী বাৎসরিক আয় নিম্নের সারণি-৩.১৯ এ প্রদান করা হয়েছে।

**সারণি -৩.১৯ উত্তরদাতাদের বর্তমান ও প্রকল্প পূর্ব গড় আয়**

| বাৎসরিক আয় টাকা | বর্তমান বাৎসরিক আয় | | প্রকল্প পূর্ব বাৎসরিক | | পরিবর্তন % |
|---|---|---|---|---|---|
| | সংখ্যা | শতকরা হার | সংখ্যা | শতকরা হার | |
| ১০০০০০ টাকা পর্যন্ত | ২২৬ | ৩৫.৩ | ২৯৮ | ৪৬.৬ | -১১.৩% |
| ১০০০০১-২০০০০০ | ৩১৪ | ৪৯.১ | ২৮৯ | ৪৫.২ | +৩.৯% |
| ২০০০০১-৩০০০০০ | ৫৯ | ৯.২ | ৩৩ | ৫.২ | +৪.০% |
| ৩০০০০১-৪০০০০০ | ১১ | ১.৭ | ৭ | ১.১ | +০.৬% |
| ৪০০০০১-৫০০০০০ | ৬ | ০.৯ | ১ | ০.২ | +০.৭% |
| ৫০০০০০ টাকার বেশী | ২৪ | ৩.৮ | ১২ | ১.৯ | +১.৯% |
| মোট | ৬৪০ | ১০০.০ | ৬৪০ | ১০০.০ | ১০০.০ |
| গড় আয় | ১৭০,৭৮৯.০ | | ১৩৬,০৩৩.০ | | ২৫.৫৫ |
| বাৎসরিক আয় বৃদ্ধি | ৩৪,৭৫৬.০ | | | | |

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পূর্বে সুফভোগীদের বাৎসরিক পারিবারিক আয় ছিল গড়ে ১,৩৬,০৩৩.০০ টাকা। প্রকল্পটির সাথে যুক্ত হয়ে তাদের পারিবারিক গড় আয় ১,৭০,৭৮৯.০০ টাকায় উন্নীত হয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের পারিবারিক গড় আয় ৩৪,৭৫৬.০০ বা ২৫.৫০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। সুফলভোগীদের বাৎসরিক গড় আয় বৃদ্ধি পেলেও জাতীয় পারিবারিক গড় আয় ২,৪৪,৪০৬.০০ অপেক্ষা ৭৩,৬১৭.০০ টাকা বা ৩২.১২% কম। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পূর্বে ১.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বাৎসরিক আয় ছিল ৪৬.৬% পরিবারের। বর্তমানে এ শ্রেণির আয় বৃদ্ধি পেয়ে পরবর্তী ধাপ ১.০০ লক্ষ টাকা বা তদুর্ধ্বে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে ৪৯.১% পরিবারের বাৎসরিক আয় ২.০ লক্ষ টাকা, ৯.২% পরিবারের বাৎসরিক আয় ৩ লক্ষ টাকা। পূর্বে এ হার ছিল যথাক্রমে ৪৫.২% ও ৫.২%,পরিবারের। ৩.০০ টাকা লক্ষ হতে ৫.০০ লক্ষ টাকা বাৎসরিক আয়ের পরিবারের সংখ্যা যথাক্রমে ০.৬%,০.৭%, এবং ১.৯% বৃদ্ধি পেয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে মতামত ব্যক্ত করা যায় যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সকল শ্রেণির উত্তরদাতাদের পারিবারিক আয় বৃদ্ধি পেয়েছে (চিত্র ৩.২)।

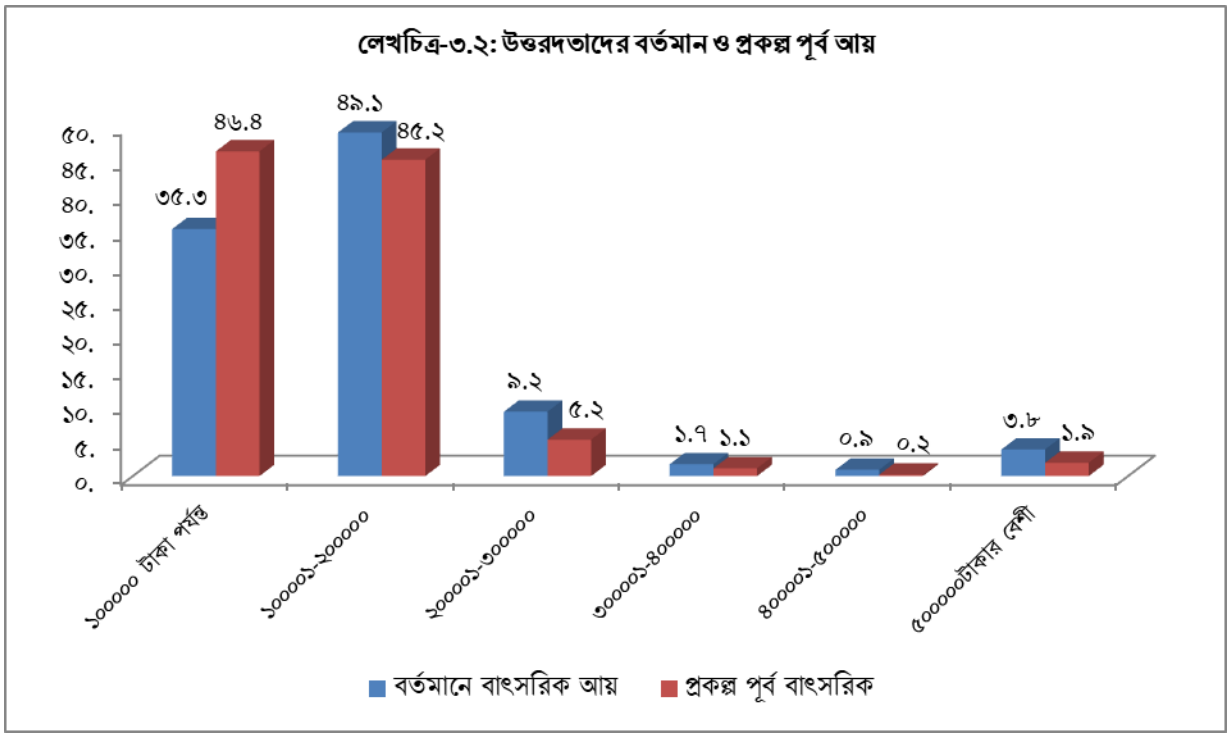


**৮) সুফলভোগীদের প্রকল্পের সাথে যুক্ত হওয়ার সময়ঃ** সুফলভোগী মাছ চাষিদের প্রকল্পের সাথে যুক্ত হওয়ার সময় নিম্নের সারণি-৩.২০ তে প্রদান করা হয়েছে।

**সারণি ৩.২০: জলাশয়ে মাছ চাষে যুক্ত হওয়ার তথ্য**

| মাস | **সংখ্যা** | **শতকরাহার** |
|---|---|---|
| ১-১২ মাস | ৩২৯ | ৫১.৪ |
| ১৩-২৪ মাস | ১২৯ | ২০.২ |
| ২৪ মাসের বেশী | ১৮২ | ২৮.৪ |
| **মোট** | ৬৪০ | ১০০.০ |
| **গড় মাস** | **২১.৯** | |

উপরের সারণি হতে দেখা যায় যে, অধিকাংশ (৫১.৪%) সুফলভোগী প্রকল্পের সাথে যুক্ত হয়েছে মাত্র ১ বছর পূর্বে। অপরদিকে ২৮.৪% প্রকল্পের সাথে যুক্ত হয়েছেন ২ বছর বা তদপূর্বে এবং অবশিষ্ট ২০.২% যুক্ত হয়েছেন এক হতে দুই বছর সময়ের মধ্যে।

**৯) জলাশয় পুন: খননের পূর্বে মাছ চাষ বিষয়ক মতামতঃ** এ বিষয়ে অধিকাংশ (৫৫.৯%) মতামত প্রদান করেছেন যে, জলাশয়সমূহ পুন:খননের পূর্বে মাছ চাষ করা হতো। তবে ভরাট হওয়ার কারণে বড় অংশ সময় পতিত থাকতো। অপরদিকে ৪৪.১% জানিয়েছেন জলাশয়সমূহ পুন:খননের পূর্বে মাছ চাষ করা হতো না। অর্থাৎ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ৪৪.১% পতিত জলাশয় মাছ চাষের আওতায় নতুনভাবে আনা সম্ভব হয়েছে (সারণি ৩.২১)।

**সারণি-৩.২১: জলাশয় খনন পূর্ব ও খনন পরবর্তী সময়ে মাছ চাষ বিষয়ে মতামত**

| উত্তর | সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| হ্যাঁ | ৩৫৮ | ৫৫.৯ |
| না | ২৮২ | ৪৪.১ |
| **মোট** | ৬৪০ | ১০০.০ |

**১০) মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনার দায়-দায়িত্বঃ** অধিকাংশ উত্তরদাতা (৯৪.৫%) মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, মাছ চাষের দায়দায়িত্ব গঠিত কমিটির সভাপতি/সদস্য সচিবের। একক দায়িত্বে মাছ চাষ হচ্ছে ২.৩% জলাশয়ে এবং মসজিদ/মন্দির কমিটির দায়িত্বে মাছ চাষ হচ্ছে যথাক্রমে ১.৪% এবং ১.৭% জলাশয়ে (সারণি ৩.২২)। মাছ চাষের জন্য গঠিত সমিতির সদস্য সংখ্যা গড়ে ২১.৭ জন।

**সারণি-৩.২২: মাছ চাষ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব**

| মাস | সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| একক | ১৫ | ২.৩ |
| কমিটির সদস্য সচিব/সভাপতি | ৬০৫ | ৯৪.৫ |
| মসজিদ/মন্দির কমিটির | ৯ | ১.৪ |
| অন্যান্য | ১১ | ১.৭ |
| **মোট** | ৬৪০ | ১০০.০ |
| **সমিতির গড় সদস্য সংখ্যা** | **২১.৭** | |

**১১) জলাশয়সমূহ নির্ধারিত গভীরতা ও সঠিকভাবে খননঃ** প্রায় ৯৫.৯% সুফলভোগী জলাশয়সমূহ সঠিকভাবে খনন করা হয়েছে বলে মতামত প্রদান করেছেন (সারণি-৩.২৩)। জলাশয়সমূহ খননের গড় গভীরতা ৫.৭ ফুট বা ১.৭৮ মিটার। ২য় সংশোধিত ডিপিপিতে পুকুর, দিঘি, পুন:খননের গড় গভীরতা ১.৪০ মিটার (Pre-work depth) এর সাথে আরও এক মিটার গভীরতায় খনন কাজ নির্ধারণ করা হয়েছে। উপরের তথ্য হতে দেখা যাচ্ছে যে, জলাশয়সমূহ ডিপিপিতে নির্ধারিত গভীরতায় পুন:খনন করা হয়েছে।

**সারণি-৩.২৩ এ জলাশয়সমূহ সঠিকভাবে খনন সম্পর্কিত মতামত**

| উত্তর | সংখ্যা | শতকরাহার |
|---|---|---|
| ভাল | ৬১৪ | ৯৫.৯ |
| চলনসই | ২৫ | ৩.৯ |
| **মোট** | ৬৪০ | ৯৯.৮ |
| জলাশয় খননের গড় গভীরতা | **৫.৭ ফুট** | |

**১২) জলাশয়ে মাছ চাষের ধরণঃ** এ বিষয়ে সুফলভোগীগণ পুকুরসমূহে মিশ্র প্রজাতির মাছ চাষ করছেন। এর মধ্যে উচ্চ বাজার মূল্যের মাছ যেমন- শিং, মাগুর, শোল, বোয়াল, চিতল মাছ ইত্যাদি। তবে রুই জাতীয়

মাছের (রুই, কাতলা, মৃগেল) প্রাধান্য দেখা গিয়েছে। মাছ চাষিগণ উন্নত সনাতন পদ্ধতি অবলম্বনে মাছ চাষ করছেন (সারণি ৩.২৪)।

**সারণি-৩.২৪: পুকুর/জলাশয়ে মাছ চাষের প্রজাতি**

| মাছের নাম | সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| রুই | ৩৯৩ | ৮৪.৭ |
| কাতলা | ৩৮৩ | ৮২.৫ |
| মৃগেল | ৩৭৪ | ৮০.৬ |
| সিলভার কার্প | ৩৫৮ | ৭৭.২ |
| পাংগাস | ১২১ | ২৬.১ |
| গ্রাসকার্প | ৩০৩ | ৬৫.৩ |
| থাই/রাজপুটি | ১৯২ | ৪১.৪ |
| কই | ১৩০ | ২৮.০ |
| শিং | ১১০ | ২৩.৭ |
| মাগুর | ৮৬ | ১৮.৫ |
| শোল | ১১২ | ২৪.১ |
| বোয়াল | ৮০ | ১৭.২ |
| গুলশা | ৬৭ | ১৪.৪ |
| টেংরা | ৯৯ | ২১.৩ |
| পাবদা | ৮৩ | ১৭.৯ |
| চিতল | ৫ | ১.০৭ |
| একাধিক উত্তর (সংখ্যা=৪৬৪ ) | | |

**১৩) জলাশয় পুন:খননের ফলে সুফলভোগী জনগণের কর্মসংস্থানঃ** জলাশয়সমূহ পুন:খনন করার ফলে ৮০.৬% গ্রামীণ দরিদ্র মৎস্য চাষিদের, ৭০.৮% মৎস্যজীবীদের, ৩৫.৩% বেকার যুবকদের, ৪১.৪% দু:স্থ মহিলাদের এবং ৩.৪% অন্যান্য শ্রেণির লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে (সারণি-৩.২৫ এবং চিত্র ৩.৩)।

**সারণি-৩.২৫: জলাশয় সংস্কার করার ফলে সমাজের কোন শ্রেণির মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে**

| | সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| গ্রামীণ দরিদ্র্য মৎস্যচাষিদের | ৪৫০ | ৮০.৬ |
| মৎস্যজীবীদের | ৩৯৫ | ৭০.৮ |
| বেকার যুবকদের | ১৯৭ | ৩৫.৩ |
| দুস্থ মহিলাদের | ২৩১ | ৪১.৪ |
| অন্যান্য | ১৯ | ৩.৪ |
| একাধিক উত্তর (সংখ্যা= ৫৫৮) | | |

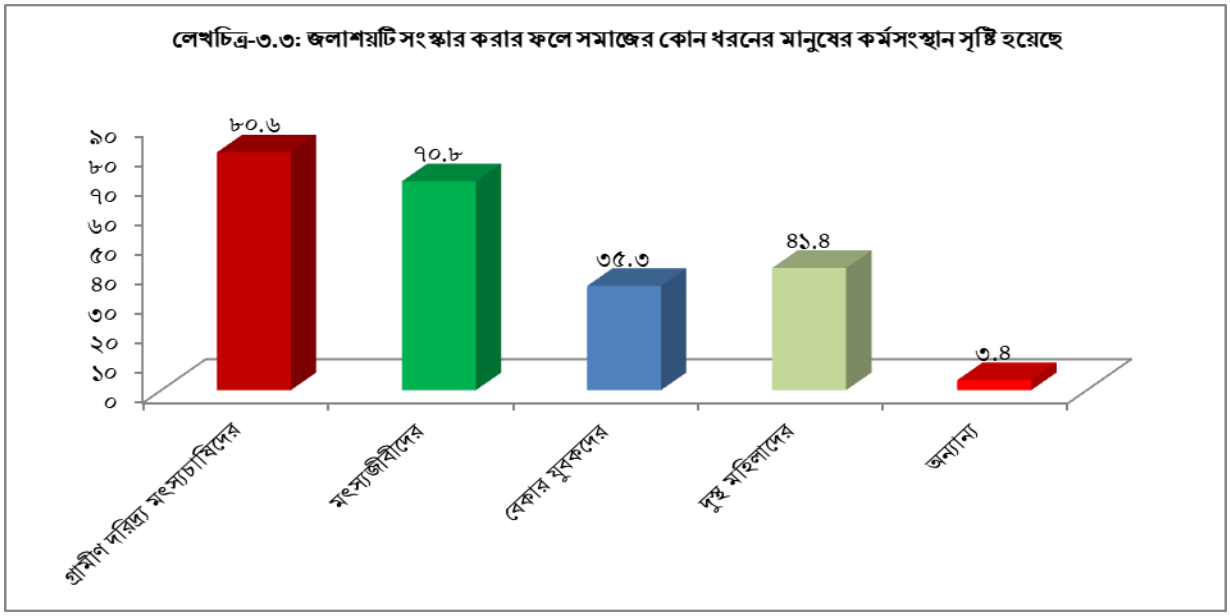

**লেখচিত্র-৩.৩: জলাশয়টি সংস্কার করার ফলে সমাজের কোন ধরনের মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে**




**১৪) বর্তমান এবং প্রকল্প পূর্ব মাছের উৎপাদনঃ** জলাশয় পুন:খননপূর্বক মাছ চাষ করার ফলে শতাংশ প্রতি বার্ষিক মাছের উৎপাদন প্রায় ১৮.৫ কেজি বা ৪.৬০ মে: টন/হেক্টর। পূর্বে শতাংশ প্রতি মাছের উৎপাদন ছিল ১২ কেজি অর্থাৎ প্রতি হেক্টরে ২.৯৬ মে: টন। এক্ষেত্রে মাছের গড় উৎপাদন ৫৪.২% বৃদ্ধি পেয়েছে (সারণি-৩.২৬)।

**সারণি-৩.২৬: বর্তমানে ও প্রকল্প পূর্ব পুকুর /জলাশয়ে শতাংশ প্রতি মাছের বার্ষিক গড় উৎপাদন**

| গড় | বর্তমানে (কেজি)/শতাংশ | প্রকল্প পূর্ব (কেজি)/শতাংশ | হ্রাস/বৃদ্ধি |
|---|---|---|---|
| গড় উৎপাদন | ১৮.৫ | ১২.০ | ৫৪.২% |

**১৫) প্রশিক্ষণের মান সম্পর্কিত মতামতঃ** প্রশিক্ষণের মান সম্পর্কে ৭৯.৪% ভালো এবং ১১.৪% মান খুবই ভালো বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। অপরদিকে ৮.৬% এবং ৬.৬% প্রশিক্ষণের মান যথাক্রমে চলনসই এবং মোটামুটি বলে মতামত প্রকাশ করেছেন। শুধুমাত্র একজন উত্তরদাতা প্রশিক্ষণের মান খারাপ ছিল বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন (সারণি ৩.২৭)।

সারণি-৩.২৭: প্রশিক্ষণের মান সম্পর্কিত মতামত

| প্রশিক্ষণের মান | সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| চলনসই | ৩২ | ৮.৬ |
| ভাল | ২৭৮ | ৭৯.৪ |
| খুবই ভাল | ৪০ | ১১.৪ |
| মোটামুটি | ২৩ | ৬.৬ |
| খারাপ | ১ | ০.৩ |
| **মোট** | ৩৭৪ | ১০০.০ |

**১৬) প্রকল্প হতে হিসাব সংরক্ষণ/পরিদর্শন ও প্রশিক্ষণ সামগ্রী সরবরাহঃ** প্রশিক্ষণ শেষে ৫৪.২% উত্তরদাতা প্রশিক্ষণ সামগ্রী ও হিসাব সংরক্ষণ খাতা ও নোট বুক পেয়েছেন। অপরদিকে ৪৫.৮% এ বিষয়ে নেতিবাচক মতামত প্রকাশ করেছেন।

**সারণি-৩.২৮ প্রকল্প হতে হিসাব সংরক্ষণ/পরিদর্শনের খাতা/নোটবুক, বুকলেট/ লিফলেট সরবরাহ সম্পর্কিত মতামত**

| মতামত | সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| হ্যাঁ | ৩৪৭ | ৫৪.২ |
| না | ২৯৩ | ৪৫.৮ |
| **মোট** | **৬৪০** | **১০০.০** |

**১৭) খাদ্য হিসেবে মাছ গ্রহণের পরিমাণঃ** প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পূর্বে সুফলভোগীগণ গড়ে সপ্তাহে ১.৯৯ কেজি মাছ খেতেন। বর্তমানে এর পরিমাণ ৩.৪৭ কেজি/সপ্তাহ এবং পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধির পরিমাণ ১.৪৮ কেজি বা ৭৪.৩৭%।

**১৮) প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে মাছের পুনরাবির্ভাবঃ** অধিকাংশ উত্তরদাতা (৫৮.৬%) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে জলাশয়ের গভীরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক প্রজাতির মাছ পাওয়া যাচ্ছে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন।

### ৩.৮.২ দলীয় আলোচনা (এফজিডি) হতে প্রাপ্ত তথ্য ও ফলাফল

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি, আমিষের চাহিদা পূরণ, প্রকল্প এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদি গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রকল্প এলাকার ৮টি বিভাগের ৮টি জেলার ৮টি উপজেলায় দলীয় আলোচনা (FGD) অনুষ্ঠান করা হয়েছে। দলীয় আলোচনায় প্রকল্পের সরাসরি উপকারভোগী মৎস্যচাষি, কৃষক, মৎস্য ব্যবসায়ী, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, স্থানীয় পরিষদের সদস্য অংশগ্রহণ করেন। প্রতিটি দলীয় আলোচনায় মোট ৯১ জন উপস্থিত ছিলেন। দলীয় আলোচনা অনুষ্ঠানের স্থান ও উপস্থিত আলোচকদের তথ্য সারণি-৩.২৯ এ প্রদান করা হলো।

**সারণি-৩.২৯: দলীয় আলোচনা অনুষ্ঠানের স্থান এবং আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের তথ্য:**

| নং | আলোচনা অনুষ্ঠানের স্থান | অংশগ্রহণকারীর পেশা | অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ১ | বাগডাংগা পুকুর, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম | মৎস্যচাষি, ব্যবসায়ী-৪, কৃষক-৩, উপজেলা কর্মকর্তা-৪, অন্যান্য-১ | ১২ জন |
| ২ | নলা সরকারি পুকুর পাড়, ধামাইরহাট, নওগাঁ | উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা-১, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য-১ মৎস্য চাষি-২ কৃষক-৩, মৎস্য ব্যবসায়ী-৩, ব্যবসায়ী-২ | ১২ জন |
| ৩ | নলখোলা জলাশয়, ডুমুরিয়া, খুলনা | ইউপি সদস্য-১, মৎস্য চাষি-২, মৎস্য ব্যবসায়ী-১, কৃষক-৩, ব্যবসায়ী-২, চাকুরি-২ | ১২ জন |
| ৪ | পুকুরডুবি বর্ণালী, চান্দিপুর, গ্রাম-কালিপুর, পৌরসভা, সুনামগঞ্জ | মৎস্যচাষি ও ব্যবসায়ী-৬, কৃষক-৩, ব্যবসায়ী-২ | ১১ জন |
| ৫ | হাটকুন্দলা, নেত্রকোণা সদর | মৎস্যচাষি ও ব্যবসা-৪, কৃষক-৪, ব্যবসায়ী-২, চাকুরী-১ | ১১ জন |
| ৬ | কালিকিনি ১নং ওয়ার্ড, মিরপুর, ভোলা সদর, ভোলা | মৎস্যচাষ ও ব্যবসা-৫, চাকুরী-২, ব্যবসায়ী-২, ইউপি সদস্য-১ | ১০ জন |
| ৭ | মেঘা দিঘি, চাটখিল, নোয়াখালী | জন প্রতিনিধি-২, শিক্ষক-১, মৎস্য চাষ/ব্যবসা-২, কৃষি-৫, ব্যবসা-২ | ১২ জন |
| ৮ | টাঙ্গাইল সদর, টাঙ্গাইল | মৎস্যচাষি-৩, মৎস্য ব্যবসায়ী-১, কৃষক-২, ব্যবসায়ী-৩, চাকুরি-২ | ১১ জন |

বিভিন্ন শ্রেণি পেশার লোকজন উপস্থিত থাকায় প্রকল্পের ফলাফল সম্পর্কে স্থানীয় জ্ঞান (Local knowledge) প্রতিফলিত ও জ্ঞান নির্ভর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। দলীয় আলোচনা পূর্ব নির্ধারিত ও অনুমোদিত ১১টি বিষয়ে অনুষ্ঠান করা হয়েছে। আলোচনার বিষয়ভিত্তিক ফলাফল নিম্নে প্রদান করা হলো।

**১) প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আমিষের চাহিদা পূরণ:** প্রায় শতভাগ আলোচক মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে এলাকার মানুষের আমিষের চাহিদা পূরণে বিশেষভাবে অবদান রাখবে। কারণ খননকৃত অধিকাংশ জলাশয় পূর্বে পতিত ছিল। এ সকল জলাশয় খনন করে গ্রুপ ভিত্তিক মাছ চাষ করার ফলে এলাকায় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

**২) প্রকল্পের সাথে যুক্ত হয়ে আর্থিক লাভঃ** প্রায় সকল আলোচক মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, তারা প্রকল্পের সাথে যুক্ত হয়ে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি মাছের ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক লোকের এ সকল ব্যবসা, পরিবহন ইত্যাদি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান হয়েছে এবং প্রায় সকলে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে পূর্বের তুলনায় আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। এলাকার বেকারত্ব অনেকাংশে দূর হয়েছে, পরস্পরের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে, সেচ ব্যবস্থা ও পরিবেশের উন্নয়ন হয়েছে। মাছ চাষিগণ প্রতিবছর ৫-১০ লক্ষ টাকার মাছ উৎপাদন ও আয় সমভাবে বন্টন করে। এলাকার কৃষকগণ পার্শ্ববর্তী কৃষি জমিতে সেচ সুবিধা সৃষ্টি হওয়ায় ও প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে লাভবান হচ্ছেন।

**৩) প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে দেশে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি:** দলীয় আলোচনায় উপস্থিত সকলেই (১০০%) মতামত প্রকাশ করছেন যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে দেশে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে অনেক জলাশয় ভরাট হয়ে আগাছায় পরিপূর্ণ ও পতিত ছিল। এখন এ সকল জলাশয়ে মাছ চাষ হচ্ছে।

**৪) মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ:** এ বিষয়ে দলীয় আলোচকদের নিকট হতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া গিয়েছে। আলোচকগণ জানিয়েছেন, যেসকল জলাশয় পূর্বে পতিত ছিল সে সকল জলাশয়ে মাছের উৎপাদন ৫০% বৃদ্ধি পাবে। যে সকল জলাশয়ে আংশিকভাবে বা সনাতন পদ্ধতিতে মাছ চাষ করা হতো সে সকল জলাশয়ে ২০% হতে ১০০% উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্প চলমান থাকলে এবং উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাদের সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে মাছের উৎপাদন আরো বৃদ্ধি পাবে।

**৫) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে মাছচাষ ছাড়া অন্যান্য কি কি উপকার হবে বা হচ্ছে**

এ বিষয়ে আলোচকগণ স্বতস্ফূর্তভাবে অনেকগুলো বিষয় উল্লেখ করেছেন যা নিম্নরূপ :

- মাছ চাষের এলাকা বৃদ্ধি পেয়েছে;
- মাছের পাইকার, আড়ৎদারদের ব্যবসা ও আয় বৃদ্ধি পেয়েছে;
- মাছ ব্যবসার পাশাপাশি ছোট দোকানদার/ ব্যবসায়ীদের ক্রয় বিক্রয় এবং আয় বৃদ্ধি পেয়েছে;
- অনেক বেকার যুবক/যুবতি ছোট ছোট দোকান খুলেছেন এবং ব্যবসা করছেন;
- মাছচাষিদের আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় তারা ঘরবাড়ি তৈরি/মেরামত করেছেন ফলে রাজমিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রিদের কর্মসংস্থান হচ্ছে এবং এ সংক্রান্ত ব্যবসা-বাণিজ্যও বৃদ্ধি পেয়েছে;
- খালে-বিলে পানি থাকায় সেচ প্রদান, মানুষ এবং গরু ছাগলের গোসল করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে;
- সেচ সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ায় শাকসবজি উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে ও উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে;
- খাল/বিল, পুকুর সংস্কারের ফলে মশা-মাছির উপদ্রব হ্রাস পেয়েছে এবং এলাকার পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য উন্নত হয়েছে; এবং
- জলাশয়ের পাড়ে ফলজ উদ্ভিদ/শাকসব্জি রোপণের ফলে এলাকার পরিবেশ উন্নতসহ বিকল্প আয়ে সুযোগ সৃষ্টি হবে।

**৬) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে এলাকার মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি:** দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সকলেই (১০০%) একমত পোষণ করেছেন যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হলে এলাকার মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে অনেক ক্ষুদ্র সেক্টরে মানুষের কর্মসংস্থান হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরও হবে।

**৭) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে নতুন কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রসমূহ:**

দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীগণ যে সকল ক্ষেত্রে নতুন কর্মসংস্থান হবে উল্লেখ করেছেন তা নিম্নরূপঃ

- পুকুর, দিঘি, খাল, বিল এবং বরোপিটে মাছ চাষ;
- মাছের পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা, মাছের ফেরিওয়ালা;
- মাছ পরিবহন যথা: রিকশা, ভ্যানচালক এবং ছোট ও বড় গাড়ি চালনা, পরিবহন শ্রমিক ইত্যাদি;
- ছোট দোকানদার (মুদি দোকান) ইট, কাঠ, সিমেন্ট ব্যবসা;
- জাল, সুতা, রশি, ফ্লোট, সিংকার তৈরি ও এ সংক্রান্ত ব্যবসা;
- মাটি খনন, পরিবহন, এ্যাক্সেভেটর চালনা, ভাড়া ইত্যাদি খাত;
- বাঁশের ঝুড়ি, কোদাল তৈরি; এবং
- ধান, পাট, শাকসবজি চাষ, গাছের চারা উৎপাদন।

**৮) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে দারিদ্র্য বিমোচন:** দলীয় আলোচনা সভায় সকলেই একমত পোষণ করেন যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে গ্রামীণ এলাকার দারিদ্র্য বহুলাংশে হ্রাস পাবে। কর্মসংস্থান এবং পাশাপাশি বিভিন্ন খাতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরি হচ্ছে।

**৯) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে মহিলাদের কর্মসংস্থান:** সকলেই একমত ব্যক্ত করেন যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে গ্রামীণ মহিলাদের কর্মসংস্থান হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। কারণ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গঠিত কমিটি/সমিতিতে ৩-৪ জন মহিলা সদস্য সরাসরি যুক্ত আছেন এবং লভ্যাংশ পাচ্ছেন। সমিতির সদস্য ছাড়াও অন্যান্য অনেকেই হাঁস, মুরগী, গরু-ছাগল পালন করছেন এবং তাদের বাড়তি আয়ের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে।

**১০) ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা:** এ বিষয়ে সকলেই একমত প্রকাশ করেন যে, ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজন আছে। প্রকল্পের অধীনে মাছ চাষ করার জন্য মহাজন, এনজিও-এর নিকট হতে উচ্চ সুদে ঋণ গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় না। সরকারি উদ্যোগে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হলে সত্যিকারভাবে দেশের উন্নয়ন হবে।

**১১) প্রকল্পের ভালো দিক ও মন্দ দিকসমূহ:** আলোচনা সভার অধিকাংশই উল্লেখ করেছেন প্রকল্পের অনেক ভালো দিক আছে। আলোচকগণ ভালদিক এবং মন্দ দিক বিবেচনা করে যা উল্লেখ করেছেন তা নিম্নরূপ:

ভাল দিকসমূহ :

- মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও আমিষের চাহিদা পূরণ হচ্ছে;
- কর্মসংস্থান হচ্ছে, আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে, বেকারত্ব দূর হচ্ছে, গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হচ্ছে;
- মাছসহ অন্যান্য জলজ প্রাণির জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, হারানো মাছ ফিরে এসেছে;
- এলাকার খাল-বিলে পানি থাকছে, সেচ ও কৃষিকাজে সহায়তা করছে, মানুষ গোসল করছে;
- গরু ছাগল গোসল করানো যাচ্ছে;
- খাল-বিল পরিচ্ছন্ন হয়েছে, পরিবেশের উন্নয়ন হয়েছে; এবং

- সরকারি কর্মকর্তাগণ সরাসরি সহযোগিতা করছেন, প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, মাছ চাষের জন্য উন্নত জাতের পোনা সরবরাহের ব্যবস্থা করেছেন ইত্যাদি।

প্রকল্পের মন্দ দিক :

- মাছ চাষের জন্য প্রকল্পে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা নেই, বন্যার সময় বাঁধ ভেঙ্গে মাছ ভেসে যায়, খনন পরবর্তী বছর কিছু মেরামত সহায়তা থাকা প্রয়োজন;
- এলাকার প্রভাবশালীদের জন্য অনেক ক্ষেত্রে গরিব মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে ইত্যাদি; এবং
- জলাশয়সমূহ লিজ পাওয়ার নিশ্চয়তা না থাকায় সুফলভোগীদল জলাশয়ের অধিকার হারাতে পারে।

কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ি উপজেলায় আলোচনা সভা

ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলায় আলোচনা সভা

রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলায় আলোচনা সভা

নলা সরকারি পুকুর পাড়, ধামাইরহাট, নওগাঁ, আলোচনা সভা

### ৩.৮.৩ মুখ্য তথ্যদাতাদের সাথে সাক্ষাৎকারের ফলাফল (Results of Key Informant Interview)

প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা পরিচালনার জন্য মুখ্য তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার (Key Informant Interviews) যথাক্রমে জেলা এবং উপজেলা কর্মকর্তা এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের পূর্ব নির্ধারিত চেকলিস্ট সংযুক্তি-২ এবং ৩ ব্যবহার করে ২য় অধ্যায়ের সারণি ২.৩ এবং ২.৪ এ উল্লিখিত জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে।

#### ৩.৮.৩.১ জেলা এবং উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাদের সাথে অনুষ্ঠিত সাক্ষাৎকারের (KII) ফলাফল

**১) প্রকল্পের সুফলভোগীদল নির্বাচনঃ** জেলা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মতামত প্রকাশ করেছেন যে, ডিপিপির গাইডলাইন অনুসরণে জলাশয় তীরবর্তী মৎস্যচাষি, স্থানীয় ভূমিহীন বেকার যুবক-যুবতী ও প্রান্তিক

চাষিদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এবং লিজ প্রাপ্ত সমিতির সদস্যদের সমন্বয়ে সুফলভোগী দল নির্বাচন করা হয়েছে। স্থানীয় জলমহল ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট হতে সুফলভোগী দলের অনুমোদন নেয়া হয়েছে।

**২) সুফলভোগী দলের আইনগত ভিত্তি (Registration with social welfare/cooperative):** এ বিষয়ে ৬০% জেলা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা জানিয়েছেন যে, সুফলভোগী গ্রুপের আইনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অবশিষ্ট ৪০% জেলা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা জেলা পর্যায়ে কমিটির অনুমোদন আছে বলে মতামত প্রকাশ করেছেন। মাত্র একজন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা সুফলভোগী দলের সমবায় অধিদপ্তরে নিবন্ধন (Registration) আছে বলে মতামত প্রকাশ করেছেন।

ডিপিপিতে সুফলভোগী দলের কার্যক্রম টেকসই করার জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন- সমবায় অধিদপ্তর, সমাজসেবা অধিদপ্তর অথবা পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক-এর মাধ্যমে নিবন্ধনের আওতায় আনার গাইড লাইন আছে। এ পর্যায়ে সকল সুবিধাভোগী দলসমূহ উপরোক্ত যে কোন প্রতিষ্ঠানে নিবন্ধন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

**৩) মাছ চাষের ব্যয় নির্বাহ ও লভ্যাংশ বিতরণ:** প্রায় সকলেই মতামত প্রকাশ করেছেন যে, সুফলভোগী দলের সদস্যগণ আনুপাতিক হারে মাছ চাষের খরচ নির্বাহ এবং আলোচনার মাধ্যমে লভ্যাংশ বিতরণ/বন্টন করে থাকেন।

**৪) প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্ববর্তী সময়ে জলাশয়ের অবস্থা ও মাছের উৎপাদনঃ** এ বিষয়ে ৫০% জেলা মৎস্য কর্মকর্তা বলেন যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে জলাশয়সমূহ মাছ চাষের অনুপযোগী ছিল এবং মাছের উৎপাদন পাওয়া যায়নি। অবশিষ্ট ৫০% উত্তরদাতা জানান যে, জলাশয়সমূহে খন্ডকালীন সময়ে মাছচাষ বা আহরণ করা হতো। সকল জলাশয়ের মাছের গড় উৎপাদন ছিল ১.০-১.৫ মে:টন/হেক্টর প্রতি বছর।

**৫) প্রকল্প বাস্তবায়নের পরবর্তী সময়ে জলাশয়ের অবস্থা ও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিঃ** জেলা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাদের মতামত অনুযায়ী (১০০%) কর্মকর্তাগণ প্রকল্পের অধীনে জলাশয়সমূহ খনন করার ফলে মাছ চাষের উপযোগী হয়েছে, গভীরতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সারা বছর পানি থাকে। অনুরূপভাবে মাছের উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছে। মৎস্য কর্মকর্তাদের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী সকল জলাশয়ের মাছের বর্তমান গড় উৎপাদন ৪.৬৪ মে: টন/হেক্টর। এ প্রেক্ষাপটে খননকৃত জলাশয়ে মাছের গড় উৎপাদন পূর্বের তুলনায় গড়ে প্রায় বাৎসরিক ৩ মে:টন/হেক্টর বৃদ্ধি পেয়েছে। বাগেরহাট জেলার জেলা মৎস্য কর্মকর্তা জানিয়েছেন যে, তার এলাকার জলাশয় সমূহ পুন:খননের ফলে চিংড়ি চাষের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী হয়েছে।

**৬) সুফলভোগীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিঃ** সকল জেলা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাদের মতামত অনুযায়ী প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সুফলভোগীসহ স্থানীয় বেকার যুবক ও অন্যান্যদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

**৭) সুফলভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতিঃ** শতভাগ জেলা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাদের মতামত অনুযায়ী প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে স্থানভেদে ১০% হতে ৭০-৮০% পর্যন্ত সুফলভোগী ও অন্যান্যদের কর্মসংস্থান এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে।

**৮) সুফলভোগীদের মৎস্য চাষের প্রশিক্ষণঃ** প্রকল্পের অধীনে সুফলভোগীদেরকে প্যাকেজ ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু নিম্নরূপ:

- কার্প জাতীয় দেশি প্রজাতি মাছের মিশ্র চাষ;
- সমাজভিত্তিক মাছ ব্যবস্থাপনা;
- গলদা-কার্প মিশ্র চাষ;

- খাঁচায় মাছ চাষ ও জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ;
- সুফলভোগীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ;
- বিল নার্সারী স্থাপন ও অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা।

**৯) প্রশিক্ষণার্থীদের বুকলেট/লিফলেট বিতরণঃ** সকল জেলা উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে বুকলেট, লিফলেট ইত্যাদি বিতরণ করা হয়েছে বলে অবহিত করেছেন।

**১০) প্রকল্পের অধীনে উচ্চফলনশীল ও উচ্চবাজার মূল্যের মাছ চাষঃ** প্রকল্পের অধীনে অনেক স্থানে উচ্চফলনশীল উচ্চমূল্যের মাছ চাষ করা হচ্ছে।

**১১) প্রদর্শনী খামার হতে প্রদত্ত সেবাঃ** জেলা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাদের তথ্য অনুযায়ী প্রদর্শনী খামার হতে যে সকল সেবা দেয়া হচ্ছে তা নিম্নরূপ:

- মাছ চাষ বিষয়ক পরামর্শ;
- প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ;
- পোনা মাছ ও মাছের খাদ্য সরবরাহ;
- মাছ চাষের উপকরণ বিতরণ, কারিগরি পরামর্শ; এবং
- দু'এক স্থানে চাষিদের মতামত বিনিময় ইত্যাদি।

**১২) প্রকল্পের মেয়াদ শেষে প্রদর্শনী খামার টেকসই করার উপায়সমূহঃ** জেলা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণ প্রদর্শনী খামারসমূহ টেকসই করার নিমিত্ত নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেছেন। যথা:

- সুফলভোগীদের মাঝে জলাশয়সমূহ দীর্ঘ মেয়াদে ইজারা প্রদান;
- সুফলভোগীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান;
- সুফলভোগী দলকে সমবায় বিভাগের সাথে নিবন্ধন (Registration) করা;
- প্রশিক্ষণ ও নিয়মিত পরিদর্শন, পরামর্শ সেবা অব্যাহত রাখা;
- সুফলভোগীদের মৎস্য চাষের উপকরণ সরবরাহ অব্যাহত রাখা ও টেকসই মৎস্য প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ প্রদান;
- সুফলভোগীদের সঞ্চয় বৃদ্ধি;
- বর্তমান সুফলভোগীদেরকে জলাশয়সমূহ দীর্ঘ মেয়াদে ইজারা দেয়া; এবং
- জলাশয়সমূহ প্রদর্শনী খামার হিসেবে পরিচালনার জন্য ইজারাপত্রে শর্ত যুক্ত করা।

**১৩) জেলা, উপজেলা পর্যায়ের সকল পতিত জলাশয় প্রকল্পের অন্তর্ভুক্তকরণঃ** এ বিষয়ে সকল জেলা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, জেলার সকল খাস জলাশয় প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। জেলাভেদে সর্বনিম্ন ৫টি হতে সর্বোচ্চ ৩৫০টি জলাশয় প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

**১৪) পরিবেশ উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে প্রকল্পের প্রভাবঃ** এ বিষয়ে জেলা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণ যে সকল তথ্য প্রদান করেছেন তা নিম্নরূপ-

- প্রকল্পের অধীনে গুড একোয়াকালচার (GAP) প্রবর্তন করা হয়েছে যা পরিবেশ উন্নয়নে সহযোগিতা করছে;
- পরিবেশ বান্ধব মাছ চাষ করা হচ্ছে ফলে পরিবেশ দূষণ হ্রাস পাচ্ছে;
- পতিত জলাশয় সংস্কারের ফলে পরিবেশের উন্নতি হয়েছে;

- প্রকল্পের অধীনে বৃক্ষরোপণের ফলে পরিবেশ উন্নয়নে সহায়তা করছে;
- জলায়তন ও গভীরতা বৃদ্ধির ফলে মা মাছ রক্ষা পাচ্ছে, ফলে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ হচ্ছে;
- জলাশয়সমূহ খননের পূর্বে ভরাট থাকায় বিভিন্ন বর্জ্য ফেলার ফলে পরিবেশ দূষিত হতো। বর্তমানে মাছ চাষের ফলে দূষণ হচ্ছে না;
- বিপন্ন প্রজাতির মাছ এবং জলজ উদ্ভিদ বৃদ্ধি পেয়েছে যেমন- দেশী সরপুটি, কানা ফলি, গুলসা টেংরা, বজুরি, গুতুম, রানী মাছ ইত্যাদি। জলজ উদ্ভিদের মধ্যে ঝাজি, ঝাউ ঝাজি, চারা ক্ষেত্রভেদে শাপলা পদ্ম ইত্যাদি প্রধান।

**১৫) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সুফলভোগীদের অধিকার প্রতিষ্ঠাঃ** এ বিষয়ে সকল জেলা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণ সুফলভোগীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা হবে বলে জানিয়েছেন।

১৬) জেলা, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাদের মতামত অনুযায়ী প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক, সুযোগ এবং ঝুঁকিসমূহ

| সবল দিক | দুর্বল দিক |
|---|---|
| ১. মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি | ১. সুফলভোগীদের জন্য আর্থিক সহযোগিতা না থাকা |
| ২. পরিবেশের উন্নয়ন | ২. অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী খামার |
| ৩. কর্মসংস্থান সৃষ্টি | ৩. জলাশয় ইজারার বিষয়ে আন্ত:মন্ত্রণালয়ের চুক্তি না থাকায় সুফলভোগীদের অধিকার রক্ষা করা কঠিন |
| ৪. LCS কমিটির মাধ্যমে বিল পরিশোধ | ৪. সকল খাস জলাশয় প্রকল্পভুক্ত হয়নি |
| ৫. আত্মকর্মসংস্থান ও বেকারত্ব হ্রাস | ৫. মৎস্য অধিদপ্তরের নিকট জলাশয়সমূহ হস্তান্তর না করা |
| ৬. সমবায় গ্রুপ গঠন ও সামাজিক মাছ চাষ | ৬. প্রদর্শনীর জন্য অপর্যাপ্ত অর্থ |
| ৭. জলাশয় অবৈধ দখলদারদের নিকট হতে উদ্ধার | ৭. আগাম বর্ষা হলে খনন কাজ করা সম্ভব হয়না। |
| ৮. খননের ফলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি | ৮. অপ্রতুল জনবল দিয়ে জলাশয় সংস্কার করা হচ্ছে |
| ৯. খাস জলাশয় উদ্ধার হয়েছে | |
| ১০. পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সহায়ক হয়েছে। | |
| ১১. সুফলভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন | |
| ১২. মাছসহ সকল প্রকার জলজ প্রাণির জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধি | |

| সুযোগ | ঝুঁকিসমূহ |
|---|---|
| ১. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি | ১. বন্যা, খরা |
| ২. মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি | ২. নদীর সাথে সংযোগ, খাল দিয়ে লবণ পানি প্রবেশ |
| ৩. পরিবেশ উন্নয়ন | ৩. প্রাকৃতিক দুর্যোগ |
| ৪. পুকুরপাড়ে সবজি চাষ | ৪. বন্যার ফলে পাড় ভেঙ্গে যায় |
| ৫. সেচ সুবিধা বৃদ্ধি | ৫. সামাজিক দ্বন্ধ, অপ্রতুল যানবাহন |
| ৬. বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান হচ্ছে | ৬. আগাম বন্যা। |
| ৭. জলাশয়ের পাড়ে বনজ, ফলজ গাছসহ সবজি চাষের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। | |

**১৭) প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রধান সমস্যা:** এ বিষয়ে জেলা, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণ নিম্নলিখিত বিষয় উল্লেখ করেছেন যথা-

- স্থানীয় কোন্দল বা দালাল;
- পুন:খননের জন্য জলাশয়সমূহ হস্তান্তর না করা; এবং
- প্রভাবশালী কর্তৃক জলাশয় দখল ও বিবিধ কাজে ব্যবহার।

**১৮) প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার সুপারিশসমূহ :** এ বিষয়ে জেলা, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণ নিম্নলিখিত বিষয় উল্লেখ করেছেন যথা-

- সুফলভোগীদের আন্তরিকতার প্রয়োজন;
- কর্মকর্তাদের তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে;
- সঠিক সময়ে অর্থ ছাড় করতে হবে;
- অর্থবছরের শুরু থেকে বরাদ্দ প্রদান করতে হবে;
- আরও অধিক প্রকৌশলী নিয়োগ দেওয়া প্রয়োজন; এবং
- প্রকল্প এলাকায় দাপ্তরিক জনবল বৃদ্ধি করতে হবে।

### ৩.৮.৩.২ উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের সাথে নিবিড় সাক্ষৎকারের ফলাফল (কেআইআই)

**(১) প্রকল্পের অধীনে উপজেলায় কতটি জলাশয় পুন:খনন করে মাছ চাষ করা হচ্ছে:** এ বিষয়ে মোট ১৬টি উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, প্রতিটি উপজেলায় গড়ে ১৪.৩টি জলাশয় খনন করা হয়েছে যার গড় আয়তন ৪১.২৯ একর (১৬.৭১ হেক্টর)। খননকৃত জলাশয়ের মধ্যে গড়ে প্রতিটি উপজেলায় ৫.৬টি পুকুর যার গড় আয়তন ৩.২৪ হেক্টর; খাল, বিল ৩.৬৭টি এবং গড় আয়তন ৬.২৫ হেক্টর; মরানদী এবং বরোপিট ৫.১৩টি।

**(২) উপজেলায় সকল জলাশয় প্রকল্পের অন্তর্ভুক্তকরণ:** এ বিষয়ে সকল (১০০%) উপজেলা নির্বাহী অফিসার জানান যে, উপজেলার সকল পতিত জলাশয় প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ডিপিপির আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে সকল জলাশয় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি।

**(৩) উপজেলায় খাস/পতিত জলাশয়ের সংখ্যা:** সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারী ১৬ জন উত্তরদাতার মধ্যে ১৫ জন জানিয়েছেন তাদের উপজেলাসমূহে সর্বমোট ১০৪টি জলাশয় পতিত আছে যার আয়তন ৩৬৯০.৯৪ হেক্টর। এ পর্যায়ে প্রতিটি উপজেলায় গড়ে প্রায় ৭টি জলাশয় পতিত রয়েছে যার গড় আয়তন ২৪৬.০ হেক্টর।

**(৪) সংস্কারকৃত জলাশয়সমূহ ইজারা দেয়ার পদ্ধতি:** মোট ১৬ জন তথ্য দাতার মধ্যে ৪ জন (২৫%) জলমহল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০০৯ অনুসরণে, ২ জন দরপত্রের মাধ্যমে, ২ জন উপজেলা দরপত্র কমিটির মাধ্যমে এবং ১ জন জানিয়েছেন বাৎসরিক ইজারা দেয়া হয়।

**(৫) প্রতিবছর ইজারা মূল্য বৃদ্ধির পরিমাণ:** সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারী মোট ১৬ জনের মধ্যে ১০ জন (৬২.৫%) জানিয়েছেন, প্রতিবছর ইজারা মূল্য বৃদ্ধি করা হয়। বৃদ্ধির হার ৫% (৪ জন), ১৫% (২ জন) এবং সর্বোচ্চ ২০% (১ জন)।

**(৬) প্রকল্পের অধীনে সংস্কারকৃত জলাশয় হতে রাজস্ব আদায়:** সংস্কারকৃত জলাশয় হতে সর্বনিম্ন ২.০০ লক্ষ টাকা হতে সর্বোচ্চ ১৪.০০ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হচ্ছে। মোট ১১ (এগার) টি জলাশয় হতে গড়ে প্রতিবছর ৬.২৮ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হচ্ছে।

**(৭) সংস্কারকৃত জলাশয় হতে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি:** খননকৃত জলাশয় হতে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বৃদ্ধির পরিমাণ সর্বনিম্ন ৫% হতে সর্বোচ্চ ৫০% এবং গড়ে ১৪.২%।

**(৮) জলাশয় পুন:খননের মান:** মোট ১৬ জনের মধ্যে ৩ জন খনন কাজের মান উত্তম, ৭ জন কাজের মান ভাল, এবং ৩ জন সন্তোষজনক মতামত প্রকাশ করেছেন। বর্তমানে জলাশয়সমূহের খনন কাজ সন্তোষজনকভাবে হচ্ছে।

**(৯) প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে একই জলাশয় খনন:** নিবিড় আলোচনায় অংশগ্রহণকারী ১৬ জন তথ্য দাতার মধ্যে ১৩ জনই প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে এ সকল জলাশয় খনন করা হয়নি এবং অপর ৩ জন খনন করা হয়েছিল বলে মতামত প্রকাশ করেছেন।

**(১০) প্রকল্পের অধীনে খননকৃত জলাশয়ের পাড়ে বৃক্ষরোপণ:** খননকৃত জলাশয়ের পাড়ে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। তবে যে সকল জলাশয়ের সংস্কার কাজ চলছে সে সকল জলাশয়ের পাড়ে এখনও বৃক্ষরোপণ করা হয়নি।

**(১১) খননকৃত জলাশয়ে মাছ চাষ পরিদর্শন সম্পর্কে মতামত:** নিবিড় আলোচনায় অংশগ্রহণকারী প্রকল্প এলাকার মাছ চাষ পরিদর্শন করেছেন।

**(১২) প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলাফল**

- খননের ফলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে;
- খাল/বিলে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি সুফলভোগীগণ আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন;
- জলাশয় মাছ চাষের উপযোগী হয়েছে;
- স্থানীয় সুফলভোগী জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে এবং তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হয়েছে;
- যে সকল জলাশয়ে মাছ চাষ হচ্ছে তা অত্যন্ত সন্তোষজনক;
- মৎস্যজীবীদের জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে;
- সমাজের উন্নয়নমূলক কাজের সাথে দরিদ্র জনগোষ্টির সংযোগ স্থাপিত হয়েছে;
- আমিষের চাহিদা পূরণ হচ্ছে;
- হতদরিদ্র মৎস্যজীবীদের কাজের ব্যবস্থা হয়েছে এবং আয় বৃদ্ধি পেয়েছে;
- পতিত পুকুর, জলাশয় মাছ চাষের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে; এবং
- খননের ফলে দেশীয় মাছসহ অন্যান্য মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

**(১৩) পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক ও কৃষি ক্ষেত্রে প্রভাব সম্পর্কে মতামত:** এ বিষয়ে সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারীগণ নিম্নরূপ মতামত দিয়েছেন যথা-

- পরিবেশের উন্নয়ন ও জীব-বৈচিত্র্য রক্ষা পেয়েছে;
- কৃষি জমিতে সেচ প্রদানের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে;
- জলাশয়ের পাড়ে গাছ রোপণের ফলে পরিবেশ উন্নত হচ্ছে;
- জলাশয়ের পানি ব্যবহার উপযোগীতা বৃদ্ধি পেয়েছে;
- জলাশয়সমূহের পানি দূষণ ও পরিবেশের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছিল। এ থেকে রক্ষা পাওয়া গিয়েছে; এবং
- পুন:খননকৃত জলাশয়ের পাড়ে ফলজ, বনজ গাছের পাশাপশি শাকসবজি চাষের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

## ৩.৯ সরেজমিন পরিদর্শন হতে প্রাপ্ত ফলাফল

### সরেজমিন পরিদর্শন-১ : পুকুর পুনঃখনন

এ প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষাকালীন মাঠ পর্যায়ে তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ ছাড়াও চলমান কাজের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য সরেজমিন প্রকল্পের আওতায় কয়েকটি পুকুর, খাল, বিল, মরানদী পুনঃখনন, কালভার্ট নির্মাণ, প্রদর্শনী খামার স্থাপন ইত্যাদি কাজ পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকৃত কার্যক্রমের প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নে দেয়া হলো:

**স্কীমের নাম:** বারানী পুকুর পুনঃখনন।

**ইউনিয়নের নামঃ বহরিয়া, উপজেলা সখিপুর, টাঙ্গাইল**

**জলাশয়ের আয়তন:** ০.৫৯ হেক্টর

**মাটি খনন কাজের পরিমাণঃ ৫১৭৬ ঘন মিটার**

**কাজ শুরুর তারিখ:** ০৩/০২/২০২১, **কাজ সমাপ্তির তারিখ:** ৩০/০৪/২০২১

সমিতির সদস্য সংখ্যাঃ পুরুষ ১৬ জন, মহিলা ৪ জন, মোট ২০ জন

**চিত্র পুকুর পরিদর্শন: টাঙ্গাইল, সখিপুর উপজেলা, বহরিয়া ইউনিয়ন**

### পরিদর্শনের ফলাফল

- খনন কাজ সঠিক গভীরতা পর্যন্ত করা হয়েছে;
- খননকৃত মাটি দিয়ে পুকুরের পাড় বাঁধাই করা হয়েছে;
- পাড়ের ঢাল ১:১.৫ রাখা হয়েছে;
- পাড়ের মাটি শ্রমিক দ্বারা Compact এবং ঘাষের চারা লাগানো হয়েছে;
- পুকুরের মাটি খননের সাক্ষী আছে;
- পুকুরের পাড়ে প্রকল্পের নাম, কাজের পরিমাণ ও সুফলভোগী দলের নামসম্বলিত সাইনবোর্ড আছে;
- পুনঃখনন সম্পন্ন হওয়ার পর মাছচাষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে বলে উপস্থিত প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানান;
- পুকুরে এখনও মাছচাষ করা হয়নি;
- স্থানীয় লোকজন খনন কাজ ভাল হয়েছে বলে মতামত প্রকাশ করেছেন; এবং
- গাছের চারা রোপণের জন্য গর্ত করা হয়েছে।

**সরেজমিন পরিদর্শন-২: পুকুর পুনঃখনন**

**স্কীমের নাম: দেওদিঘী খাস পুকুর** পুনঃখনন।
**ইউনিয়নের নামঃ যাদবপুর, উপজেলা সখিপুর, টাঙ্গাইল**
**জলাশয়ের আয়তন:** ১.২০ হেক্টর
**মাটি খনন কাজের পরিমাণঃ ১৮০০০ ঘন মিটার**
**কাজ শুরুর তারিখ:** ০৭/০৩/২০২১, **কাজ সমাপ্তির তারিখ:** ৩১/০৩/২০২১
সমিতির সদস্য সংখ্যাঃ পুরুষ ৯ জন, মহিলা ৩ জন, মোট ১২ জন

**চিত্র: দেওদিঘী খাস পুকুর পুনঃখনন পরিদর্শন টাঙ্গাইল, সখিপুর**

**পরিদর্শনের ফলাফল**

- খনন কাজ সঠিক গভীরতা পর্যন্ত করা হয়েছে;
- খননকৃত মাটি দিয়ে পুকুরের পাড় বাঁধাই করা হয়েছে;
- পাড়ের ঢাল ১:১.৫ রাখা হয়েছে;
- পাড়ের মাটি শ্রমিক দ্বারা Compact এবং ঘাষের চারা লাগানো হয়েছে;
- পুকুরের মাটি খননের সাক্ষী আছে;
- পুকুরের পাড়ে প্রকল্পের নাম, কাজের পরিমাণ ও সুফলভোগী দলের নামসহ সাইনবোর্ড আছে;
- পুনঃখনন সম্পন্ন হওয়ার পর মাছচাষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে বলে উপস্থিত প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানান;
- পুকুরে এখনও মাছচাষ করা হয়নি;
- স্থানীয় লোকজন খনন কাজ ভাল হয়েছে বলে মতামত প্রকাশ করেছেন; এবং
- গাছের চারা রোপণের জন্য গর্ত করা হয়েছে।

**সরেজমিন পরিদর্শন-৩: জলাশয় পুনঃখনন**

**স্কীমের নাম/জলাশয়ের ধরন:** পুকুরডুবি বর্ণালি চান্দী জলমহাল, সুনামগঞ্জ।

**জলাশয়ের আয়তন:** ৩.৫ হেক্টর

**খনন গভীরতা: ১.৪৪ মিটার**

**কাজ শুরুর তারিখ:** ২৫/০১/২০১৯, **কাজ সমাপ্তির তারিখ:** ৩০/০৩/২০১৯

**চিত্রঃ পুকুর ডুবি পরিদর্শন, সুনামগঞ্জ**

সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার কালিপুর গ্রামের পুকুরডুবি জলমহল সরেজমিন পরিদর্শন করে দেখা যায় যে, জলাশয়ের তথ্যসম্বলিত সাইনবোর্ড রয়েছে, কিন্তু কোন সীমানা পিলার দেয়া হয়নি। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং সুফলভোগীদের থেকে জানা যায়, সুনামগঞ্জ হাওড় অঞ্চল হওয়ার কারণে এখানে পাড় বাঁধাই করলে পাড়ের মাটি জলাশয়ে নেমে আসে। যার কারণে জলাশয় খননের মাটি পাড় বাঁধাই কাজে ব্যবহার না করে চারিপাশের জমিতে নিচু করে ফেলা হয়েছে। জলাশয়ের পাড় না থাকায় কোন বৃক্ষরোপণ করা হয়নি। বর্তমানে এই জলাশয়ের আওতায় ১২০ জন সুফলভোগী, যার মধ্যে ৯০ জন পুরুষ ও ৩০ জন মহিলা আছেন। জলাশয়ে রুই, মৃগেল, কার্পজাতীয় মাছ মজুদ আছে।

**সরেজমিন পরিদর্শন-৪: খননকৃত পুকুর**

**স্কীমের নাম/জলাশয়ের ধরন:** হাতকুন্ডলী আশ্রায়ন পুকুর পুনঃখনন, নেত্রকোণা।

**জলাশয়ের বর্তমান আয়তন:** দৈর্ঘ্য- ১৩৫০ ফুট, প্রস্থ: ১২০ ফুট এবং গড় গভীরতা: ৬ ফুট

**খননপূর্ব জলাশয়ের আয়তন:** দৈর্ঘ্য- ১১০০ ফুট, প্রস্থ: ৯০ ফুট এবং গড় গভীরতা: ১-৩ ফুট

**কাজ শুরুর তারিখ:** ১৮/০২/২০২১, **কাজ সমাপ্তির তারিখ:** ৩১/০৩/২০২১

**চিত্রঃ পুকুর পরিদর্শন, নেত্রকোণা**

সরেজমিন দেখা যায় যে, জলাশয়ের তথ্যসম্বলিত সাইনবোর্ড রয়েছে। কিন্তু কোন সীমানা পিলার দেয়া হয়নি। জলাশয় খননের মাটি পাড় বাঁধাই কাজে ও পার্শ্ববর্তী মাঠে রাখা হয়েছে। পুকুর পাড়ে কোন বৃক্ষরোপণ করা হয়নি। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের থেকে জানা যায়, পুকুরটিতে মৌসুমী বৃষ্টিপাত হলে মাছ চাষ কার্যক্রম শুরু করা হবে। বর্তমানে জলাশয়ের আওতায় ২৫ জন সুফলভোগী রয়েছে যার মধ্যে পুরুষ ১৭ জন ও মহিলা ৮ জন। সকলেই হাতকুন্ডলী আশ্রায়ন কেন্দ্রের বাসিন্দা।

**সরেজমিন পরিদর্শন-৫: পাইপ কালভার্ট**

**স্কীমের নাম/জলাশয়ের ধরন:** খারবাংলা খাল পুনঃখনন ও কালভার্ট নির্মাণ, নেত্রকোণা সদর

**কালভার্টের আয়তন:** দৈঘ্য ১৮ ফুট, ডায়ামিটার ২ (দুই) ফুট

সরেজমিন দেখা যায় যে, নেত্রকোণা সদর উপজেলার মেদনী ইউনিয়নের খারবাংলা গ্রামের খালটিতে ৩টি পাইপ কালভার্ট ডিপিপির নকশা ও পরিমাপ অনুযায়ী নির্মাণ করা হয়েছে। প্রতিটি কালভার্টের বাহিরে পানি প্রবেশ পথে নেট দেয়া হয়েছে যাতে মাছ বের হতে না পারে। তবে কালভার্টসমূহ সঠিকভাবে পরিচর্যা করা হচ্ছে না। একটি কালভার্টে ফাটল দেখা দিয়েছে। সুফলভোগী এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের থেকে জানা যায় যে, খালটিতে রুই, কাতল, পাবদা ইত্যাদি মাছ চাষ করা হয়।

**সরেজমিন পরিদর্শন-৬: বিল পরিদর্শন**

**স্কীমের নাম:** পাকশি বিল পুনঃখনন (অংশ-১), চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা।

**জলাশয়ের বর্তমান আয়তন:** দৈর্ঘ্য- ৪৫০০ ফুট, প্রস্থ: ১২০ ফুট এবং গড় গভীরতা: ৬ ফুট

**খননপূর্ব জলাশয়ের আয়তন:** দৈর্ঘ্য- ৫০০০ ফুট, প্রস্থ: ১২০ ফুট এবং গড় গভীরতা: ২.৫ ফুট

**কাজ শুরুর তারিখ:** ২৮/০২/২০২১, **কাজ সমাপ্তির তারিখ:** ৩০/০৪/২০২১

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার গড়াইটুপি ইউনিয়নের গহেরপুর গ্রামের পাকশি বিলে সরেজমিন দেখা যায় যে, সাইনবোর্ড বিলের ২ পাশে দেয়া হয়েছে। কিন্তু সীমানা পিলার দেয়া হয়নি। বিলটি ৫টি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে এবং ৫ অংশে সুফলভোগীদের ৫টি গ্রুপ করা হয়েছে প্রতি গ্রুপে ১০ জন করে সদস্য রয়েছে। বিলের ৫টি অংশের মধ্যে বর্তমানে ৩টি অংশের কাজ চলমান রয়েছে এবং বাকি ২টি অংশের কাজ এখনও শুরু করা হয়নি। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং সুফলভোগীদের থেকে জানা যায় যে, প্রকল্প এলাকার স্থানীয় প্রভাবশালীগণ উক্ত খালে পূর্বে ধান চাষ করতো। যখন খাল খননের কাজ শুরু হয় তখন পূর্বের স্থানীয় ধান চাষীগণ প্রকল্পের খনন কাজে বাধা প্রদান করেন। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে খাল খননের সমস্যা সমাধান করা হয়েছে এবং পুনরায় খান খনন কাজ চালু করা হয়েছে।

**সরেজমিন পরিদর্শন-৭: বিল পরিদর্শন**

**স্কীমের নাম:** চাকুয়া বিল পুনঃখনন, নেত্রকোণা।
**বিলের মোট আয়তন: ০.৩২ হেক্টর** **গড় গভীরতা:** ৪-৫ ফুট
**কাজ শুরুর তারিখ:** ২৫ নভেম্বর ২০২০ **সমাপ্তির তারিখ:** ১২ এপ্রিল ২০২১
**উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রাঃ** ৫.০২ মেঃ টন/হেক্টর।
**চাষকৃত মাছের প্রজাতিঃ** রুই, কাতল ও মৃগেল।

**চিত্রঃ চাকুয়া বিল পরিদর্শন, নেত্রকোণা**

নেত্রকোণা সদর উপজেলার কাইলাটী ইউনিয়নের হাইলোড়া গ্রামের চাকুয়া বিল সরেজমিন দেখা যায় যে, জলাশয়ের পাড়ে সাইনবোর্ড রয়েছে। কিন্তু কোন সীমানা পিলার দেয়া হয়নি। এছাড়াও বিলের পাড় যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কিছু কিছু জায়গায় ভেঙ্গে যাচ্ছে এবং পাড়গুলোতে কিছু কলা গাছ রয়েছে। বর্তমানে বিলটিতে রুই, কাতল ও মৃগেল জাতীয় দেশি মাছ চাষ করা হচ্ছে।

**সরেজমিন পরিদর্শন-৮: মরানদী পরিদর্শন**
**স্কীমের নাম:** নবগঙ্গা মরানদী, সদর উপজেলা, চুয়াডাঙ্গা।
**জলাশয়ের বর্তমান আয়তন:** দৈর্ঘ্য- ২২০০ ফুট, প্রস্থ: ১৪০ ফুট এবং গড় গভীরতা: ৭ ফুট
**খননপূর্ব জলাশয়ের আয়তন:** দৈর্ঘ্য- ২২০০ ফুট, প্রস্থ: ১০০ ফুট এবং গড় গভীরতা: ৩ ফুট

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার পদ্মবিলা ইউনিয়নের ধুতুরহাট গ্রামের মরানদী পুনখনন কাজ সরেজমিন দেখা যায় যে, নদীটির কোন পাশে প্রয়োজনীয় তথ্যসম্বলিত সাইনবোর্ড এবং সীমানা পিলার দেয়া হয়নি। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের থেকে জানা যায় যে, বিগত ১৯৯০ সালে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক মরানদীটি ১ম খনন করা

হয়েছিল। কিন্তু পরিচর্যা না থাকায় স্থানীয় লোকজন প্রভাব দেখিয়ে মাছ চাষ করতো। পরবর্তীতে প্রকল্পের আওতায় ২০১৮ সালে পুনরায় মরানদীটি পুনঃখনন করা হয়। মরানদী পুনঃখননের সময় ৩টি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে এবং ৩ অংশে সুফলভোগীদের ভাগ করে ৩টি গ্রুপ করা হয়েছে। প্রতি গ্রুপে ১০ জন করে মোট সুফলভোগীর সংখ্যা ৩০ জন। বর্তমানে মরানদীটিতে রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভারকার্প ইত্যাদি দেশি জাতীয় মাছ চাষ করা হচ্ছে। মরানদীটির পাড়গুলো সুরক্ষিত দেখা গিয়েছে।

**সরেজমিন পরিদর্শন-৯: মরানদী পরিদর্শন**

**স্কীমের নাম:** ইকরচর মরানদী, বালিয়াকান্দি উপজেলা, রাজবাড়ি।
**জলাশয়ের বর্তমান আয়তন:** দৈর্ঘ্য- ২২০০ ফুট, প্রস্থ: ১০৫ ফুট এবং গড় গভীরতা: ৭ ফুট
**খননপূর্ব জলাশয়ের আয়তন:** দৈর্ঘ্য- ২২০০ ফুট, প্রস্থ: ৯৫ ফুট এবং গড় গভীরতা: ৩ ফুট
**মজুদের তারিখ:** ১২/০২/২০২১ **মাছ আহরণের তারিখ:** ১৫/০৬/২০২১
**উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রাঃ** ৫.৭৫ মেঃ টন/হেক্টর।
**চাষকৃত মাছের প্রজাতিঃ** রুই, কাতল ও মৃগেল।

**চিত্রঃ ইকরচর মরানদী পরিদর্শন, রাজবাড়ি**

রাজবাড়ি জেলার বালিয়াকান্দি উপজেলার ইকরচর মরানদী পুন:খনন কাজ সরেজমিনে দেখা যায় যে, জলাশয়ের পাশে সাইনবোর্ড দেয়া হয়েছে। কিন্তু সীমানা পিলার দেয়া হয়নি। তবে নদীর পাড় দিয়ে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে (আম গাছ, কলা গাছ, কাঁঠাল গাছ ইত্যাদি)। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের থেকে জানা যায় যে, খননের পূর্বে যারা মরানদীটিতে মাছ চাষ করতো বর্তমানে তারাই সুফলভোগী হিসেবে মাছ চাষ করছে। মরানদী পুনঃখননের সময় ৫টি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে এবং ৩ অংশের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাকি ২টি অংশের কাজ এখনও শুরু হয়নি। ৩ অংশে সুফলভোগীদের ভাগ করে ৩টি গ্রুপ করা হয়েছে যেখানে প্রতি গ্রুপে ১২ জন করে সদস্য রয়েছে অর্থাৎ উক্ত মরানদীর মোট সুফলভোগীর সংখ্যা ৩৬ জন। জলাশয়ের মাটি পাড় বাঁধাই কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমানে জলাশয়টিতে রুই, কাতল, মৃগেল, সিলভারকার্প ইত্যাদি দেশি জাতীয় মাছ চাষ করা হচ্ছে। মরানদীটির পাড়গুলো সুরক্ষিত অবস্থায় দেখা গিয়েছে এবং পাড়গুলোতে ফলজ বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।

**সরেজমিন পরিদর্শন-১০: প্রদর্শনী খামার পরিদর্শন:**
**স্কীমের নাম:** ননা পুকুর প্রদর্শনী খামার, নওগাঁ
**খামারের মোট আয়তন:** ৩৭৬ শতাংশ
**উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রাঃ** ৭৬০০ কেজি
**চাষকৃত মাছের প্রজাতিঃ** রুই, কাতল ও মৃগেল।

**চিত্রঃ প্রদর্শনী খামার পরিদর্শন, নওগাঁ**

সরেজমিন প্রদর্শনী খামার পরিদর্শনে দেখা যায় যে, জলাশয়ের সাইনবোর্ড রয়েছে তবে সীমানা পিলার নেই। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের থেকে জানা যায় যে, প্রদর্শনী খামারের জন্য মাছ চাষের প্রশিক্ষণ ও বুকলেট/ লিফলেট বিতরণ করা হয়ে থাকে। এছাড়াও সুফলভোগীদের মাছ চাষের জন্য পোনা, চুন ও খাদ্য দেয়া হয়ে থাকে। প্রদর্শনী খামারটি উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও অন্যান্য দর্শনার্থী পরিদর্শন করে থাকেন। প্রদর্শনী খামার থেকে মাছ চাষীগণ মাছ চাষের বিভিন্ন কৌশল ও প্রযুক্তির মাধ্যমে কিভাবে মাছ চাষ করা হয় ইত্যাদি বিষয়ে জানতে পেরে উপকৃত হচ্ছেন বলে প্রকল্প এলাকার লোকজন জানান। প্রদর্শনী খামার টেকসইকরণের লক্ষ্যে নিয়মিত তদারকি করা ছাড়াও পুকুর পাড়গুলোতে ফলজ বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে এবং পাড়গুলো নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হয়।

**সরেজমিন পরিদর্শন-১১: প্রদর্শনী খামার পরিদর্শন**
**স্কীমের নাম:** বরিশাল
**চাষকৃত মাছের প্রজাতিঃ** রুই, কাতল, চিতল ও মৃগেল।

**চিত্রঃ প্রদর্শনী খামার পরিদর্শন, বরিশাল**

সরেজমিন প্রদর্শনী খামার পরিদর্শনে দেখা যায় যে, এই খামারে দেশী জাতের মাছ চাষ করা হয়েছে। বিভিন্ন জাতের মাছের মধ্যে চিতল মাছ ও রয়েছে এবং দেশী পুটি, টেংরা ইত্যাদি মাছ চাষ করছেন।

## ৩.১০ স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা অনুষ্ঠান

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে স্থানীয় পর্যায়ে একটি কর্মশালা টাঙ্গাইল জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরে ১০ এপ্রিল ২০২১ তারিখে স্বাস্থ্য বিধি মেনে জুম এ্যাপ-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রকল্পের সুফলভোগীগণ উপস্থিত ছিলেন এবং মতামত ব্যক্ত করেন।

কর্মশালায় জুম-এর মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, আইএমইডি'র সেক্টর-৬ এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ আফজল হোসেন, পরিচালক জনাব মুহাম্মদ শাহাদাত হোসাইন, উপপরিচালক (উপসচিব) জনাব সোনিয়া বিনতে তাবিব এবং টাঙ্গাইল জেলার সখিপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব চিত্রা শিকারী। এছাড়াও কর্মশালায় প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আলীমুজ্জামান চৌধুরী; টাঙ্গাইল জেলা মৎস্য কর্মকর্তা জনাব মোঃ গোলাম কিবরিয়া; জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ রানা মিয়া; টাঙ্গাইল জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব আমিনুল ইসলাম; টাঙ্গাইল জেলা মৎস্য দপ্তরের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন; টাঙ্গাইল সদর সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা জনাব মোঃ আইয়ুব আলী; মধুপুর উপজেলার সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা জনাব মোঃ তারিকুল ইসলাম; সখিপুর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা জনাব সমীরণ কুমার সাহা; নাগরপুর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা জনাব মোঃ মাসুম বিল্লাহ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া নিবিড় পরিবীক্ষণের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান 'ডাটা ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস লি:'-এর টিম সদস্যগণ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রকল্পের উপকারভোগী এবং স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিনিধিগণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন।

**টাঙ্গাইল জেলার সখিপুর উপজেলায় স্থানীয় কর্মশালা অনুষ্ঠান**

কর্মশালার শুরুতে আইএমইডি'র সেক্টর-৬ এর মহাপরিচালক কর্মশালার উদ্দেশ্য ও প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেন এবং অংশগ্রহণকারী সকল সুধীবৃন্দকে এ প্রকল্পের সুবিধাসমূহ যেমন- এলাকার জীবনমানের উন্নয়ন, পুষ্টি চাহিদা পুরণ, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, কর্মসংস্থান তৈরি, ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেন। এছাড়া তিনি প্রশিক্ষণ, ইজারা সংক্রান্ত সমস্যা, সমিতি গঠন, পুন:খনন কাজের মান ইত্যাদি বিষয়ে কোন প্রকার দ্বিধা না করে উপস্থাপনের আহবান জানান। আইএমইডি'র মহাপরিচালক কর্মশালা পরিচালনা করেন।

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা টাঙ্গাইল জানান যে, এ জেলায় মোট ১২টি উপজেলার মধ্যে ০৫টি উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর মধ্যে গোপালপুরে ০৩টি, মধুপুরে ০১টি, নাগরপুরে ০২টি, সখিপুরে ০৬টি এবং ঘাটাইলে ০৪টি কাজ চলমান আছে। গোপালপুরের মহনপুর কাচারীবাড়ি খাস পুকুর কাজের অগ্রগতি ৯০ ভাগ; মহারাণী হেমন্তকুমারী উবি খাস পুকুরের অগ্রগতি ৯০ ভাগ। মধুপুরে বানিয়াবাড়ি ঈদগাহ খাস পুকুরের ৫০ ভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নাগরপুরে নলখৌজ বিল পুনঃখনন ৫০ ভাগ, সখিপুরের তোতাখার খাস পুকুর পুনঃখনন কাজের অগ্রগতি ৯০ ভাগ, ঘাটাইলে লখিন্দর খাস পুকুরের কাজ ৯০ ভাগ সম্পন্ন হয়েছে। তিনি জানান যে, এ সকল জলাশয়ের কাজ আগামী জুন মাসের মধ্যে সমাপ্ত হবে। সকল খনন কাজের গুণগত মান উচ্চমাত্রায় সম্পন্ন করা হচ্ছে।

**উন্মুক্ত আলোচনা**

**প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আমিষের চাহিদা পূরণ**: উপস্থিত প্রায় শতভাগ উপকারভোগী জানিয়েছেন যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে এলাকার মানুষের আমিষের চাহিদা পূরণে বিশেষভাবে অবদান রাখছে/রাখবে। কারণ খননকৃত অধিকাংশ জলাশয় পূর্বে পতিত ছিল। এ সকল জলাশয় খনন করে দল ভিত্তিক মাছ চাষ করার ফলে এলাকায় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, এলাকার মাছের চাহিদা পূরণসহ বিক্রয়ের জন্য ঢাকায় প্রেরণ করা সম্ভব হবে।

**প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আর্থিক লাভঃ** উপকারভোগীগণ জানিয়েছেন যে, তারা প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত হয়ে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। উপস্থিত অন্যান্য আলোচক জানিয়েছেন যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি মাছের ব্যবসা বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক গরীব অসহায় লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে এবং প্রায় সকলে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে পূর্বের তুলনায় আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন, এলাকার বেকারত্ব অনেকাংশে দূর হয়েছে। মাছ চাষিগণ মাছ উৎপাদন করে আয় সমভাবে বন্টন করে।

**প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিঃ** উপকারভোগীগণ সকলেই বলেন যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। কারণ, প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে অনেক জলাশয় ভরাট হয়ে আগাছায় পরিপূর্ণ এবং পতিত ছিল। প্রশিক্ষণের ফলে মাছ চাষিদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাগণ মাছ চাষিদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করছেন এবং যে কোন সমস্যা হলে তাৎক্ষণিক সমাধানের পরামর্শ দেন, উন্নত মানের পোনা বা চারা মাছ সুলভ মূল্যে প্রাপ্তির ব্যবস্থা করে থাকেন। মাছের উৎপাদন সম্পর্কে বলেন যে, যেসকল জলাশয় পূর্বে পতিত ছিল সে সকল জলাশয়ে ১০০% উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যে সকল জলাশয়ে আংশিকভাবে বা সনাতন পদ্ধতিতে মাছ চাষ করা হতো সে সকল জলাশয়ে নূন্যতম ৫০% হতে ৮০% পর্যন্ত উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। উপকারভোগীগণ জানান যে, যারা এ জলাশয়ের সাথে যুক্ত আছে তাদেরকে ইজারা দেওয়ার ব্যবস্থা করলে এবং উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাদের সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে মাছের উৎপাদন আরো বৃদ্ধি পাবে।

**প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে দারিদ্র্য বিমোচন সম্পর্কে আলোচনাঃ** এ বিষয়ে সকলেই একমত পোষণ করেন যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে গ্রামীণ এলাকার দারিদ্র্য হ্রাস এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

**প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে মহিলাদের কর্মসংস্থানঃ** এ বিষয়েও উপকারভোগীগণ বলেন যে, সকল সমিতিতেই আনুপাতিক হারে মহিলা সদস্য আছেন এবং তারা আয় করতে পারছেন, কর্মসংস্থান হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে।

**ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তাঃ** এ বিষয়ে সকল উপকারভোগী জানান যে, ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজন আছে। কারণ এ ধরনের প্রকল্পে মাছচাষ করে অনেক আয় করা যায়। দেশের সকল পতিত জলাশয় পুনঃখনন করে মাছ চাষের আওতায় আনা দরকার বলে সবাই মতামত ব্যক্ত করেন।

**কর্মশালার সুপারিশসমূহ**

১. পতিত জলাশয় পুনঃখননের সাথে সংযুক্ত ব্যক্তিদের ইজারা প্রদান করা।
২. সমিতির সকলকে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা দরকার যাতে তারা ভালভাবে মাছচাষ করতে পারে।
৩. দেশের সকল জলাশয়গুলো পুনঃখনন করে মাছ চাষের আওতায় আনা দরকার তাহলে দেশে কর্মসংস্থানসহ আমিষের চাহিদা অনেকাংশ পূরণ হবে।
৪. মৎস্য চাষি সমবায় সমিতি নিবন্ধন করা প্রয়োজন।
৫. প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করার সময় উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন।
৬. উপজেলা পানি ব্যবস্থাপনা কমিটিতে আলোচনা করে প্রকল্প প্রস্তাব দাখিলের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
৭. জলাশয় ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার জন্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে একক আইন করতে হবে।
৮. কেন্দ্রীয়ভাবে সমঝোতা স্মারক করা প্রয়োজন।
৯. মাছ চাষ সমিতির নিকট কমপক্ষে তিন বছরের জন্য ইজারা প্রদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

### ৩.১১ প্রকল্পের কাজ টেকসইকরণ পরিকল্পনা

মূল ডিপিপি'তে প্রকল্পের কাজ টেকসই করার বিস্তারিত কোন পরিকল্পনা প্রদান করা হয়নি। তবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকল্পের মেয়াদ শেষে জনবল মৎস্য অধিদপ্তরের মূল ধারায় আত্নীকরণ করা হবে। কিন্তু ডিপিপি সংশোধনের প্রাক্কালে এ বিষয়টি বাদ দেয়া হয়। ফলে প্রকল্পে সৃষ্ট পদগুলো বিলুপ্ত হয়ে যাবে। উন্নয়নকৃত জলাশয়সমূহ দীর্ঘ মেয়াদে সুফলভোগী দলের নিকট মাছ চাষের জন্য হস্তান্তর করা হবে। মাছ চাষের জন্য সুফলভোগী দল জেলা, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাদের নিকট দায়ী থাকবে। সুফলভোগী দল মাছ চাষ ব্যবস্থাপনার সকল খরচ বহন, মাছ চাষের বার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং নিয়মিতভাবে মৎস্য কর্মকর্তার নিকট দাখিল করবেন। জেলা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণ তাদের নিয়মিত দায়িত্ব হিসেবে এসকল কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। জেলা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাদের প্রকল্প উত্তর এ সকল কাজ দেখাশুনার জন্য অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দের প্রয়োজন হবে। উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে সার্বিক বিষয়ে বিবেচনা করে প্রকল্পের কাজ টেকসই করার মতামত নিম্নে প্রদান করা হলো।

১. সুফলভোগী দলসমূহকে ডিপিপির পরিকল্পনা অনুযায়ী সরকারি প্রতিষ্ঠান যথা- সমবায় অধিদপ্তর অথবা পল্লী সমবায় ব্যাংক-এর মাধ্যমে নিবন্ধন করা;
২. সুফলভোগী দলের সঞ্চয় বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা গ্রহণ;
৩. প্রদর্শনী মাছ চাষ পরিচালনার জন্য জেলা, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ প্রদান। মৎস্য অধিদপ্তর একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করে উন্নয়নকৃত জলাশয় রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রদর্শনী মৎস্য চাষ পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে;
৪. উন্নয়নকৃত জলাশয়সমূহ দীর্ঘ মেয়াদে মাছ চাষের জন্য সুফলভোগীদলের নিকট ইজারা অথবা বরাদ্দ প্রদান করা;
৫. সুফলভোগীদেরকে মাছ চাষের উন্নত প্রশক্ষিণ প্রদান, উচ্চ বাজার মূল্য ও উচ্চফলনশীল মাছ চাষ প্রসার করা।

# চতুর্থ অধ্যায়

## প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ (SWOT Analysis)

"জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটির আরডিপিপি পর্যালোচনা, মাঠ পর্যায় হতে তথ্য সংগ্রহ ও অন্যান্য তথ্য বিশ্লেষণ করে সবল ও দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকি নিম্নে সংক্ষেপে প্রদান করা হয়েছে:

### ৪.১ প্রকল্পের সবল দিকসমূহ

যে কোন প্রকল্পের সবল দিক হচ্ছে প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ নিয়ামক। ডিপিপি'র অবকাঠামোগত উপাদান ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য যা প্রকল্পটি নির্দিষ্ট সময়ে বাস্তবায়নে এবং প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। এ পর্যায়ে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য জনবল নিয়োগ, জমি অধিগ্রহণ, ক্রয় ও সম্পদ সংগ্রহের পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি, প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবিড় পরিবীক্ষণ, প্রকল্পের অভিষ্ঠ লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, ফলাফল ও প্রভাব নির্ণয়ের অনুমিত লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক ইত্যাদি বিবেচনা করা যেতে পারে। এ প্রেক্ষাপটে প্রকল্পটির সবল দিকসমূহ নিম্নরূপ শনাক্ত করা যেতে পারেঃ

১. **প্রকল্প প্রণয়ন কাঠামোঃ** ডিপিপিটি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন গাইডলাইন যথাযথভাবে অনুসরণ করে প্রণয়ন করা হয়েছে।

২. **প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, অভিষ্ঠ ফলাফল ও প্রভাব লগফ্রেমে প্রতিফলনঃ** উপরোক্ত বিষয়াবলী ডিপিপির লগফ্রেমে সুবিন্যস্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. **প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ক্রয় সম্পদ সংগ্রহ, জনবল নিয়োগঃ** ডিপিপিতে উল্লিখিত বিষয়াবলী যথাযথভাবে প্রদান করা হয়েছে।

৪. **পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক ও জনবল নিয়োগঃ** পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক ও জনবল নিয়োগ করা হয়েছে।

৫. **সম্পদ সংগ্রহঃ** দু'একটি আইটেম ব্যতীত সকল সম্পদ প্রকল্পের সূচনালগ্নে ক্রয় করা হয়েছে।

৬. **প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়মিত পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষের সভা অনুষ্ঠান, মধ্যবর্তী মূল্যায়ন ও অগ্রগতির প্রতিবেদন দাখিলঃ** প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করা ও প্রতিবন্ধকতা নিরসণে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করেছেন। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভাসমূহ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইতোমধ্যে, একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে প্রকল্পটির মধ্যবর্তী মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক নিয়মিতভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়, আইএমইডিসহ অন্যান্য কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করেছেন।

৭. **প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগণ, সুফলভোগী ও অন্যান্য প্রশাসনিক বিভাগের সহযোগিতাঃ** স্থানীয় জনগণ, সুফলভোগী দল ও প্রশাসনিক বিভাগের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা করছেন।

## ৪.২ প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ

প্রকল্পের সবল দিকের ন্যায় দুর্বল দিকসমূহ প্রকল্প গঠনগত অভ্যন্তরীণ উপাদান, যা প্রকল্প বাস্তবায়ন ও কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন ব্যাহত করতে পারে। এ পর্যায়ে প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ নিম্নরূপভাবে সনাক্ত করা যেতে পারে। যথাঃ

১. **জলাশয় সংস্কারের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে সমঝোতা স্মারক/চুক্তিপত্র স্বাক্ষরঃ** প্রকল্পের অধীনে সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের খাস/পতিত জলাশয়সমূহ সংস্কার ও উন্নয়ন করে মাছ চাষ করা হচ্ছে। জলাশয়সমূহের ভূমির মালিকানা ভূমি মন্ত্রণালয় ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের। কিন্তু ডিপিপি অনুমোদন পর্যায়/ প্রকল্প বাস্তবায়নের সূচনালগ্নে ভূমি মন্ত্রণালয়ের বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে কোন সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়নি। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নের ১ম দিকে সংস্কারের জন্য জলাশয় পাওয়ার সমস্যা দেখা দিয়েছিল।

২. **সুফলভোগি দলের আইনগত ভিত্তি প্রদানঃ** মাটি খননের জন্য গঠিত এলসিএস, পিআইসিকে সুফলভোগী দল হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এলসিএস/পিআইসি মাটি খননের জন্য জেলা/উপজেলা পর্যায়ে অনুমোদিত হলেও এ সকল কমিটির আইনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। উন্মুক্ত দরপত্র বা নিলাম ডাকের মাধ্যমে জলাশয়সমূহ মাছ চাষের জন্য ইজারা প্রদান করা হলে বর্তমান এলসিএস/ পিআইসি গ্রুপ অধিকার হারাবে। এ পর্যায়ে ধারণা করা যায় যে, সুবিধাভোগী দল টেকসই নাও হতে পারে।

৩. **সংস্কাররত জলাশয়সমূহ মাছচাষের জন্য ইজারা প্রদানঃ** সংস্কারকৃত জলাশয়সমূহ ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি যথা- জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে, উপজেলা দরপত্র কমিটির মাধ্যমে বাৎসরিক ভিত্তিতে ইজারা দেয়া হচ্ছে। এ পর্যায়ে প্রকল্পের অধীনে গঠিত সুফলভোগী দল মাছ চাষের জন্য পরবর্তী বছরসমূহে বরাদ্দ পাবেন এ বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা নেই।

৪. **সুফলভোগী দলের পুঁজি গঠন ও প্রয়োজনে ঋণ প্রাপ্তিঃ** প্রকল্প দলিলে সুফলভোগীদের পুঁজি গঠনের সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই। ফলে ভবিষ্যতে উন্নত পদ্ধতি অবলম্বন করে মাছ চাষ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে।

৫. **অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর আয়োজন (**Knowledge exchange visit**):** প্রকল্প দলিলে অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মসূচি নেই। অনেক সুফলভোগী দল মাছ চাষে অসামান্য সাফল্য পেয়েছেন আবার অনেক দল কাঙ্খিত পর্যায়ে সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। এ পর্যায়ে প্রকল্প হতে অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর আয়োজন করা হলে সুফলভোগী দল একে অপরের সাফল্য দেখে বেশী উপকৃত হতেন এবং মাছ চাষ প্রযুক্তি ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হতো।

৬. **প্রদর্শনী খামারের স্থায়িত্বঃ** বিভিন্ন জলাশয় সংস্কার করে সুফলভোগী দলকে মাছ চাষের উপকরণ সরবরাহ করে প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হচ্ছে। এ পর্যায়ে, প্রকল্প সমাপ্তিতে মাছ চাষের উপকরণ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে প্রদর্শনী খামারসমূহ ব্যক্তি বা গ্রুপ পর্যায়ে স্থায়ী হবেনা। সরকারী উপকরণ সহায়তা বিরামহীনভাবে রাখা সম্ভব নয়। সুফলভোগীগণ তাদের আয়ের একটা অংশ এ কাজে ব্যবহার করবেন।

## ৪.৩ প্রকল্পের সুযোগসমূহ (Opportunities of the Project)

প্রকল্পের সুযোগ হচ্ছে প্রকল্প বহির্ভুত উপাদান (External factors) যা প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে নতুনভাবে সৃষ্টি হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ইতোমধ্যে অনেক নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্পের সুযোগসমূহ নিম্নরূপ শনাক্ত করা হয়েছে:

- মাছ চাষের এলাকা বৃদ্ধি;
- গ্রামীণ বেকার যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন;
- আমিষ জাতীয় খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি;
- পরিবেশ দূষণ হ্রাস ও পরিবেশের উন্নয়ন;
- পানির বহুবিধ ব্যবহার; এবং
- সেচ সুবিধা ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি।

এছাড়া কেআইআই'তে অংশগ্রহণকারী জেলা এবং উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণ অনেকগুলো সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির বিষয়ে উল্লেখ করেছেন যা কেআইআই সেকশনে প্রদান করা হয়েছে।

## ৪.৪ প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ (Threats)

ঝুঁকি হচ্ছে প্রকল্পের বাইরের নিয়ামক, যেগুলো প্রকল্প বাস্তবায়ন ও উদ্দেশ্য অর্জন অথবা প্রকল্পের অধীনে সৃষ্ট সুযোগ সুবিধাদির ক্ষতি করছে বা ভবিষ্যতে করতে পারে। এ প্রেক্ষাপটে প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ নিম্নরূপ শনাক্ত করা হয়েছে:

- মৎস্যচাষি সমিতি বা দলসমূহের আইনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় সমিতির অবলুপ্তি;
- সুফলভোগী দলের পুঁজি গঠিত না হওয়া;
- প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণ ও জলাশয় সংস্কারে স্থানীয়দের প্রভাব ও বিরোধ;
- প্রাকৃতিক বিপর্যয় (বন্যা, পলি ভরাট, সংস্কারকৃত জলাশয়ের পাড় ভাংগণ ইত্যাদি);
- সংস্কারকৃত জলাশয়সমূহ বাৎসরিক ভিত্তিতে ইজারা প্রদান এবং প্রতি বছর ১০-১৫% হারে ইজারা মূল্য বৃদ্ধি করা;
- সংস্কারকৃত জলাশয়সমূহ ব্যবস্থাপনার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর বা সুফলভোগী দলের নিকট দীর্ঘ মেয়াদে হস্তান্তর না করা ইত্যাদি; এবং
- সংস্কারকৃত জলাশয়সমূহ প্রভাবশালী কর্তৃক দখল, দূষণ, পরিবর্তন এবং লিজ নিয়ে মাছ চাষের পরিবর্তে ফসলী জমিতে রুপান্তর এবং শিল্পবর্জ্য ফেলার ঝুঁকি রয়েছে।

# পঞ্চম অধ্যায়

## নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার সার্বিক পর্যবেক্ষণ

"জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটির প্রধান প্রধান কাজ বাস্তবায়নের অগ্রগতি, উদ্দেশ্য অর্জন, উৎপাদন বৃদ্ধি, সুফলভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, ক্রয় প্রক্রিয়া, প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা, প্রকল্পের কাজ টেকসই করার পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার সার্বিক পর্যবেক্ষণ নিম্নে প্রদান করা হলো।

**৫.১ প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধন**: প্রকল্পটি ৫টি উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে ২৫৪০৪.৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য ১৭/২/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অক্টোবর ২০১৫ হতে জুন ২০১৯ মেয়াদে অনুমোদিত হয়। মূল ডিপিপিতে দেশের ৫৩টি জেলার ২২৯টি উপজেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য অর্থ অবমুক্তিতে বিলম্ব হয়। অত:পর দেশের সমউন্নয়নের লক্ষ্যে মূল ডিপিপি'র জেলা ও উপজেলা ঠিক রেখে শুধু নতুন জলাশয়ের তালিকা অন্তর্ভুক্ত করে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতার মধ্যে ১৫% বৃদ্ধি এবং মেয়াদ জুন ২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধিসহ ২৯২১৫.০৯ লক্ষ টাকা ব্যয় নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে ৪টি জেলা এবং ১২০টি উপজেলা অন্তর্ভুক্তসহ অন্যান্য সুবিধা সংশোধন করে প্রকল্পের ব্যয় ৪০% বৃদ্ধি করে ২য় সংশোধন অনুমোদন করা হয়। ২য় সংশোধিত প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ৪০৯০০.০০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়। প্রকল্পটি বর্তমানে বাংলাদেশের ৬১টি জেলার ৩৪৯টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

**৫.২ ডিপিপি'র লগফ্রেম:** ডিপিপি'র লগফ্রেম ৪X৪ মেট্রিকস ফরম্যাট অনুসরণে প্রস্তুত করা হয়েছে। লগফ্রেমে ইনপুট, আউটপুট ইত্যাদি প্রদান করা হয়েছে।

**৫.৩ ক্রয় প্রক্রিয়াঃ** প্রকল্পের সকল ক্রয় কাজ সরকারি নিয়ম অনুসরণে করা হয়েছে।

**৫.৪ প্রকল্পের অর্থ ব্যয়ের অগ্রগতিঃ** প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৪০৯০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ২৯০১৪.৫৪ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৭০.৯৪%। প্রকল্পের অবশিষ্ট মেয়াদ ১ বছর ২ মাসের মধ্যে অবশিষ্ট ২৯.০৬% অগ্রগতি অর্জন করতে হবে।

**৫.৫ মাছ চাষের জন্য সুফলভোগীদল গঠন ও নিবন্ধনঃ** প্রকল্পের অধীনে প্রতিটি জলাশয়ের জন্য ১টি করে সর্বমোট ২৩৩৬টি দল গঠন করা হয়েছে। **তবে** অধিকাংশ সুফলভোগী দলের নিবন্ধন করা হয়নি। সুফলভোগী দলের নিবন্ধন করা না হলে দলসমূহ টেকসই হবে না।

**৫.৬ জলাশয় খনন পরবর্তী ব্যবহারের অধিকারঃ** আরডিপিপিতে পুন:খননকৃত জলাশয় মাছ চাষের জন্য দরিদ্র সুফলভোগীদলের নিকট কমপক্ষে ৩ বছরের জন্য সরকারি মূল্যে ইজারা প্রদানের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু জলমহল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা অনুযায়ী শুধু নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সংগঠনের নিকট সরকারি জলাশয় ইজারা বা লিজ দেয়ার নিয়ম করা হয়েছে।

**৫.৭ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতিঃ**

**ক) জনবল নিয়োগ:** প্রকল্পের সংস্থান অনুযায়ী সকল জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। অগ্রগতি ১০০%।

**খ) যানবাহন, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয়:** প্রকল্পের সংস্থান অনুযায়ী ১টি জিপ, ৩টি ডাবল কেবিন পিকআপ এবং ১০টি মোটরসাইকেলের মধ্যে ২টি ডাবল কেবিন পিকআপ ব্যতীত অবশিষ্ট যানবাহন ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে।

**গ) প্রকল্পের অধীনে জাল ও পাম্প মেশিন ক্রয়:** আরডিপিপিতে প্রস্তাবিত ৮০টি জাল ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতিসহ ৪০টি পাম্প মেশিন ক্রয়ের প্রক্রিয়া চলমান আছে বলে জানা গিয়েছে।

**ঘ) আসবাবপত্র ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়:** প্রকল্পের সংস্থান অনুযায়ী আসবাবপত্র ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি যথা- ক্যামেরা, ফটোকপিয়ার, কম্পিউটার ইত্যাদি ক্রয় করা হয়েছে।

**ঙ) পুকুর, দিঘি পুন:খনন:** আরডিপিপি অনুযায়ী পুন:খনন লক্ষ্যমাত্রা ৯৪৪.৮২ হেক্টর এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ১৪৬৩৪.৯০ লক্ষ টাকা, আর্থিক অগ্রগতি ৬৬.১২%।

**চ) খাল, বিল, মরানদী ও বরোপিট পুন:খনন:** এ খাতে লক্ষ্যমাত্রা ১৬৫২.৬৯ হেক্টর এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ২২৫৫৬.৩৮ লক্ষ টাকা। এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি ৭৩.৬৪%।

**ছ) জলাশয় খনন কাজে দ্বৈততা:** এ বিষয়ে সকল সুবিধাভোগীগণ মতামত ব্যক্ত করেছেন যে জলাশয় খনন কাজে সমধর্মী অন্যান্য প্রকল্পের সাথে কোন প্রকার দ্বৈততা বা একই জলাশয় একই সময়ে একাধিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পুন:খনন করা হয়নি। সরেজমিন পরিদর্শনেও কোন প্রকার দ্বৈততা পাওয়া যায়নি।

**জ) পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো (পাইপ কালভার্ট) নির্মাণ:** লক্ষ্যমাত্রা ৫০০টি এবং প্রাক্কলিত ১০০০ লক্ষ টাকা। এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি ৮৩.২৫%।

**ঝ) প্রশিক্ষণ প্রদান:** আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা ১৫,০৩৫ জন এবং ১১৭.৪৫ লক্ষ টাকা। এ পর্যন্ত প্রকল্পের অধীনে ১১৭২৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ৯১.৮৪%।

**ঞ) প্রদর্শনী খামার স্থাপন:** লক্ষ্যমাত্রা ৭৮২টি এবং ৭৯২.২৫ লক্ষ টাকা। মার্চ ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি ৬৩.৭৬%।

**ঞ) বৃক্ষরোপণ:** আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা ৭১১৫০টি এবং ১১০.০০ লক্ষ টাকা। মার্চ ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি ৬৭.৩১%।

৩. আরডিপিপির লগফ্রেম অনুযায়ী অনুমিত ফলাফল (Output) এবং অর্জন মাত্রা

| নং | অনুমিত ফলাফল | অর্জন মাত্রা |
|---|---|---|
| ১ | প্রশিক্ষিত জনশক্তি ১৫,০৩৫ জন | পূর্ণ মাত্রায় অর্জিত হবে |
| ২ | প্রদর্শনী মৎস্য খামার স্থাপন-৭৮২টি | পূর্ণ মাত্রায় অর্জিত হবে |
| ৩ | জলাশয় উন্নয়ন ২৫৯৭.৪৩ হেক্টর | পূর্ণ মাত্রায় অর্জিত হবে |
| ৪ | পাইপ কালভার্ট নির্মাণ ৫০০টি | পূর্ণ মাত্রায় অর্জিত হবে |
| ৫ | মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রতি বছর ১০২৩৩.৮৬ মে. টন | প্রকল্পের মেয়াদ শেষে যে সকল জলাশয়ে (৫০% জলাশয়) মাছ চাষ করা হতো না সে সকল জলাশয়ে গড়ে ৪.০ মে.টন হিসাবে প্রায় ৬০০০ মে.টন এবং আংশিক বা মৌসুমী মাছ চাষ হতো সে সকল জলাশয়ে গড়ে ৩.০ টন অতিরিক্ত হিসেবে প্রায় ৪০০০ টনসহ সর্বমোট মাছের উৎপাদন প্রায় ১০,০০০ টনে হবে। অনুমিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে। |
| ৬ | স্থানীয় জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ১৮২০০ জন | ১) পুকুর দিঘিতে গড়ে ৫ জন হিসেবে এবং খাল, বিল মরানদীতে গড়ে ১০ জন হিসেবে প্রাথমিকভাবে ১৫০০০ হতে ২০০০০ জনের প্রত্যক্ষভাবে কর্মসংস্থান হবে।<br>২) মাছ ব্যবসা, পোনা মাছ ও মাছ চাষের ক্রয়-বিক্রয়ে প্রায় সমপরিমাণ (২০০০০-২৫০০০) লোকের পরোক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। অনুমিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে। |

**৫.৮ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনঃ** প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জিত হবে।

**৫.৯ সুফভোগী দলের সঞ্চয় বৃদ্ধি ও মাছ চাষের জন্য পুঁজি গঠন:** সুফলভোগীদলের সঞ্চয় বৃদ্ধির কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি।

**৫.১০ সুফলভোগীদের কর্মসংস্থান ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নঃ** প্রকল্পে প্রত্যাশিত মাত্রার চেয়েও অধিক সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান হবে।

**৫.১১ জলাশয় পুন:খনন কাজের মানঃ** নিবিড় পরিবীক্ষণ অংশগ্রহণকারী প্রায় সকলেই পুন:খনন কাজের মান সন্তোষজনক বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। সমীক্ষা দল কর্তৃক প্রকল্পের তথ্য সংগ্রহকালে বাস্তবেও তা পাওয়া যায়।

**৫.১২ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলাফল:** প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বহুমুখি ইতিবাচক দিক যেমন, মাছ চাষের এলাকা ও উৎপাদন বৃদ্ধি, সরকারি সম্পদ অবৈধ দখল হতে উদ্ধার, পরিবেশ উন্নয়ন, সেচ সুবিধা উন্নয়ন, সারা বছর পানি প্রাপ্তি ও শস্য শাকসবজি চাষ ইত্যাদি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

# ষষ্ঠ অধ্যায়

## সুপারিশ ও উপসংহার

"জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটির অধীনে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন কাজের অগ্রগতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা এবং সুফলভোগীদের তথ্য জরিপ, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, জেলা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাথে নিবিড় সাক্ষাৎকার (KII), বিভিন্ন কাজ সরেজমিন পরিদর্শন এবং আঞ্চলিক কর্মশালা হতে প্রাপ্ত সুপারিশের আলোকে নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করা হল।

### ৬.১ সুপারিশসমূহ

১. **প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ে সমাপ্তকরণঃ** প্রকল্পের অধীনে পুকুর, দিঘি ও অন্যান্য জলাশয় খননের গড় অগ্রগতি ৬৯.৮৮%। এ প্রেক্ষাপটে, প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ (৩০.১২%) প্রকল্প মেয়াদে শেষ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা অতীব জরুরি।

২. **সুফলভোগী দলের নিবন্ধনঃ** সংস্কারকৃত জলাশয়ে মাছ চাষের জন্য গঠিত অধিকাংশ সুফলভোগী দলের নিবন্ধন করা হয়নি। সুফলভোগী দল টেকসই করার জন্য প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে সমবায় বিভাগ অথবা পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের মাধ্যমে নিবন্ধন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

৩. **সুফলভোগী দলের পুঁজি গঠনঃ** প্রকল্পের মেয়াদ শেষে সুফলভোগী দল কারিগরি পরামর্শ ব্যতীত অন্য কোন সহায়তা পাবেন না। ফলে উন্নত পদ্ধতি অবলম্বন করে পুঁজির অভাবে মাছ চাষ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। এ পর্যায়ে যে কোন নির্ভরশীল সংস্থার সাথে মাছ চাষের লভ্যাংশের একটি অংশ সঞ্চয় করে পুঁজি গঠন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৪. **সংস্কারকৃত জলাশয়সমূহ সুফলভোগী দলের নিকট দীর্ঘমেয়াদে ইজারা প্রদানঃ** বর্তমানে সংস্কারকৃত জলাশয়সমূহ বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে ইজারা প্রদান করা হচ্ছে, যা টেকসই মৎস্য উৎপাদনে সহায়তা করবে না। এ পর্যায়ে জলাশয়সমূহ নিবন্ধিত সুফলভোগী দলের নিকট জলমহল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০০৯ অনুসরণে বরাদ্দ দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৫. **সরকার নির্ধারিত মূল্যে সংস্কারকৃত জলাশয় মাছ চাষের জন্য ইজারা/বরাদ্দ প্রদানঃ** জলাশয়সমূহের ইজারা মূল্য প্রতিবছর সর্বনিম্ন ৫% হতে সর্বোচ্চ ২০% পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা টেকসই মৎস্য উৎপাদনের প্রধান প্রতিবন্ধকতা। এ পর্যায়ে জলমহল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০০৯ অনুসরণে সংস্কারকৃত জলাশয়ের ইজারা মূল্য নির্ধারণ করার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৬. **সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের পতিত জলাশয় পুন:খনন ও মাছ চাষের জন্য সমঝোতা স্মারকঃ** পতিত জলাশয় পুন:খনন ও মাছ চাষ ব্যবস্থাপনার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে সমঝোতা স্মারক প্রণয়ন করা হলে পুন:খনন ও মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা সহজ হবে।

৭. **প্রকল্পের অধীনে সৃষ্ট প্রদর্শনী মৎস্যচাষ টেকসইকরণঃ** সুফলভোগী দল পর্যায়ে মৎস্য চাষ প্রদর্শন কার্যক্রম টেকসই নাও হতে পারে। প্রদর্শনী মৎস্য চাষ টেকসই করার লক্ষ্যে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নিবিড় তদারকি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৮. **সংস্কারকৃত জলাশয় দখল ও দূষণ রোধঃ** সংস্কারকৃত জলাশয়সমূহ যাতে প্রভাবশালীগণ পুন:দখল করতে না পারে এবং এবং দূষণ রোধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৯. **বহু সেবাযুক্ত প্রদর্শনী মৎস্য খামার স্থাপনঃ** মৎস্য অধিদপ্তর, বিভাগীয় পর্যায়ে কমপক্ষে একটি করে বহু সেবাযুক্ত প্রদর্শনী মৎস্য খামার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

## ৬.২ উপসংহার

“জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পটি পূর্ণমাত্রায় বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে প্রায় ৩৫০০টি বিভিন্ন প্রকার জলাশয় (পুকুর, দীঘি, খাল, বিল, বরোপিট) মাছ চাষের আওতায় আসবে। এ সকল জলাশয়ের অধিকাংশে পূর্বে মাছ চাষ করা হতো না। এছাড়া দীর্ঘদিন পতিত থাকায় অধিকাংশ জলাশয় আগাছায় পরিপূর্ণ ছিল, ময়লা-আবর্জনা ফেলার আঁধার এবং পরিবেশ দূষণের অন্যতম প্রধান কারণে পরিণত হয়েছিল। অনেক জলাশয় দখলদারদের দখলে চলে গিয়েছিল। এ সকল জলাশয় হতে স্থানভেদে সরকারের যৎসামান্য রাজস্ব আদায় হতো। জলাশয়সমূহ প্রকল্পের অধীনে সংস্কারের ফলে মাছ চাষের আদর্শ স্থানে পরিণত হয়েছে। সংস্কার পরবর্তী সময়ে এ সকল জলাশয় হতে মাছের উৎপাদন গড়ে হেক্টর প্রতি ২.৫-৩.০ মে. টন বৃদ্ধি পেয়েছে। জলাশয় ভেদে ২.০০ লক্ষ টাকা হতে সর্বোচ্চ ১৪.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত রাজস্ব আদায় হচ্ছে। রাজস্ব আদায় সর্বনিম্ন ৫.০% হতে সর্বোচ্চ ৫০% এবং গড়ে ১৪.২% বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পের সুফলভোগীদের মতামত অনুযায়ী গ্রামীণ দরিদ্র মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী, বেকার যুবক, দুঃস্থ মহিলা এবং অন্যদেরও কর্মসংস্থান হচ্ছে। পাশাপাশি মাছ খাওয়ার পরিমাণও প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে প্রকল্পটি গ্রামীণ জনসাধারণের আত্মকর্মসংস্থান, আমিষ জাতীয় খাদ্যের সংস্থান এবং সরকারের রাজস্ব আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। প্রকল্পের অধীনে প্রস্তাবিত ২৫৯৭.৪ হেক্টর জলাশয় পুনঃখনন করে মাছ চাষ করা হলে দেশে প্রায় ১২,০০০ হতে ১৫,০০০ মেঃটন মাছ উৎপাদন হবে। দেশের সকল পতিত জলাশয় সংস্কার করে মাছ চাষের আওতায় আনা সম্ভব হলে বাংলাদেশে মাছ চাষের সাফল্যে আরেকটি নতুন পালক যুক্ত হবে, গ্রামীণ দারিদ্র্য বহুমাত্রায় দূর হবে এবং আমিষ জাতীয় খাদ্যের যোগানে আত্মনির্ভরশীল হবে। এ প্রেক্ষাপটে জেলা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে অথবা Baseline জরিপ করে দেশের সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল খাস ও পতিত জলাশয়ের তালিকা প্রস্তুতপূর্বক মাছ চাষের আওতায় আনার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

**সংযুক্তি-১**

# "জলশায় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য খানা জরিপ (সুফলভোগী) প্রশ্নমালা

**ভূমিকা**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দেশের সুষম ও টেকসই উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) সরকারের বিভিন্ন সংস্থা ও বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ও বাস্তবায়িত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম নিবিড় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে থাকে। এ পরিপ্রেক্ষিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাংলাদেশ মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা পরিচালনা করার জন্য ডাটা ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস এ বিষয়ে বাস্তব তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নমালা তৈরি করেছে। আপনার সহযোগিতা ও সঠিক উত্তর প্রকল্পটির অগ্রগতি ও প্রভাব নির্ণয়ে সহায়ক হবে।

## ক. তথ্যসংগ্রহের এলাকা/স্থান

১। বিভাগ :_____ ২। জেলা: _____

৩। উপজেলা:_____ ৪। ইউনিয়ন:_____

৫। গ্রাম:_____ ৬। স্কীম:_____

## খ. উত্তরদাতার পারিবারিক তথ্যাদি

১। উত্তরদাতার নাম: ---------- ২। লিঙ্গঃ *১. পুরুষ ২. মহিলা* [ ]

৩। পিতা / মাতা/ স্বামীর নাম: ----------

৪। ফোন/মোবাইল: ----------

৫। বয়স (বছর):---------- [ ]

৬। বৈবাহিক অবস্থাঃ [*কোডঃ ১. অবিবাহিত ২. বিবাহিত ৩.বিধবা ৪. তালাকপ্রাপ্ত ৫. বিচ্ছিন্ন* [ ]

৭। পেশাঃ ১. মাছ চাষি ২. মৎস্যজীবী. *৩. মাছ বিক্রেতা* ৪. আড়ৎদার, ৫. কৃষক ৬. চাকুরি [ ]
৭. রিক্সা/ভ্যান চালক, *৮. ব্যবসায়ী সবজি/ফল বিক্রেতা ৯. ছোট দোকানদার ৯৯. অন্যান্য.....*

৮। শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ *১. অক্ষরজ্ঞানহীন ২. ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ৩. ৬ষ্ঠ হতে ৮ম শ্রেণি ৪. দশম শ্রেণির নিচে* [ ]
*৫.এসএসসি/দাখিল/সমমান পাশ ৬. এইচএসসি/সমমান পাশ ৭. স্নাতক বা তার উপরে*

৯। ক) বর্তমানে পরিবারের সদস্য সংখ্যা কত জন? পুরুষ_____মহিলা_____
খ) স্কুলে যায় এমন ছেলের সংখ্যা_____মেয়ের সংখ্যা_____

১০। আপনার পরিবারের বাৎসরিক আয় কত টাকা----------ব্যয় কত টাকা----------

## গ. মাছ চাষ সংক্রান্ত

১. জলাশয়ের ধরন: *১. পুকুর দিঘি, ২. মরানদী, ৩. খাল/বিল, ৪. বরোপিট খাল* [ ]

২. আপনি কত মাস আগে এ জলাশয়ের সাথে যুক্ত হয়েছেন? ----------মাস [ ]

৩. পুনঃখনন করার পূর্বে কি এ জলাশয়ে মাছ চাষ করা হতো? ১. হ্যাঁ ২.না [ ]

৪. মাছ চাষ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব কার? [ ]
১. একক ২. কমিটির সদস্য সচিব/সভাপতি ৩. মসজিদ/মন্দির কমিটির ৪. অন্যান্য----------

৫. আপনাদের কমিটি/সমিতির সদস্য সংখ্যা কত জন? .....জন [ ]

৬. এ জলাশয়ের সাথে যুক্ত হয়ে কিভাবে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হয়েছে বলে মনে করেন?
---

৭. এ জলাশয়টি সঠিকভাবে খনন করা হয়েছে কি না? ১. হ্যাঁ ২.না

৮. উত্তর হ্যাঁ হলে কত ফুট গভীর করা হয়েছে?----------ফুট [ ]

৯. আপনার পুকুর/জলাশয়ে কোন প্রজাতির মাছ চাষ করেন?(একাধিক উত্তর হতে পারে)
১. রুই, ২. কাতলা, ৩. মৃগেল, ৪. সিলভার কার্প, ৫. পাংগাস, ৬. গ্রাসকার্প, ৭. থাই/রাজপুটি, ৮. কই, ৯. শিং, ১০. মাগুর, ১১. শোল, ১২. বোয়াল ১৩. গুলশা, ১৮, টেংরা, ১৫. পাবদা

১০. এ জলাশয়টি সংস্কার করার ফলে সমাজের কোন ধরনের মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে?
(একাধিক উত্তর হতে পারে)
১. গ্রামীণ দরিদ্র্য মৎস্যচাষিদের, ২. মৎস্যজীবীদের, ৩. বেকার যুবকদের, ৪. দুস্থ মহিলাদের ৫. অন্যান্য----------

১১. এ জলাশয়ের সাথে যুক্ত হয়ে আপনার কত ভাগ আয় বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে করেন----------%

## ঘ. মাছের উৎপাদন ও আয়/ব্যয়

১. পুকুর/ জলাশয়ে শতাংশ প্রতি মাছের বার্ষিক উৎপাদন কত কেজি?বর্তমানে----------কেজি,
প্রকল্প পূর্ব---------- কেজি

২. পুকুর/জলাশয়ে মোট আয় কত টাকা? বর্তমানে টাকা---------- প্রকল্প পূর্বে---------- টাকা

## ঙ. প্রশিক্ষণ বিষয়ক প্রশ্নাবলি

১. মাছ চাষের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কি? ১. হ্যাঁ ২.না

২. কোন জায়গা হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন?
১.উপজেলায়, ২. মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৩. মৎস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান. ৪. ইউনিয়ন পর্যায়ে

৩. প্রশিক্ষণের সময়সীমা কত দিন ছিল.....দিন

৪. প্রশিক্ষণের মান কেমন ছিল? ১. চলন সই ২. ভাল ৩. খুবই ভাল ৪.মোটামুটি ৫. খারাপ

৫. প্রশিক্ষণের মান খারাপ হলে তার কারণ কি?
১. প্রশিক্ষণের সময় কম ছিল, ২. প্রশিক্ষকদের আন্তরিকতার অভাব ছিল, ৩. প্রশিক্ষকদের দক্ষতার অভাব ছিল
৪. উপযুক্ত সময়ে প্রশিক্ষণ না হওয়া, ৫. হাতে কলমে প্রশিক্ষণ না হওয়া

৬. পুকুর/জলাশয়ে মাছ চাষের জন্য প্রকল্প হতে হিসাব সংরক্ষণ/পরিদর্শনের খাতা/নোটবুক, বুকলেট/লিফলেট দেয়া হয়েছে কিনা? ১. হ্যাঁ ২.না

৭. মাছে চাষের জন্য প্রকল্প হতে কি কি উপকরণ পেয়েছেন।.....

৮. বর্তমানে সপ্তাহে কত পরিমাণ মাছ খান----------কেজি, প্রকল্প পূর্বে সময়ে সপ্তাহে কত পরিমাণ মাছ খেতেন--------কেজি

৯. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে হারিয়ে যাওয়া মাছ যেমন দেশী পুটি, চিতল, ফলী ইত্যাদি নতুনভাবে পাওয়া যাচ্ছে কি না? ১. হ্যাঁ ২.না

১০. উত্তর হ্যা হলে মাছের নাম বলুন: ----------

১১. প্রকল্পের ভালদিক সম্পর্কে আপনার মতামত দিন
---
---

১২. প্রকল্পের মন্দদিক সম্পর্কে আপনার মতামত দিন
---
---

---

তথ্যসংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষর---------- সুপারভাইজারের নাম ও স্বাক্ষর----------

মোবাইল নং---------- মোবাইল নং----------

তারিখ: ---------- তারিখ: ----------

**সংযুক্তি-২**

# নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার (KII) চেকলিষ্ট

(জেলা/সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাদের জন্য) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উত্তর প্রদান করবেন)

উত্তরদাতার নাম----------পদবি----------

জেলা:----------উপজেলা:----------

ফোন/মোবাইল----------তারিখ----------

১ আপনার জেলা/উপজেলায় এ প্রকল্পের অধীনে কতটি জলাশয় খনন করে মৎস্যচাষ করা হচ্ছে?

পুকুর----------টি আয়তন---------শতাংশ , খাল/বিল--------টি আয়তন---------শতাংশ

মরানদী--------টি আয়তন---------শতাংশ, বরোপিট ----------টি আয়তন---------শতাংশ

মোট-------টি আয়তন---------শতাংশ

২। প্রকল্পের সুফলভোগী কিভাবে নির্বাচন করা হয়েছে?

৩। প্রকল্প এলাকার সকল সুবিধাভোগীদের সংগঠন তৈরি করা হয়েছে কি না ? ১. হ্যাঁ ২.না

৪। সুফলভোগী সংগঠনের আইনগত কোন ভিত্তি (Registration with social welfare/department of cooperative) আছে কি না?

৫। সুফলভোগীগণ কিভাবে মাছ চাষের ব্যয় নির্বাহ ও লভ্যাংশ বিতরণ করে থাকে?

.....

৬। বাস্তবায়ন পূর্ববর্তী জলাশয়ের অবস্থা/উৎপাদন:-

.....

.....

৭। বাস্তবায়ন পরবর্তী জলাশয়ের অবস্থা/উৎপাদন:-

.....

.....

৮। কর্ম সংস্থান সৃষ্টি .....

৯। সুফলভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে কিনা? ১. হ্যাঁ ২.না

হলে প্রকল্প পূর্ব সময়ের কত ভাগ (%)----------

১০। প্রকল্পের অধীনে কোন কোন পদ্ধতির মৎস্য চাষের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে?

---

---

১১। প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে বুকলেট/ লিফলেট প্রদান করা হয়েছে কিনা? ১. হ্যাঁ ২.না

১২। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ফলে মাছের উৎপাদন কি পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে? ----------কেজি/প্রতি শতাংশ

১৩। প্রকল্পের অধীনে উচ্চফলনশীল ও উচ্চ বাজার মূল্যের মাছ চাষ করা হচ্ছে কি না? ১. হ্যাঁ ২.না

১৪। প্রদর্শনী খামারে কি কি সেবা দেয়া হয়?

---

১৫। প্রকল্পের মেয়াদ শেষে প্রদর্শনী খামার টেকসই করার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার?

---

---

১৬। প্রকল্পের কোন স্থানে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে?

১৭। গাছের চারা রোপনের বিষয়ে বন অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ বা সমঝোতা স্বারক স্বাকর হয়েছে কিনা? ১. হ্যাঁ ২.না

---

১৮। প্রকল্পটি পরিবেশ উন্নয়নে কিভাবে সহায়তা করছে বলে মনে করেন?

---

১৯। আপনার উপজেলায় সকল খাস জলাশয় প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কি না?

উত্তর না হলে কত পরিমাণ বাকী আছে? ----------টি ----------একর

২০। আপনার উপজেলায় খাস জলাশয়ের পূর্ণাঙ্গ তালিকা আছে কিনা? ১. হ্যাঁ ২.না

২১। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে কিভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে?

---

২২। প্রকল্পে বাস্তবায়নের ফলে সুফলভোগীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা হবে কি না? ১. হ্যাঁ ২.না

২৩। প্রকল্পের সবল ও দূর্বলদিক, সুযোগ এবং ঝুঁকিসমূহ উল্লেখ করুন

সবল দিকসমূহ

---

---

---

দূর্বল দিকসমূহ

---

---

সুযোগসমূহ

---

---

ঝুঁকিসমূহ

---

---

২৪। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কি কি সমস্যার উদ্ভব হয়েছে?

---

---

২৫। প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার জন্য আপনার সুপারিশসমূহ উল্লেখ করুন?

---

---

সহযোগিতার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম……..স্বাক্ষর……

মোবাইল নম্বর …….. তারিখ ……..

**সংযুক্তি-৩**

# (উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের জন্য) (KII) চেকলিষ্ট

উত্তরদাতার নাম----------পদবি----------

জেলা:----------উপজেলা:----------

ফোন/মোবাইল----------তারিখ----------

১। আপনার উপজেলায় এ প্রকল্পের অধীনে কতটি জলাশয় পুন:খনন করে মৎস্য চাষ করা হচ্ছে?

পুকুর----------টি আয়তন---------শতাংশ, খাল/বিল--------টি আয়তন---------শতাংশ

মরানদী--------টি আয়তন---------শতাংশ , বরোপিট ----------টি আয়তন---------শতাংশ

মোট-------টি আয়তন---------শতাংশ

২। আপনার উপজেলায় সকল পতিত খাস জলাশয় প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কি না? ১. হ্যাঁ ২.না

৩। আপনার উপজেলায় আর কতটি সংস্কারযোগ্য খাস জলাশয় পতিত আছে?----------টি, আয়তন----------একর

৪। প্রকল্পের অধীনে সংস্কারকৃত জলাশয়সমূহ মাছ চাষের জন্য কোন পদ্ধতিতে ইজারা দেয়া হয়?

৫। প্রতি বছর ইজারা মূল্য বৃদ্ধি করা হয় কি না? ১. হ্যাঁ ২.না

হ্যাঁ হলে কত % বৃদ্ধি করা হয়।

৬। আপনার উপজেলায় এ প্রকল্পের অধীনে সংস্কারকৃত জলাশয় হতে বর্তমানে কত টাকা রাজস্ব আদায় হচ্ছে---------- টাকা

৭। আপনার উপজেলায় এ প্রকল্পের অধীনে সংস্কারকৃত জলাশয় হতে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে কি না? ১. হ্যাঁ ২.না

৮। উত্তর হ্যাঁ হলে কত % বৃদ্ধি পেয়েছে? ----------%

৯। আপনার উপজেলায় এ প্রকল্পের অধীনে যে সকল জলাশয় পুন:খনন করা হয়েছে তার মান কেমন?

১০। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে অন্য কোন সংস্থা জলাশয়/জলাশয়সমূহ খনন করেছিল কি না? ১. হ্যাঁ ২.না

১১। প্রকল্পের অধীনে খননকৃত জলাশয়ের পাড়ে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে কি না? ১. হ্যাঁ ২.না

১২। অন্যকোন প্রকল্পের অধীনে খননকৃত জলাশয়ের পাড়ে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছিল কি না? ১. হ্যাঁ ২.না

হ্যাঁ হলে, সংস্থার নাম বলুন----------

১৩। আপনি খননকৃত জলাশয়ে মাছ চাষ পরির্শন করেছেন কিনা? ১. হ্যাঁ ২.না

উত্তর হ্যাঁ হলে মাছ চাষ সম্পর্কে আপনার মতামত প্রদান করুন

---

১৪। প্রকল্পটির বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক ও কৃষি ক্ষেত্রে প্রভাব সম্পর্কে অনুগ্রহপূর্বক আপনার মতামত দিন

১. ----------

২. ----------

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম……..স্বাক্ষর……

মোবাইল নম্বর …….. তারিখ ……...

**সংযুক্তি-৪**

# "জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার এফজিডি চেকলিষ্ট

**(সুবিধাভোগী/স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে)**

সভার স্থান----------তারিখ----------

উপজেলা----------জেলা----------বিভাগ----------

| অংশগ্রহণকারীদের নাম | পেশা | ঠিকানা | মোবাইল নং | স্বাক্ষর |
|---|---|---|---|---|
| ১. | | | | |
| ২. | | | | |
| ৩. | | | | |
| ৪. | | | | |
| ৫. | | | | |
| ৬. | | | | |
| ৭. | | | | |
| ৮. | | | | |
| ৯. | | | | |
| ১০. | | | | |
| ১১. | | | | |
| ১২. | | | | |

১। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আমিষের চাহিদা পূরণে কতটুকু সক্ষম হবে বলে আপনারা মনে করেন? এ সম্পর্কে আপনাদের মতামত ব্যক্ত করুন।

২। আপনারা কি মনে করেন এই প্রকল্পের সাথে যুক্ত হয়ে আপনাদের আর্থিক লাভ হয়েছে বা হবে?

৩। আপনারা কি মনে করেন এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে দেশে মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে?

৪। মাছের উৎপাদন আগের চেয়ে কত % বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করেন?

৫। প্রকল্পটি বাস্তাবয়নের ফলে এলাকায় মাছ চাষ ছাড়া অন্যান্য কি উপকার হবে বলে মনে করেন?

৬। আপনাদের কি মনে হয় এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকার মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নতি হবে?

৭। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে?

৮। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে দারিদ্র্য বিমোচন হবে কি না?

৯। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে মহিলাদের কর্মসংস্থান হয়েছে বা হবে কি না?

১০। ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজন আছে কি না?

১১। এই প্রকল্পের কিছু ভালদিক ও মন্দদিক সম্পর্কে বলুন

সংযুক্তি-৫

# পরিদর্শনের চেকলিষ্ট

## ক. খননকৃত পুকুর, দিঘি, খালবিল, মরানদী বরোপিট পরিদর্শন

১. জলাশয়ের ধরন: পুকুর, দিঘি, খালবিল, মরানদী বরোপিট

২. জলাশয়ের অবস্থান: জেলা: ----------:উপজেলা:----------গ্রাম:----------

৩. জলাশয় ব্যবস্থাপকের নাম: ----------মোবাইল নং:----------

৪. জলাশয়ের বর্তমান আয়তন: দৈঘ্য:----------ফুট, প্রস্থ: ----------ফুট গড় গভীরতা----------

৫. খননপূর্ব জলাশয়ের আয়তন: দৈঘ্য:----------ফুট, প্রস্থ: ----------ফুট গড় গভীরতা----------

৬. জলাশয় খননের মাটি কোথায় রাখা হয়েছে: ১. পাড় বাঁধাই, ২. রাস্তা মেরামত, ৩. অন্যান্য--------

৭. জলাশয়ের পাড়ে বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ/না

৮. কোন জাতের গাছ রোপণ করা হয়েছে----------মোট কতটি----------

৯. জলাশয়ের চার পাশে সীমানা পিলার, প্রকল্পের নামসহ সাইনবোর্ড আছে কিনা?

(সাইনবোডসহ জলাশয়ের ছবি তারিখসহ)

১০. জলাশয়টি ইতোপূর্বে খনন করা হয়েছিল কি না? **উত্তর** হ্যাঁ হলে সংস্থার নাম---------ও খননের তারিখ-------

## খ. প্রদর্শনী খামার পরিদর্শনের চেকলিষ্ট

১. প্রদর্শনী খামারের নাম: ----------

২. জেলা: ----------:উপজেলা:----------

৩. খামারের মোট আয়তন: ----------শতাংশ

৪. পুকুরের সংখ্যা----------মোট আয়তন:----------শতাংশ

৫. কোন ধরনের মাছ চাষ প্রদর্শন করা হয়?----------

৬. প্রদর্শনী খামার হতে কি কি সেবা দেয়া হয়?

১. উন্নত মাছ চাষ প্রদর্শন ২. মাছ চাষের প্রশিক্ষণ, ৩.উন্নত জাতের চারা পোনা বিক্রয়, ৪.বুকলেট/লিফলেট বিতরণ ৫. প্রকল্প প্রণয়নে সহায়তা ৬. অন্যান্য পরামর্শ----------

৭. খামার পরিদর্শনে কোন শ্রেণির দর্শনার্থী আগমন করেন?

৮. খামার পরিদর্শন করে মাছ চাষিগণ কিভাবে উপকৃত হচ্ছেন?

৯. খামারসমূহ টেকসইকরণের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন?

**গ. পাইপ কালভার্ট পরিদর্শনের চেকলিষ্ট**

১. পাইপ কালভার্ট স্থাপনের এলাকার নাম/প্রকল্পের নাম ও ঠিকানাঃ----------

২. পাইপ কালভার্টের দৈঘ্য---------- ফুট, প্রস্থ ----------ফুট, ডায়ামিটার----------ফুট

৩. পাইপ কালভার্ট উন্মুক্ত অথবা পানি চলাচল নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা আছে কি না?

৪. বর্তমান অবস্থা (চালু আছে/অচল/মেরামতের প্রয়োজন)

৫. পাইপ কালভার্ট দেখা শুনা কে করেন?

৬. পানি চলাচল দেখা শুনা ও পরিচচা কে করেন?

৭. পাইপ কালভার্ট স্থাপনের উপকারিতাসমূহ

৮. পাইপ কালভার্ট স্থাপনের অপকারিতাসমূহ

**৯.** পাইপ কালভার্ট নিমাণের গুণগত মান যাচাই

**সংযুক্তি-৬**

## ক্রয় সংক্রান্ত চেকলিস্ট
## (প্রতিটি প্যাকেজের জন্য আলাদা আলাদা চেক লিস্ট ব্যবহার করা হবে)

| ক্রমিক নং | বিষয় | উত্তর/মন্তব্য লিখুন |
|---|---|---|
| ১ | প্রকল্পের নাম | |
| ২ | মন্ত্রণালয়/বিভাগ | |
| ৩ | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | |
| ৪ | দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম ও লট/প্যাকেজ নং (ক্রমিক অনুসারে) | |
| ৫ | অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় পদ্ধতি | |
| ৬ | অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরন | |
| ৭ | দরপত্র প্রস্তুত করণের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে কিনা? | ১. হ্যাঁ ২.না |
| ৮ | নির্দেশনা প্রস্তুতকরণে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা? | ১. হ্যাঁ ২.না |
| ৯ | দরপত্র প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয়/আন্তর্জাতিক) **(বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকার নামসহ তারিখ এবং ওয়েব সাইট'এর নাম)** | ১।পত্রিকার নামঃ (বাংলা)----------<br>তারিখঃ----------<br>২।পত্রিকার নামঃ (ইংরেজি)----------<br>তারিখঃ----------<br>৩। সিপিটিইউ ওয়েব সাইট ----------<br>তারিখঃ---------- |
| ১০ | দরপত্র বিক্রয় শুরু এবং শেষ তারিখ ও সময় | শুরু----------শেষ----------তারিখঃ<br>সময়ঃ |
| ১১ | বিক্রয়কৃত দরপত্রের সংখ্যা | ----------টি |
| ১২ | প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা | ----------টি |
| ১৩ | মুল্যায়ন সমাপ্তির তারিখ | |
| ১৪ | দরপত্র খোলার তারিখ ও সময় | তারিখঃ সময়ঃ |
| ১৫ | দরপত্র খোলার সময় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা | ----------জন |
| ১৬ | সিএস কমিটির সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর আছে কি না? | ১. হ্যাঁ ২.না |
| ১৭ | দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ | / / |
| ১৮ | মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা | ----------জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা----------জন |
| ১৯ | উপস্থিত সদস্য সংখ্যা | ---------- জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা----------জন |
| ২০ | জামানত রাখা হয়েছিল কি না? (ব্যাংক পে-অর্ডার, চালান ইত্যাদি) | ১. হ্যাঁ ২.না |
| ২১ | রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা | ---------- টি |
| ২২ | মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের তারিখ | |
| ২৩ | Notification of Award প্রদানের তারিখ | ----------তারিখ |
| ২৪ | প্রস্তাবকৃত মূল্য (ডিপিপি/আরডিপিপি) | ----------টাকা |
| ২৫ | চুক্তি মূল্য | ----------টাকা |
| ২৬ | কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম | |
| ২৭ | চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ | |
| ২৮ | ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ | |
| ২৯ | চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ | |

| ক্রমিক নং | বিষয় | উত্তর/মন্তব্য লিখুন |
|---|---|---|
| ৩০ | চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ | |
| ৩১ | প্রকৃত কাজ শেষের তারিখ | |
| ৩২ | সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে কি?<br>হলে কতদিন বৃদ্ধি ; এবং সময় বৃদ্ধির কারণ; | |
| ৩৩ | সরবরাহকৃত পণ্য/মালামালের ওয়ারেন্টি আছে কিনা ? | ১. হ্যাঁ ২.না |
| ৩৪ | ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর কোন ব্যত্যয় হয়েছে কি না? | ১. হ্যাঁ ২.না |
| ৩৫ | যদি হয়ে থাকে তবে তার কারণ উল্লেখ করুণ | ---------- |
| ৩৬ | ক্রয় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সংরক্ষিত আছে কি না ? | ১. হ্যাঁ ২.না |
| ৩৭ | ক্রয়কৃত মালামাল রিসিভ পদ্ধতি | |
| ৩৮ | ক্রয় সংক্রান্ত কোন প্রকার অডিট আছে কিনা? | হ্যাঁ<br>না |
| ৩৯ | অডিট আপত্তি থাকলে কতটি আপত্তি আছে এবং কতটি নিস্পন্ন হয়েছে? | আপত্তির সংখ্যা----------টি<br>নিষ্পত্তির সংখ্যা----------টি |
| ৪০ | অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি না হয়ে থাকলে তার কারণ? | ----------<br>---------- |

**সংযুক্তি-৭**

## বিভাগ, জেলা, উপজেলা ওয়ারী প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা

| ক্র নং | বিভাগের নাম | জেলার নাম | উপজেলার নাম |
|---|---|---|---|
| ১ | ঢাকা | ১. কিশোরগঞ্জ | ১. ইটনা, ২. কটিয়াদি, ৩. করিমগঞ্জ, ৪. কুলিয়ারচর, ৫. তাড়াইল, ৬. নিকলী, ৭. পাকুন্দিয়া, ৮.বাজিতপুর, ৯. ভৈরব, ১০.মিঠামইন, ১১. হোসেনপুর |
| | | ২. গাজীপুর | ১. কাপাসিয়া, ২. কালীগঞ্জ, ৩.কালিয়াকৈর, ৪. শ্রীপুর |
| | | ৩. গোপালগঞ্জ | ১.কাশিয়ানি, ২. কোটালিপাড়া, ৩. গোপালগঞ্জ সদর, ৪. টুঙ্গীপাড়া, ৫. মুকসদপুর, |
| | | ৪. টাঙ্গাইল | ১. কালীহাতী, ২.গোপালপুর, ৩. ঘাটাইল, ৪. টাঙ্গাইল সদর, ৫. ধনবাড়ি, ৬. নাগরপুর, ৭. বাসাইল, ৮. ভুয়াপুর, ৯. মধুপুর, ১০. সখিপুর |
| | | ৫. ঢাকা | ১. দোহার, ২. নবাবগঞ্জ |
| | | ৬. নারায়নগঞ্জ, | ১. রুপগঞ্জ |
| | | ৭.নরসিংদী | ১. নরসিংদী সদর, ২. পলাশ, ৩. রায়পুরা, ৪. শিবপুর |
| | | ৮. ফরিদপুর, | ১. আলফাডাঙ্গা, ২. নগরকান্দা, ৩. ফরিদপুর সদর, ৪. ভাঙ্গা, ৫. মধুখালী, ৬.সালথা |
| | | ৯. রাজবাড়ি | ১. কালুখালী, ২. গোয়ালনন্দ, ৩. পাংশা, ৪. বালিয়াকান্দি, ৫. রাজবাড়ি সদর |
| | | ১০. মাদারীপুর | ১. কালকিনি, ২. মাদারীপুর সদর, ৩. রাজৈর, ৪. শিবচর |
| | | ১১. মানিকগঞ্জ | ১. দৌলতপুর, ২. মানিকগঞ্জ সদর, ৩. শিবালয় |
| | | ১২. মুন্সীগঞ্জ | ১. টঙ্গিবাড়ি |
| | | ১৩. শরীয়তপুর | ১. গোসাইরহাট, ২. ভেদরগঞ্জ |
| ২ | ময়মনসিংহ | ১. জামালপুর | ১. দেওয়ানগঞ্জ, ২. মাদারগঞ্জ, ৩. মেলেন্দাহ, ৪. সরিষাবাড়ি, |
| | | ২. নেত্রকোণা | ১. আটপাড়া, ২. কেন্দুয়া, ৩. কলমাকান্দা, ৪. খালিয়াজুরি, ৫. দূর্গাপুর, ৬. নেত্রকোণা সদর, ৭. পূর্বধলা, ৮. বারহাট্রা, ৯. মোহনগঞ্জ, ১০. মদন |
| | | ৩.ময়মনসিংহ | ১. ঈশ্বরগঞ্জ, ২. গৌরিপুর, ৩. ত্রিশাল, ৪. নান্দাইল, ৫. ময়মনসিংহ সদর, ৬. হালুয়াঘাট |
| | | ৪.শেরপুর | ১. ঝিনাইগাতী, ২. নকলা, ৩. নালিতাবাড়ি, ৪. শেরপুর সদর |
| ৩ | চট্রগ্রাম | ১. কক্সবাজার | ১. কক্সবাজার সদর, ২. মহেষখালী, ৩. রামু, |
| | | ২. কুমিল্লা | ১. আদর্শ সদর, ২. চান্দিনা, ৩. চৌদ্দগ্রাম, ৪. মনোহরগঞ্জ, ৫. লাকসাম, ৬. দেবীদ্বার, ৭. নাঙ্গালকোট, ৮. ব্রাহ্মণপাড়া, ৯. সদর দক্ষিণ |
| | | ৩. চাঁদপুর | ১. কচুয়া, ২. চাঁদপুর সদর, ৩. ফরিদগঞ্জ ৪.মতলব উত্তর, ৫. মতলব দক্ষিণ |
| | | ৪. চট্টগ্রাম | ১. সন্দ্বীপ, ২. চন্দনাইশ, ৩.হাটহাজারী, ৪. বোয়ালখালী, ৫.মীরসরাই, ৬.রাউজান, ৭. সীতাকুন্ড |
| | | ৫. নোয়াখালী | ১. কোম্পানীগঞ্জ, ২. কবিরহাট, ৩. চাটখিল, ৪. নোয়াখালী সদর ৫. বেগমগঞ্জ, ৬. সেনবাগ, ৭. সোনাইমুড়ী, ৮. হাতিয়া |
| | | ৬.ফেনী | ১. ফেনীসদর, ২. পরশুরাম, ৩.ফুলগাজী |
| | | ৭. ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ১. নাছিরনগর, ২. সরাইল |
| | | ৮. লক্ষীপুর | ১. রামগঞ্জ, ২. রামগতি, ৩. রায়পুর, ৪. লক্ষীপুর সদর, |
| ৪ | খুলনা | ১. কুষ্টিয়া | ১.কুমারখালী, ২. কুষ্টিয়া সদর, ৩. খোকসা, ৪. দৌলতপুর, ৫. ভেড়ামারা, ৬.মিরপুর |
| | | ২. খুলনা | ১. কয়রা, ২.ডুমুরিয়া, ৩. তেরখাদা, ৪. দাকোপ, ৫. দিঘলিয়া, ৬. পাইকগাছা, ৭. ফুলতলা, ৮.বটিয়াঘাটা, ৯. রুপসা, |
| | | ৩. চুয়াডাঙ্গা | ১. আলমডাঙ্গা, ২. চুয়াডাঙ্গা সদর, ৩. জীবননগর, ৪. দামুড়হুদা |
| | | ৪. ঝিনাইদহ | ১. কালীগঞ্জ, ২.কোটচাঁদপুর, ৩. ঝিনাইদহ সদর, ৪. মহেষপুর, ৫. শৈলকুপা, ৬. হরিনাকুন্ড, |
| | | ৫. যশোর | ১. অভয়নগর, ২, কেশবপুর, ৩.চৌগাছা, ৪.ঝিকরগাছা, ৫.যশোর সদর, ৬.মনিরামপুর, ৭.শার্শা |
| | | ৬. নড়াইল | ১. কালিয়া, ২.লোহাগড়া, ৩. নড়াইল সদর |
| | | ৭. বাগেরহাট | ১. কচুয়া, ২. বাগেরহাট সদর, ৩. মোল্লাহাট, ৪. রামপাল, ৫. শরণখোলা, ৬. মোড়েলগঞ্জ, ৭. চিতলমারী, |
| | | ৮. মাগুরা | ১. মাগুরা সদর, ২. মোহাম্মদপুর, ৩. শালিখা, ৪. শ্রীপুর |
| | | ৯. মেহেরপুর | ১. গাংনী, ২. মেহেরপুর সদর, ৩. মুজিবনগর, |

| ক্র নং | বিভাগের নাম | জেলার নাম | উপজেলার নাম |
|---|---|---|---|
| | | ১০. সাতক্ষীরা | ১. কালীগঞ্জ, ২. শ্যামনগর, ৩. সাতক্ষীরা সদর, ৪. তালা |
| ৫ | রাজশাহী | ১. চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ১. গোমস্তাপুর, ২. নাচল, ৩. ভোলাহাট |
| | | ২. জয়পুরহাট | ১. আক্কেলপুর, ২. কালাই, ৩. জয়পুরহাট সদর, |
| | | ৩. নওগাঁ | ১. আত্রাই, ২. ধামইরহাট, ৩. নওগাঁ সদর, ৪. নিয়ামতপুর, ৫. পোরশা, ৬.পত্নীতলা, ৭. বদলগাছী, ৮. মান্দা, ৯. মহাদেবপুর, ১০. সাপাহার |
| | | ৪. নাটোর | ১. গুরুদাসপুর, ২. নাটোর সদর, ৩.বড়াইগ্রাম, ৪. লালপুর, ৫. শিংড়া, |
| | | ৫. পাবনা | ১. আটঘরিয়া, ২. ঈশ্বরদী, ৩. চাটমোহর, ৪. পাবনা সদর, ৫. ফরিদপুর, ৬. বেড়া, ৭. ভাঙ্গুড়া, ৮. সুজানগর |
| | | ৬. বগুড়া | ১. কাহালু, ২. গাবতলী, ৩. দুপচাচিয়া, ৪. ধুনট, ৫. নন্দীগ্রাম, ৬. বগুড়া সদর, ৭. শাহজাহানপুর, ৮. শিবগঞ্জ, ৯. শেরপুর, ১০. সারিয়াকান্দি, ১১. সোনাতলা |
| | | ৭. রাজশাহী | ১. গোদাগাড়ি, ২. চারঘাট, ৩. বাঘা, ৪. দূর্গাপুর, ৫. পুটিয়া |
| | | ৮. সিরাজগঞ্জ | ১. উল্লাপাড়া, ২. কাজিপুর, ৩. কামারখন্দ, ৪. চৌহালী, ৫. তাড়াশ, ৬. বেলকুচি, ৭. রায়গঞ্জ, ৮. শাহজাদপুর, ৯. সিরাজগঞ্জ সদর, |
| ৬ | রংপুর | ১. কুড়িগ্রাম | ১. উলিপুর, ২. কুড়িগ্রাম সদর, ৩. চিলমারী, ৪. নাগেশ্বরী, ৫. ফুলবাড়ি, ৬. রাজারহাট, ৭.রৌমারি, ৮. রাজিবপুর, |
| | | ২. গাইবান্ধা | ১.গাইবান্ধা সদর, ২. গোবিন্দগঞ্জ, ৩. পলাশবাড়ি, ৪. ফুলছড়ি, ৫.সাঘাটা, ৬. সাদুল্যাপুর, ৭. সুন্দরগঞ্জ, |
| | | ৩. রংপুর | ১. পীরগঞ্জ ২. কাউনিয়া, ৩. গঙ্গাচড়া, ৪. তাড়াগঞ্জ, ৫. পীরগাছা, ৬.বদরগঞ্জ, ৭. মিঠাপুকুর, ৮. রংপুর সদর, |
| | | ৪. ঠাকুরগাঁও | ১ ঠাকুরগাঁও সদর, ২. বালিয়াডাঙ্গী, ৩. রাণীশংকৈল, ৪. হরিপুর, |
| | | ৫. দিনাজপুর | ১. কাহারোল, ২. খানসামা, ৩. ঘোড়াঘাট, ৪. চিরির বন্দর, ৫. দিনাজপুর সদর, ৬. পার্বতীপুর, ৭. ফুলবাড়ি, ৮. বিরামপুর, ৯. বিরল, ১০. বীরগঞ্জ, ১. বোচাগঞ্জ, |
| | | ৬. নীলফামারী | ১. কিশোরগঞ্জ, ২. জলঢাকা, ৩. ডিমলা, ৪. ডোমাড়, ৫. নীলফামারী সদর. ৬. সৈয়দপুর |
| | | ৭. পঞ্চগড় | ১. আটোয়ারী, ২. তেঁতুলিয়া, ৩. দেবীগঞ্জ, ৪. পঞ্চগড় সদর, ৫. বোদা, |
| | | ৮.লালমনিরহাট | ১. আদিতমারী, ২. কালীগঞ্জ, ৩. পাটগ্রাম, ৪. লালমনিরহাট সদর, ৫. হাতীবান্ধা, |
| ৭ | সিলেট | ১. মৌলভীবাজার | ১. কমলগঞ্জ, ২. বড়লেখা, ৩. মৌলভীবাজার সদর |
| | | ২. সিলেট | ১. কানাইঘাট, ২. কোম্পানীগঞ্জ, ৩. গোলাপগঞ্জ, ৪. গোয়াইনঘাট, ৫.বিশ্বনাথ, ৬.বিয়ানীবাজার, ৭. সিলেট সদর |
| | | ৩. সুনামগঞ্জ | ১.জামালগঞ্জ, ২.তাহেরপুর, ৩.দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, ৪.ধর্মপাশা, ৫.বিশ্বম্বরপুর, ৬.সুনামগঞ্জ সদর |
| | | ৪. হবিগঞ্জ | ১.দিরাই, ২.চুনারুঘাট, ৩. নবীগঞ্জ, ৪. বানিয়াচং, ৫.মাধবপুর, ৬.লাখাই, ৭.হবিগঞ্জ সদর |
| ৮ | বরিশাল | ১. ঝালকাঠি, | ১. কাঠালিয়া, ২.ঝালকাঠি সদর, ৩. নলছিটি, ৪. রাজাপুর |
| | | ২. পিরোজপুর | ১. জিয়ানগর, ২. নাজিরপুর, ৩.নেছারাবাদ, ৪.পিরোজপুর সদর, ৫.ভান্ডারিয়া, ৬. মঠবাড়িয়া |
| | | ৩. পটুয়াখালী | ১. কলাপাড়া, ২. গলাচিপা, ৩.দশমিনা, ৪. পটুয়াখালী সদর, ৫. বাউফল, ৬. মির্জাগঞ্জ, ৭.রাঙ্গাবালী |
| | | ৪. বরগুনা | ১. আমতলী, ২. তালতলী, ৩. পাথরঘাটা, ৪. বেতাগী, ৫. বরগুনা সদর, |
| | | ৫. বরিশাল, | ১.আগৈলঝড়া, ২. উজিরপুর, ৩.গৌরনদী, ৪. বাকেরগঞ্জ, ৫. বানাড়িপাড়া, ৬. বাবুগঞ্জ, ৭. বরিশাল সদর, ৮. মেহেন্দিগঞ্জ, ৯. মুলাদী, ১০. হিজলা |
| | | ৬. ভোলা | ১. চরফ্যাশন, ২. তজুমুদ্দিন, ৩. দৌলতখান, ৪. বোরহানউদ্দিন, ৫. ভোলা সদর, ৬. মনপুরা, ৭. লালমোহন |
| **মোট** | **৮** | **৬১** | **৩৪৯** |

**০৭ জুন** ২০২১ তারিখে **২য় খসড়া প্রতিবেদনের ওপর** অনুষ্ঠিত জাতীয় কর্মশালার **সিদ্ধান্ত অনুসারে গৃহীত ব্যবস্থাবলী**

| ক্রমিক | **র‍্যাপোটিয়ার্স প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ** | **সংশোধনী** | **পৃষ্ঠা নাম্বার** | **অনুচ্ছেদ** |
|---|---|---|---|---|
| ১.১ | সমীক্ষা প্রতিবেদনে সংক্ষিপ্ত আকারে ক্রয় কার্যক্রম সম্পর্কিত ১টি কেস স্টাডি রাখতে হবে; | ১টি কেস স্টাডি রাখা হয়েছে | ২৭ | ৩.৫.৪ |
| ১.২ | ক্রয় কার্যক্রম প্রক্রিয়াকরণে ডিপিপি'র সংস্থান ও পিপিআর অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা স্পষ্ট করতে হবে। | করা হয়েছে | ২৫. ২৬, ২৭, | ৩.৫.১, ৩.৫.২, ৩.৫.৪ |
| ২.১ | এ প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথে সমধর্মী অন্যান্য প্রকল্পের দ্বৈততা থাকলে তা প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে; | সমীক্ষা জরীপে এ প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথে সমধর্মী অন্যান্য প্রকল্পের দ্বৈততা পাওয়া যায়নি | - | - |
| ২.২ | মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী এ্যাস্কেভেটর দিয়ে মাটি কাটা হচ্ছে কিনা তা প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে; | করা হয়েছে | ২৭ | ৩.৫.৪ |
| ২.৩ | প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পের জনবল রাজস্ব বাজেটে বদলি করার তথ্য বাদ দিতে হবে। | বাদ দেয়া হয়েছে | ৭ ৬২ | ১.১৩ ৩.১১ |
| ৩.১ | এ প্রকল্পের সুফলভোগীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিষয়টি স্পষ্ট করতে হবে; | করা হয়েছে | ৪২ ৪৫ | ৩.৮.১ ৩.৮.২ |
| ৩.২ | মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনে প্রাপ্ত যে পুকুরটির খনন কাজ খারাপ উল্লেখ করা হয়েছে তার ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে। | ফরিদপুর জেলার মধুখালী উপজেলার ডুমাইন গ্রামের একজন তথ্যদাতা খননের কাজ খারাপ মর্মে মতামত প্রদান করেছেন | | |
| ৪.১ | ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট মতামত প্রদান করতে হবে; | প্রদান করা হয়েছে | ২৫,২৬ ২৭ | ৩.৫.২, ৩.৫.৩ |
| ৪.২ | দল গঠন করা হয়েছে কিনা এ বিষয়ে সঠিক তথ্য উপস্থাপন করতে হবে; | উল্লেখ করা হয়েছে | ৬৬ | ৫.৫ |
| ৪.৩ | প্রকল্প শেষ হবার পর মৎস্য চাষ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং জলাশয় ব্যবস্থাপনা টেকসই করার সুপারিশ রাখতে হবে। | সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে (সুপারিশ নং ২, ৩, ৪ ও ৫) | ৬৯ | ৬.১ |
| ৪.৪ | বিলুপ্ত প্রায় মাছ ও জলজ উদ্ভিদের নাম উল্লেখ করতে হবে অথবা মৎস্য চাষ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ও জলজ উদ্ভিদ 'উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে' উল্লেখ করতে হবে। | বিলুপ্ত প্রায় মাছ ও জলজ উদ্ভিদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে | ৪৯ | ৩.৮.৩ (১৪) |
| ৫.১ | প্রতিবেদনে অতীত কালের ভাষা বাদ দিয়ে নিবিড় পরিবীক্ষণ হিসেবে বর্তমান কালের ভাষা ব্যবহার করতে হবে; | করা হয়েছে | - | - |
| ৫.২ | জনগণ শব্দের পর ইত্যাদি বাদ দিতে হবে; | বাদ দেয়া হয়েছে | - | - |
| ৫.৩ | "প্রতীয়মান হয়েছে", "ধারণা করা হয়" শব্দগুলো বাদ দিতে হবে; | বাদ দেয়া হয়েছে | - | - |
| ৫.৪ | ডাটা এনালাইসিস পদ্ধতি ও প্রতিবেদন প্রণয়নের অনুচ্ছেদগুলো আরও সংক্ষিপ্ত করতে হবে; | সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে | - | - |
| ৫.৫ | যানবাহন ক্রয়ের বিস্তারিত বাদ দিয়ে সংক্ষিপ্ত করে মূল বিষয়বস্তু উল্লেখ করতে হবে। | করা হয়েছে | ২৭ | ৩.৫.২, ৩.৫.৩ |

**১৪/০৬/২০২১ তারিখে চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদনের ওপর অনুষ্ঠিত ৩য় টেকনিক্যাল কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে গৃহীত ব্যবস্থাবলী**

| ক্রমিক | টেকনিক্যাল কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ | সংশোধনী | পৃষ্ঠা নাম্বার | অনুচ্ছেদ |
|---|---|---|---|---|
| ২.১ | এ প্রকল্পের বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় মাছের উৎপাদন ও সুফলভোগীদের বাৎসরিক আয় বৃদ্ধি পেয়েছে নাকি সমগ্র দেশে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট তথ্য সন্নিবেশ করতে হবে; | তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে | ৩৯ | ৩.৮.১ সারণি-৩.১৯ |
| ২.২ | সার-সংক্ষেপের শেষ লাইনটির “মাছ চাষের সোনার খনিতে রূপান্তরিত হয়েছে” ভাষাগত পরিবর্তন করতে হবে; | পরিবর্তন করা হয়েছে | i | - |
| ২.৩ | প্রতিবেদনের উপসংহারে “খাস কালেকশন” শব্দটি পরিবর্তন করে “রাজস্ব আদায়” শব্দ ব্যবহার করতে হবে; | উপসংহারে “রাজস্ব আদায়” শব্দ করা হয়েছে | ৭০ | ৬.২ |
| ২.৪ | প্রতিবেদনটিতে কিছু বানান ভুল ও ভাষাগত অসামঞ্জস্য রয়েছে, এগুলো ঠিক করতে হবে; | সংশোধন করা হয়েছে | | |

ডাটা ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস
বাড়ি নং-৬১, সড়ক-০৬, ব্লক-এ,
সেকশন-১২, মিরপুর, ঢাকা- ১২১৬
ই-মেইল:ddslma2015@gmail.com